গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ ॥ নব পর্যায় ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ বৈশাখ, ১৩৬৩

সম্পাদক : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

"গ্রন্থাগারের" নব পর্যায়—সম্পাদকীয়

পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ও
ভবিষ্যৎ—সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ ৩

কাঁথি পরিচয়—রাধাগোবিন্দ বিশাল ৯

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের ভ্রাম্যমান বিভাগের
পরিচালন ব্যবস্থা—গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১৫

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন - সংবাদ ১৯

কাঁথি সম্মেলনের কার্যসূচী—সংবাদ ২০

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- বৈশাখ ১৩৬২ হইতে গ্রন্থাগার মাসিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইবে।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴৹ আনা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যগণ বর্তমানে পত্রিকা বিনামূল্যে পাইতেছেন।
- সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্য্যালয়ে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬।০ হইতে ৮।০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে।
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২ (Central Library, The University, Calcutta-12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

৩৫, হুজুরিমল লেন, কলিকাতা-১৪ (সান্ধ্য কার্য্যালয়)

SANSKRIT VIDYA BHAWAN

ANTIQUARIAN AND VALUABLE BOOKSELLERS

100, Harrison Road, Calcutta-7

★

Specialist in :

Ancient Indian History & Culture

Religion : Buddh, Jain, Brahman

Philosophy, Sanskrit,

Prakrit, Hindi

We Buy Books in lots large and small.

LOOKS at BOOKS

THE LIFE OF THE BUDDHA

Retold from Ancient Sources and
Illustrated With 100 Masterpieces of Asian Art

By Anil De Silva Vigier

(Published by The Phaidon Press)

This is the first time that the moving and tender story of the Buddha has been linked with art that grew around it throughout the Asian World. This volume shows the different ways in which the Buddha's Life has been interpreted in the art of India, Japan, Siam, Indonesia, Burma, Ceylon, Central Asia and Afganistan.

The author, Anil De Silva-Vigier, is the first Asian woman to specialise in Archaeology and Art History, and has spent many years of study and research on Buddhist painting and culture.

Price — 47/6d.

★

SIDDHARTHA

By Hermann Hesse

Nobel Prize Winner 1946

(Published by Peter Owen & Vision Press)

Indian philosophy and psycho-analysis had a decisive influence on this beautiful Novel — SIDDHARTHA — which is the story of a soul's long quest in search of the ultimate answer to the enigma of man's role on earth.

Price — 10/6d.

★

Our new illustrated catalogue can become available on application.

RUPA & CO.

Publishers' Agents & Wholesale Booksellers

107, South Malaka, Allahabad-1.	15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.	11, Oak Lane, Fort, Bombay-1.

Reason, Romanticism & Revolution

By

M. N. ROY

Contents of Volume One

Introduction
Human Nature
The Law Governed Universe
The Revolt of Man
The Revolt of the Angels
The Natural Law
The Birth of Modern Philosophy
The New Science
The Enlightenment
The Great Revolution—I
The Great Revolution—II

Price Rs. 10/8/-

Contents of Volume Two

Reaction And Romanticism
The History of Romanticism
Romantic Extravagance
Liberalism Origin & Tradition
Fallacies of Liberalism
Utilitarianism
Neo-Classical Rationalism
Hegel to Marx
Marxism
The twins of Irrationalism
The Crisis of the Twentieth Century
The way out
New Humanism
Index, Bibliography.

Price Rs. 12/-

Remit Rs. 22/8 By M. O.
and have the two volumes free of postage charge

RENAISSANCE PUBLISHERS LTD.
15, Bankim Chatterje Street, Calcutta-12

সদ্য প্রকাশিত

। শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ।

জাহ্নবী-যমুনার উৎস-সন্ধানে

'প্রবাসীতে' প্রকাশিত উচ্চ-প্রশংসিত ভ্রমণ-কাহিনী। হিমালয়ের আবেষ্টনীর ভিতর যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্রী ও গোমুখ তীর্থযাত্রার দুরূহতা সম্বন্ধে তেমন কোন ইতিহাস নেই বললেই হয়। এই গ্রন্থে সে সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

গ্রন্থখানি ভ্রমণ-কাহিনী ও রস-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়।

দাম—৩।০

শুভ বিবাহে

দু'টী হাতের মিলনে নর-নারীর যে নব জীবনের সূচনা, তারই সুর ধ্বনিত হয় রোশনচৌকিতে। তাই বাঙালীর জীবনে রোশনচৌকি তার আনন্দ ও কল্যাণের প্রতীক। লেখক **শ্রীরমাপতি বসু** এই মঙ্গল উৎসবকে রূপ দিয়েছেন তাঁর পরম রমণীয় উপন্যাসে—

—রোশনচৌকি—

দাম—২৸০

শ্রীঅন্নদা মুন্সীর আঁকা প্রচ্ছদপট।
মিলন-উৎসবে রোশনচৌকির
সুর নব-দম্পতিকে মাতিয়ে তুলুক।

নব-কলেবরে রমেশচন্দ্র দত্তের অসংক্ষিপ্ত উপন্যাস

বঙ্গবিজেতা

ডাঃ সুকুমার সেন, এম-এ, পি, এইচ-ডি লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। বাঙালী কাপুরুষ—এই অপবাদ যে কত বড় মিথ্যা, বঙ্গবিজেতার আখ্যায়িকা সেটাই প্রমাণ করে। তা ছাড়া, বিমলা ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে প্রেমের যে পবিত্রধারা উৎসারিত হয়েছে তা এই উপন্যাসখানিকে পরম উপভোগ্য ক'রে তুলেছে। দাম—২৸০

● আমাদের অন্যান্য বই ●

॥ উপন্যাস ॥

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—
পরাধীন প্রেম ৩৲
দীপক চৌধুরী—
পাতালে এক ঋতু (১ম)
বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—
চক্রবৎ
প্রেমেন্দ্র মিত্র—
পাঁক
কুমারেশ ঘোষ—
ভাঙ্গাগড়া
বীরেন দাস
সন্ধান ২৲

॥ গল্প ॥

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
লাজুকলতা ২৸০
পরিমল গোস্বামী—
মারকেলেঙ্গে ৩৲
শিবরাম চক্রবর্ত্তী—
আমার লেখা ৪৲০
ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য—
অনির্বাণ শিখা ২৸০
দেহরক্ষণ ২৲০
(গল্পের মত সুখপাঠ্য দেহ-বিজ্ঞান)

॥ সমালোচনা ॥

ডাঃ শচীন সেন
রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় ৭৲
পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ

আমাদের "বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা" পড়ুন।

বীডার্স কর্ণার ⁘ ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, ⁘ কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৪-৬৬৫২] [বিস্তারিত তালিকার জন্যে লিখুন

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-জীবনী

"রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থকার একটি বৃহৎ দেশ ও কালের ইতিহাস লিখিতেছেন। ইহা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার এই কীর্তি বাঙালী পাঠকের হাতে উপযুক্ত মূল্যই পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

"···গ্রন্থখানি যেমন বৃহদাকার তেমনি কবির বহুমুখী এবং আপাত পরস্পরবিরোধী কর্মজীবনকে একটি ঐক্যসূত্রে গাঁথিবার মহৎ প্রয়াস। এই প্রায়-অসাধ্য সাধনপথে জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহা জীবনী ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

"···লেখক রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও ভাবজীবন, স্বদেশ-কেন্দ্রিকজীবন ও বিশ্বমানবকেন্দ্রিকজীবন, বাস্তব কর্মের জীবন ও স্বপ্ন দেখার জীবন, একই সঙ্গে একটি অখণ্ড জীবনের বিভিন্ন প্রকাশরূপে দেখাইয়া সত্য জীবনটিকেই দেখাইতেছেন।

"রবীন্দ্রনাথকে এমন সমগ্রভাবে দেখিবার সুযোগ প্রভাতকুমারই প্রথম দিলেন। এ গ্রন্থ দীর্ঘ হইয়াও যথেষ্ট দীর্ঘ নহে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই কবি-জীবনের সমস্তগুলি মুহূর্ত—এমন কি যেসব মুহূর্ত কর্মহীনতার ভ্রান্তি জাগাইয়াছে তাহাও সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়া এমন স্পন্দিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।···

"পাঠ করিতে করিতে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে থামিয়া যাইতে হয়, মনে হয় কবি যত সহজে সহস্র রকম পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, পাঠকরূপে আমরা তাহা পারিতেছি না, অনুসরণ পথে হাঁপাইয়া পড়িতেছি। বর্ণনা এমনই সুন্দর যে, বিবরণের হ্রস্বতা কোথাও ধাক্কা মারে না, দীর্ঘতা কোথাও দীর্ঘ বোধ হয় না। রবীন্দ্র-কর্মজীবনের ও স্বপ্নজীবনের এই চিত্র পটভূমিরূপে পাঠ করা প্রত্যেক রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করি।" — যুগান্তর

প্রথম খণ্ড ॥ ১২৬৮—১৩০৮ ॥ ১৮৬১—১৯০১ ॥ **মূল্য সাড়ে আট টাকা**

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৩০৮—১৩২৫ ॥ ১৯০১—১৯১৮ ॥ **মূল্য দশ টাকা**

তৃতীয় খণ্ড ॥ ১৩২৫—১৩৪১ ॥ ১৯১৯—১৯৩৪ ॥ **মূল্য দশ টাকা**

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

P29482
৭৪৩
০০৪১৪
৫৬
১,২,৪,৬,৯,১১,১২
১৩৬৩

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] বৈশাখ : ১৩৬৩ [নব-পর্যায় ১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

নব পর্যায়ে "গ্রন্থাগার"

গ্রন্থাগার আন্দোলনের আপনজন যাঁরা তাঁদের নিজেদের কথাকে পরস্পরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখপত্রের প্রয়োজন ঘটে। আমাদের পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্রটি এতদিন সে কাজ সাধ্যমত পালন করবার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু আন্দোলনের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অঞ্চলের বিশেষ খবরকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার, একজনের বিশেষ চিন্তাকে সকলের কাছে অনতিবিলম্বে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তিন মাসের ব্যবধান তাই পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা দীর্ঘ বলে বোধ হয়েছে। পরিষদের মুখপত্রকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত ক'রে সেই ব্যবধানকে তাই সংক্ষিপ্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের সকল সভ্যের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করলে আমরা আমাদের মুখপত্রটিকে সংবাদে, তথ্যে ও চিন্তায় সমৃদ্ধতর করে তুলবোই—একথা বোধ হয় শপথের মতো উচ্চারণ করা চলে।

"গ্রন্থাগার" মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পরিচালিত কোনও পত্রিকা নয়। এটি একটি রাজ্যব্যাপী সংগঠনের মুখপত্র। তার সমস্ত ত্রুটিকে অপসারিত করে তাকে তার আদর্শে অবিচল রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রতিটি সভ্যের। সকল সভ্যের কাছে তাই আমরা নূতন করে আবেদন জানাবো:—"আপনাদের সংগঠনের মুখপত্র নববর্ষে নূতন কলেবর লাভ করার সময়ে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা লাভ করুক। তার সমস্ত ত্রুটি আপনাদের নির্দেশে নির্দেশিত হোক, নিশ্চিহ্ন হোক। তার যা' কিছু গ্রহণযোগ্য তা' আপনাদের সমর্থনে অভিনন্দিত হোক। তার ভবিষ্যতের পথ সকলের সম্মিলিত চিন্তার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।"

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এই নূতন কলেবর লাভ করেই "গ্রন্থাগার"এর উপর দায়িত্ব পড়েছে আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তুকে যথাসময়ে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। দেশের ইতিহাসের সঙ্গে তা'র গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কাজেই যে-কোনও কর্মধারাই গ্রহণ করা যাক না কেন তার লাভ বা অলাভ অত্যন্ত দ্রুত পুঞ্জীভূত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফলে সমাজ-সচেতন প্রতিটি ব্যক্তির অত্যন্ত সজাগ হওয়ার প্রয়োজন ঘটেছে। দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পথনির্দেশ করা তাই দশম সম্মেলনের মুখ্য চিন্তা হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

এ পথনির্দেশ যত ব্যাপক কর্মীদলের মতামতের ভিত্তিতে রচিত হবে ততই তার পক্ষে ত্রুটিহীন এবং লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকামী সকলের কাছেই আমরা আবেদন জানাবো,—এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে সম্মেলনকে আপনার চিন্তায় সমৃদ্ধ করে তুলুন, আমাদের গতিপথ নির্ধারণে আপনার সক্রিয় সমর্থন থাক। পরিষদ-সদস্যদের কাছে পরিষদের আহ্বান আরও সুনির্দিষ্ট। অন্যের কাছে পরিষদের আবেদন কম বেশী অনুরোধের মধ্যেই সীমায়িত; কিন্তু সদস্যদের কাছে তার আবেদন দাবীর কম নয়। অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে এসে পরিষদ তার সদস্যদের কাছে এই সম্মিলিত সভায় পথের নির্দেশ চায়। যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব সমবেত হয়ে আগামী দিনের এই পথকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যাঁরা নানা কারণে একান্তই এতে যোগ দিতে পারবেন না, তাঁদের নিজেদের মতামতকে লিখিতভাবে পরিষদ অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারলে, তাও অত্যন্ত সাহায্যকর হবে, তা বলাই বাহুল্য। কোনও চিন্তা না করে নিষ্ক্রিয় থাকার প্রশ্নই উঠে না, কারণ তা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মুখে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার মতই অপরাধকর।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে, কাঁথি ক্লাবের আমন্ত্রণে আগামী ১৩ই-১৪ই এপ্রিল কাঁথি ক্লাব (কাঁথি, মেদিনীপুর) প্রাঙ্গনে দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনে আলোচ্য মূল-প্রবন্ধ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

কোনও দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ক্রমলাভ করে। ফলে সমস্ত সংগঠনটির মধ্যে সমাজের ঐতিহাসিক অবস্থার ছাপ বিশেষ ভাবেই বর্তমান থাকে। একদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে অন্য দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুরোপুরি মিল না থাকা তাই অস্বাভাবিক নয়। এমনকি একই দেশের বিভিন্ন সময়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে ও বিবর্তনের স্তরের প্রভেদ থাকাও খুবই স্বাভাবিক।

বর্তমান উপলব্ধি মতে আমরা মেনে নিই যে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ব্যাপক এবং গভীর ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম প্রধান উপায়। কোনও দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে হ'লে তাই তার শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসকে সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। এই শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারই সমাজবদ্ধ মানুষকে আরও উন্নততর সংগঠনের দিকে টেনে

> বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে মূল-প্রবন্ধরূপে আলোচনার্থ রচিত হইল।

নিয়ে চলেছে। সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার যে কোনও পরিকল্পনাই আজ গড়ে তুলতে হ'লে মানুষের এই ব্যাপক শিক্ষা-সংস্কৃতির শুভবুদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করতেই হবে। না হ'লে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

মানুষের এই শুভবুদ্ধিকে বাড়িয়ে তোলার অন্যতম প্রধান উপায় গ্রন্থাগার। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্য সেই পরিকল্পনারই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করার দায়িত্ব আজ সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষের। সকলের সম্মিলিত চিন্তায় সেই নির্দেশকে যতদূর সম্ভব নির্ভুল করে তুলতে পারলে অনর্থক সময় কেটে যাবে না, দেশের অর্থের অপব্যয় হবে না, পরিশ্রম বাঁচবে। নীচের আলোচনার খসড়াটিতে তাই চিন্তাকে জাগিয়ে, সমস্যাকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে। সমাধানের সম্ভাবনা কোন্ পথে এবং

কি উপায়ে তা' সম্মেলনে সকলের বিশদ আলোচনার মধ্য দিয়ে সুপারিশ হিসাবে গড়ে তোলা হবে। যুগ পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকা সামাজিক অর্থে অনুচিত। এই সম্মেলন তাই সমাজ-সচেতন ও সমস্যা-সচেতন সকলের সক্রিয় চিন্তায় সমৃদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন তাই :—

কোন ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের কাম্য? আমাদের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সে লক্ষ্য হ'তে কতদূরে এবং কেন? সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ কোথায়?

আমরা চাই এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—

(১) যা সকলের উপযোগী—

স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর; ধনী-নির্ধন—সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর লোকই যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে সক্ষম।

(২) গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ যেখানে অবাধ—

চাঁদা দেওয়ার প্রশ্ন যেখানে নাই। নিজের সুবিধামত, নিজের সাধ্যমত এবং নিজের রুচিমত নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ যেখানে উন্মুক্ত। সংগঠন ব্যবস্থা যেখানে ত্রুটিহীন।

দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা যখন শতকরা ৩.৫ তখন দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাকে সকলের উপযোগী বলা চলে কি না? চাঁদা দেওয়ার প্রশ্ন বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন যেখানে বর্তমান সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগকে অবাধ বলা চলে কি না? ন্যূনতম সময়ে পাঠকের দাবীকে পূর্ণ ক'রে, বিভিন্ন পুস্তক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী সংগঠনকে ত্রুটিহীন করা হয়েছে কি না? বর্তমান ব্যবস্থা সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারযোগ্য কি না?

উপরের সমস্যাগুলির বিচারে বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির তরফ হতে কি কি করা সম্ভব?

(১) নিরক্ষতার বাধাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য :—

দেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে সাক্ষর করে তোলার যে ব্যবস্থা দেশে আছে তা কি দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট? বর্তমানে দেশের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ১৮৭ লক্ষ। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বছরে গড়ে দেড় লক্ষ করে বাড়ছে। এই শিক্ষার ব্যয় ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত ৫ বছরে বেড়েছে গড়ে ১৬০ লক্ষ টাকা করে। কাজেই শুধুমাত্র এর

সাহায্যে দেশকে সাক্ষর করে তোলা স্বল্পগতি হ'বে নাকি? দেশে নূতন শিক্ষিতদের উপযোগী সাহিত্য এখনও দুর্লভ। কাজেই প্রাপ্ত-বয়স্ক যাঁরা সমাজশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করছেন তাঁরাও কি আবার চর্চ্চার অভাবে শিক্ষাহীনে পরিণত হবেন না?

এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বরূপ কি হবে? তার কর্ত্তব্য কি হবে? দেশের অবস্থায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থ আজ সকলের মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। গ্রন্থাগার যদি সম্পূর্ণ রকমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়, তবে দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী ভাবে বিবর্ত্তিত হয়ে ওঠার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের আছে কি না? বইয়ের লেনদেন ছাড়াও শিক্ষা সংস্কৃতি বিতরণকে আশ্রয় করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিভাবে নূতন প্রয়োজনকে স্বীকার করে গড়ে উঠতে পারে?

(২) চাঁদার বাধাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য—

জন-প্রচেষ্টায় চালানো সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশ খরচ ওঠে চাঁদার মধ্য দিয়ে। চাঁদা বন্ধ করতে হ'লে এই গ্রন্থাগারগুলিকে চালানোর কি ব্যবস্থা হবে? সরকারী সাহায্য এই চাঁদাকে বন্ধ করে গ্রন্থাগারগুলি চালানোর ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে কি না? বর্ত্তমানে সম্পূর্ণভাবে সেই ভার গ্রহণ করতে না পারলে সেই ভারকে ক্রমশঃ গ্রহণ করার কোনও উপায় আছে কিনা?

দাম জমা রেখে বই ধার দেওয়ার যে পদ্ধতি আছে তাকি একান্তই প্রয়োজন? অন্য কোনও উপায়ে দাম জমা রাখার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যায় কি না?

(৩) অসংগঠনকে কাটিয়ে ওঠার জন্য—

কেবলমাত্র সংগঠিত গ্রন্থাগারই পাঠকের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারে, ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পাঠকের দাবীকে তৃপ্ত করে তাঁর গ্রন্থাগার ব্যবহারের উৎসাহকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। কেবলমাত্র সংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষেই এক সমবায় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিজের গণ্ডীর বাইরের বহু জিনিষ অঞ্চলের পাঠকের কাছে পরিবেশন করা সম্ভব।

পাঠককে অল্প পরিশ্রমে গভীরতম ভাবে তৃপ্ত করতে হ'লে, পুস্তক ক্রয় ও আনুষঙ্গিক খরচার অপব্যয়কে রুখতে হ'লে, জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের প্রভাবকে আরও ব্যাপক ও গভীর করে তুলতে হ'লে, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের পথকে সুগম করে তুলতে হ'লে—প্রতিটি গ্রন্থাগারের পক্ষে সংগঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এ প্রয়োজন যদি এতই অধিক তবে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সে কাজে উপযুক্ত উৎসাহ দেখা যায় না কেন? সে কি শুধু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে? না অর্থের অভাবেও? যদি দুইই হয় তবে সে সমস্যা সমাধানের পথ কোথায়?

গ্রন্থাগার শিক্ষা-সংস্কৃতি বিতরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে সম্প্রতি সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। সমাজ শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ হয়েছে ৩২০ কোটি টাকা। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল। জেলা গ্রন্থাগার সংগঠন পরিকল্পনার (যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে) মধ্য দিয়ে আর এক কর্ম্মপ্রচেষ্টার রূপ দেখা যায়। সরকারী অর্থ সাহায্য ছাড়াও জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হ'তে বই ধার দেওয়ার কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এই ভাবেই চালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এমন কোনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কি পৌঁছানো সম্ভব (১) যা সকলের উপযোগী (২) সুযোগ যেখানে অবাধ ?

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন :—

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এই বিরাট পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি ধরণের কর্ম্মীর প্রয়োজন ? প্রয়োজনানুযায়ী কর্ম্মীদল সৃষ্টির দ্রুততম পথ কোথায় ?

সমাজে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের ভূমিকা চাহিদাকারের মত, আর গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের ভূমিকা যোগানদারের মত। চাহিদাকারের ইচ্ছাটিকে ভালভাবে বুঝে তাঁর রুচিকে কল্যাণের পথে চালিত করবার দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্ম্মীর। কাজেই যে-সব গ্রন্থাগার কর্ম্মী বিশেষভাবে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসবেন তাঁদের পক্ষে জনসাধারণকে পুরোপুরিভাবে জানা একান্ত দরকার।

শিক্ষিত পাঠকের সংখ্যা যেখানে বেশী, পাঠকের চাহিদা যেখানে বিশেষ ধরণের কুশলী কর্ম্মীর সাহায্যের অপেক্ষা রাখে সে সকল গ্রন্থাগারে, এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে উচ্চমানের কুশলী কর্ম্মীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বস্তরের গ্রন্থাগারে এই ধরণের কুশলী কর্ম্মী নিযুক্ত করার পরিকল্পনা একান্তই অবাস্তব।

শ্রদ্ধেয় রঙ্গনাথনের হিসাব মতো পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্ব্বদাকুল্যে ৮ হাজার শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্ম্মীর প্রয়োজন হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বছরে গড়ে ১৫—২০ জনের মতো ডিপ্লোমা পান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হ'তে অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের শিক্ষা পান বর্তমানে বছরে ৫০—৬০

জন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে আজ পর্য্যন্ত শিক্ষা পেয়েছেন প্রায় ১২৫ জন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে ৩৮৪ জন। এঁদের অধিকাংশ কর্ম্মনিরত। এঁদের ধরলেও উপরের চাহিদা মত ঐ ধরণের লোক সৃষ্টি করতেই আরও ৯৩ বছর দরকার।

আমাদের তাই বিচার করতে হবে—এই কয়বছরের কাজ কি ভাবে চলবে? বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলিকে যদি আমাদের কল্পিত ব্যবস্থার মধ্যে টেনে নিই তবে সেই সব গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের প্রয়োজনমত অল্পাধিক কুশলী বিদ্যায় শিক্ষিত করে কাজে লাগানো যায় কিনা? যদি যায় তবে কিভাবে?

তাঁদের অর্জ্জিত বিদ্যাকে অবিলম্বে কার্য্যকরী করার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব? আর্থিক প্রশ্নই যদি গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করে কুশলী বিদ্যাকে কাজে লাগানোর প্রধান অন্তরায় হয় তবে সে সমস্যাকে কাটিয়ে ওঠার উপায় কি? সংগঠনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কি ভাবে সব চেয়ে সুবিধায় পাওয়া সম্ভব?

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন :—

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই বিরাট পরিবর্ত্তন যদি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, সেই পরিবর্ত্তনকে সহজ করার জন্য কর্ম্মীদল সৃষ্টিকরা যদি সম্ভব হয়—তবে সমগ্র প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে স্থির ভাবে লক্ষ্যাভিমুখী করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কা'রা? কি ভাবে কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হবে?

গ্রন্থাগার মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ একথা মেনে নিলে সমাজ সচেতন মানুষের ভূমিকা এ'তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তা'ছাড়া শিক্ষিত জনপ্রধান অঞ্চলে মানুষ অপেক্ষাকৃত অভাব সচেতন। নিজের মানসিক ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহ করার তার আগ্রহ থাকবে, চেষ্টা থাকবে। কিন্তু যেখানে জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমানে শিক্ষিত নয় সেখানে তাকে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন আছে, দায়িত্ব আছে। কাজেই শেষোক্ত অঞ্চলে সমাজকর্ম্মীর অনেক ব্যাপক এবং গভীর কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন।

বহুদেশের এবং দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। এ বিজ্ঞানের সার্থকতা কাম্য ব্যবস্থাকে সব চেয়ে সহজ পথে সম্ভব করে তোলায়। সময়ের, অর্থের এবং উৎসাহের অপব্যয়কে রোধ করে কাম্য ব্যবস্থাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর সাহায্য তাই অপরিহার্য্য।

ইতিহাসের পথে অতীতের সমাজ ব্যবস্থাকে পার হ'য়ে ভারতবর্ষের সমাজ আজ

রাষ্ট্রকে আশ্রয় করেই অবস্থান করছে। কাজেই সেই রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া কোনও সামাজিক ব্যবস্থাকেই আজ যথেষ্ট পরিমানে ফলপ্রসূ করে তোলা সম্ভব নয়। বাঞ্ছিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে তাই রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যদি সমাজে শিক্ষা সংস্কৃতি বিতরণের অন্যতম প্রধান উপায় হয় তবে দেশের অন্যান্য শিক্ষা বিতরণ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাব্রতীদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করাও তাই একান্ত প্রয়োজনীয়।

লক্ষ্য যদি আমাদের স্থির হয়ে থাকে এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছানোয় যাঁদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন তাও যদি আমরা স্থির করতে পেরে থাকি—তবে তাঁদের সম্মিলিত উপদেষ্টা পরিষদের সাহায্যে কাজ চালানোই কি সবচেয়ে কাম্য পথ নয়? তা' যদি হয়, তবে সে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে কি রীতিনীতি অনুসৃত হবে? জনমতের কষ্টিপাথরে বিচার করে গড়া কোনোও আইনের ব্যবস্থার কি প্রয়োজন আছে?

● দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ●

১৩ই-১৪ই এপ্রিল ॥ ১৯৫৬ ॥ কাঁথি ॥ মেদিনীপুর

সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন :
ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়

মূল সভাপতি :
শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু

প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবেন
শ্রী বি, এস, কেশবন

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি :
শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মাল

সহঃ সভাপতি :
শ্রীযগেন্দ্র নাথ শাসমল ও শ্রীদুর্গাদাস রায়

সম্পাদক :
শ্রীশরদিন্দু দাস

কোষাধ্যক্ষ :
শ্রীসত্যব্রত মাইতি

কাঁথি পরিচয়

রাধাগোবিন্দ বিশাল
গ্রন্থাগারিক, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ

সাগর মেখলা কানন কুন্তলা কাঁথি ভূমির পরিচয় প্রদান করিতে গেলে সুদূর অতীতের শত স্মৃতিকথা মানস পটে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইতিহাসের পুরাতন পাতা হইতে উদ্ধার করা যায় যে মহাভারতের যুগে প্রাচীন সুহ্ম রাজ্যের রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত নগর বা বর্তমান তমলুক। কিন্তু কাঁথি ভূমি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এক ভীষণ জলপ্লাবনের পর সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ চিল্কা হ্রদ সৃষ্টির সমসাময়িককালে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করা যায়। পূর্বে রসুলপুর নদীর মোহানা হইতে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর মোহানা পর্যন্ত কাঁথি

> এ বৎসর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশন কাঁথিতে অনুষ্ঠিত হইবে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নব-জাগরণ আন্দোলনে কাঁথি মহকুমা তথা মেদিনীপুর জেলার অবদান অপরিসীম। সম্মেলন উপলক্ষে কাঁথির এই অবিস্মরণীয় ইতিহাস জনসাধারণের নিকট প্রকাশার্থ এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল। —সম্পাদক

মহকুমার যে দিকে মাইল প্রশস্ত এবং প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি আছে, তাহা হইতে এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল এবং আরও পরে উড়িষ্যা প্রদেশের জলেশ্বর সরকারের অধীনে এই স্থান শাসিত হইত। পাঠান রাজত্বের সময় এবং আকবর প্রমুখ মোগল শাসনকর্তাদের আমলেও এই মহকুমার হিজলীতে অর্থাৎ বর্তমান খেজুরীতে একটি জেলা ছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে এই হিজলী সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ১৫০৫ হইতে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাজ খাঁ নামক জনৈক আফগানের দ্বারা হিজলীতে এক সুশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজলীর মসনদ ই-আলী রাজবংশ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। মোগল রাজত্বের সময়েই হিজলীতে মগ ও

পর্তুগীজ জলদস্যু এবং ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের আগমন হয়। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য জব-চার্ণক-এর নেতৃত্বে ইংরেজগণ বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া হিজলী অধিকার করেন এবং হিজলীতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে হিজলী এবং খেজুরীতে ধীরে ধীরে বন্দর গড়িয়া উঠে। কলিকাতা হইতে হিজলী পর্য্যন্ত ছিপ নৌকায় করিয়া প্রত্যহ ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং ১৮৫১-৫২-খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে হিজলী পর্য্যন্ত ভারতের সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান খেজুরীতে যেসব পাশ্চাত্য দেশীয় নরনারীর সমাধিক্ষেত্র, কটখালির বাতিঘর, হিজলীর মসনদ-ই-আলীর মসজিদ ও সমাধি আছে, তাহা হইতে এই স্থানের অতীত গৌরব প্রমাণিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের এক সর্বগ্রাসী সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে খেজুরী বন্দর ও হিজলী রাজ্যের শ্রীসৌভাগ্য সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

অতীতের শত শত কীর্ত্তি বিজড়িত কাঁথি মহকুমা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অধীনে কাঁথি, রামনগর, পটাশপুর, ভগবানপুর, ও খেজুরী এই ছয়টি থানা আছে। আয়তনে এই মহকুমা হাওড়া জেলার প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় ৯১২ বর্গমাইল। সমগ্র বাংলা দেশে শ্রীরামপুর মহকুমার পরেই কাঁথির আয়তন ধরা যায়, কাঁথি মহকুমার অধিবাসী সংখ্যা ৮ লক্ষের কিছু বেশী। কাঁথির উত্তরে হলদী ও কেলেঘাই নদী, পূর্বে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলা অবস্থিত। এই মহকুমায় জল নিকাশ ও নৌ চলাচলের উপযোগী উড়িষ্যা কোষ্টক্যানেল, হিজলী টাইডেল ক্যানেল, পিছাবনী খাল প্রভৃতি এবং রসুলপুর, বাবদা ও খরোজ প্রভৃতি নদী রহিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে এই মহকুমার কয়েকটি সুবৃহৎ রাজপথ সুগঠিত হইয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

এই মহকুমায় সাধারণতঃ বেলে এঁটেল, দো-আঁশলা তিন রকমের ভূমি প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভূমিভাগ নানা শস্য উৎপাদনের উপযোগী ও উর্ব্বরতা সম্পন্ন। কৃষি এখানকার অধিবাসীগণের প্রধান উপজীবিকা, এই মহকুমায় আমন, আউস, ও বোরোধান, বিরি, মুগ, মেসাকী, তিল, সরিষা, পাট, তিসি, শন, তুলা, আখ, হলুদ, পিঁয়াজ, গোলালু, কপি, টম্যাটো ও নানাপ্রকার শাক সবজী উৎপন্ন হয়। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে নারিকেল ও বালিয়াড়ি অঞ্চলে বাদামের চাষ বিশেষ লাভজনকভাবে চলিয়া আসিতেছে। সমুদ্রতীরে লবন উৎপাদন শিল্প ও সামুদ্রিক মৎস্যের ব্যবসা প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক

বিস্তার লাভ করিয়াছে, এখানে লবনের উৎপাদন ও ব্যবসা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কাঁথির বর্ত্তমান ফৌজদারী আদালত শত বর্ষ পূর্বে একটি নিমক কুঠি ছিল।

এখানকার গ্রাম্য শিল্পের মধ্যে তাঁত, মাদুর, সুতা মথর, কাঁসা ও পিতলের বাসন, মৃৎ শিল্প, বেত, বাঁশ, নারিকেল ছোবড়া, জুট দড়ি, খড়ি ও হোগলা শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধুনা তাল ও খেজুর গুড়ের কাজও বিস্তার লাভ করিতেছে।

এই মহকুমায় উচ্চ শিক্ষা লাভের আগ্রহ কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। তখন হইতে ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ও কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অবশ্য প্রাচীনকাল হইতে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং চতুষ্পাটীতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। মহকুমায় বর্ত্তমানে কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, ৬০ টী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৮ টী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৬৬ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় চলিতেছে।

এই মহকুমায় মূল্যবান প্রত্নসম্পত্তি বিজড়িত বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। তন্মধ্যে এগরা থানায় এগরা হটবাগর শিবের মন্দির, কৃষ্ণ সাগর পুষ্করিণী, প্রাচীন নেতুয়া মহকুমার কাছারির ধ্বংসাবশেষ, আলিজিরি শিবের মন্দির, কুদীগ্রাম মন্দির, গড়বাসুদেবপুর রাজবাটী, পটাশপুর থানায় অমারষিতে মকদুম সাহেবের মসজিদ, মঙ্গলামাড়োকালি পুষ্করিণী, পঁচেটগড়, ভগবানপুর থানার কাজলাগড়ে বর্দ্ধমান রাজ কাছারি ও কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ, অর্জুনগর ও কিশোরপুরের মন্দির কৃষ্ণনগর ও ভূপিয়ার দেবালয় সমূহ, মুগবেড়িয়ার গঙ্গাধর স্মৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ, কাঁথি থানার বাহিরি গ্রামের টিকরী বা বৌদ্ধস্তূপ সমূহ, বৌদ্ধযুগের প্রস্তরমূর্ত্তি, মঠ, মন্দির, তীর্থ সাগর, হেমসাগর, ও লোহিত সাগর নামক পুষ্করিণীগুলি, জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ ইত্যাদি। জুনপুট ও মাজনার বাতিঘর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্র দারিয়াপুরে বঙ্কিম স্মৃতি স্তম্ভ, মহারাজ নন্দকুমার খনিত কাঁথি সহরে নন্দকুমার পুষ্করিণী, কিশোর নগর রাজবাটী, খেজুরী থানায় খেজুরী বন্দরের ধ্বংসাবশেষ, ইউরোপীয়গনের গোরস্থান কাউখালি বাতিঘর, হিজলীর মদনদ-ই-আলির মসজিদ ও সমাধি ক্ষেত্র, ধ্বংসাবশিষ্ট জাহাজ ঘাট প্রভৃতি; রামনগর থানায় চাঁদপুর ও দীঘা স্বাস্থ্যনিবাস, বালিসাই কুঞ্জা গড়, ভূকির বাতিঘর ও বৈতরনীর মঠ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

কাঁথি সহরে ও কাঁথি মহকুমায়—সর্ব্বত্র বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গ ভাষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য কাঁথি মহকুমার বহু সন্তান শ্রম করিয়া

গিয়াছেন। ৺যোগেশচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৺মহেন্দ্রনাথ করণের হিজলীর মসনদ-ই-আলী প্রভৃতি পুস্তক বাংলা দেশের বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। কাঁথি সহর হইতেই প্রতি সপ্তাহে ৩খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ও এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে সংকলন পত্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া থাকে। এগরা থানার অন্তর্গত পঁচেট্ট নামক স্থানে স্থানীয় জমিদার চৌধুরী বংশ পরিচালিত সঙ্গীত বিদ্যালয় সমগ্র মহকুমার-সংগীত চর্চ্চার একটি কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার দান অতুলনীয়। স্বাধীনতা লাভের উগ্র আকাংখা এবং মুক্ত জীবনের আকর্ষণ মেদিনীপুরবাসীর মজ্জাগত। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বা তাহারও পূর্বে নবাবী আমল হইতে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বহু বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে—১৬৬৭ ও ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহ : ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নায়েক হাঙ্গামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলার প্রখ্যাত মনিষীগনের অন্যতম স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৫১—৬৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সূচনা করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসভা (Congress) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ সালে মেদিনীপুর সহরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গ ভংগের প্রতিক্রিয়ায় বয়কট ও বিদেশী বর্জন আন্দোলন মেদিনীপুর জেলায় সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয়। এই সম্বন্ধে জাতীয় আন্দোলনে কাঁথিবাসীর আগ্রহ ও সহযোগিতা সর্ব্বজনবিদিত। বৈপ্লবিক আন্দোলনেও কাঁথিবাসীর বিশেষ সহযোগিতা ছিল। অগ্নিযুগের প্রথম শহিদ তরুণ বিপ্লবী—ক্ষুদিরাম বসুর এই কাঁথি অঞ্চলে অনেক সহকর্মী ও বিশেষ যোগাযোগ ছিল। ১৯২১ সালে মহাত্মা প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে কাঁথিতে মেদিনী মাতার সুসন্তান দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমল মহাশয়ের নেতৃত্বে কাঁথিবাসী অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সহিত সংঘবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তারপর ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের আন্দোলন একমাত্র মেদিনীপুর জেলাতেই দেশপ্রাণের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯৩০ সালে মহাত্মাজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার বহু স্থানে বিপুল উদ্যমের সহিত কাজ হয় এবং জনসাধারণ ব্রিটিশ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ বরণ করেন। এই বিষয়ে সরকার গ্রেপ্তার ব্যতীত বহু গৃহ লুণ্ঠন, বাজেয়াপ্ত, পাইকারী জরিমানা এবং গুলীবর্ষণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন,

কিন্তু জনগণের অসীম প্রতিরোধশক্তি ও সহনশীলতা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে এবং দেশপ্রাণ পরিচালিত মেদিনীপুর ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনেও কাঁথিবাসী সমান উৎসাহে কার্য্য করিয়াছেন সর্বশেষ ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে কাঁথি মহকুমায় যেরূপ সাফল্যের সহিত আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল ভারতের ইতিহাসে তাহা অবিস্মরণীয়। এই আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার কংগ্রেসকর্মী ও জনসাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে খেজুরী ও পটাশপুরের থানা ও সরকারী অফিসসমূহ দখল করেন। ভগবানপুর, কাঁথি, রামনগর ও এগরা থানায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পোষ্টাফিস দখল প্রভৃতি কাজ তড়িৎগতিতে সম্পন্ন করা হয়। কয়েক স্থানে গুলিবর্ষণের ফলে শত শত ব্যক্তি নিহত হন। এই অভূতপূর্ব বিক্ষোভে সরকার যখন চরমভাবে বিচলিত এবং উন্মত্ত হইয়া গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি জঘন্য দুষ্কর্ম আরম্ভ করিয়াছেন তখনই মেদিনীপুর জেলার ভাগ্যাকাশে এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় নামিয়া আসিল। ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলপ্লাবনে কাঁথিবাসীর আর্থিক মেরুদণ্ড আগামী বহুকালের জন্য অবনত হইয়া গেল এবং প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী ও শিশু অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইল। গৃহপালিত গবাদি পশু একরূপ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তারপরে আসিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যস্ত ও নিঃস্ব কাঁথিবাসি ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলা দেশের দুর্দ্দশা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তৎকালিন শাসক সম্প্রদায়ের নামকে মসিলিপ্ত করিয়াছে সত্য কিন্তু তুলনায় কাঁথিবাসির দুর্গতি আরও গভীরতর এবং পরিণাম আরও সুদূরপ্রসারী।

এই মহকুমায় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি দুইবার শুভাগমণ করিয়াছিলেন। কাঁথিতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয় ও কলাগাছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় দুইটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পীঠভূমি ছিল এবং বর্তমানে গঠনমূলক কার্য্যের কেন্দ্ররূপে পরিচালিত হইতেছে। দেশবন্ধু দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পর্য্যন্ত বাংলার সমস্ত কৃতী সন্তান কাঁথিতে পদার্পণ করিছেন। কাঁথিবাসী তাঁহাদিগকে উচ্ছসিত অভিনন্দন জানাইয়াছে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অজস্র কর্মপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জন্মভূমি কাঁথি সহর হইতে পাঁচ মাইল উত্তর পূর্বে চণ্ডীভেটী গ্রামে অবস্থিত। তাঁহার অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অসীম কর্মশক্তি সমগ্র মেদিনীপুরবাসীর হৃদয়ে তাঁহাকে অবিসংবাদী নেতা বা "মুকুটহীন রাজা" রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই নেতৃত্বে

কাঁথিবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়।

কাঁথি সহরে জ্ঞানী ও কর্মী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় অতীতকাল হইতে ধীরে ধীরে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে কাঁথি কলিজিয়েট মন্দির ও বিদ্যালয়, কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ও ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, কাঁথি ক্লাব গ্রন্থাগার, ভারতের একমাত্র সমবায়মূলক যানবাহন প্রতিষ্ঠান হিজলী কোঅপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি লিমিটেড, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথি সেবা সংঘ, কাঁথি আয়ুর্বেদ কলেজ, কাঁথি সংস্কৃত কলেজ, বীরেন্দ্র মেমোরিয়েল টাউন হল, কাঁথি স্পোর্টস এসোসিয়েশন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গঠনের মূলে যে সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিভা, কর্মীগণের নিরলস কর্মকুশলতা এবং দানশীল ব্যক্তিগণের বদান্যতা রহিয়াছে কাঁথিবাসি তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। এই সকল ব্যতীত মহকুমাব্যাপী বহু দেবমন্দির, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসালয় ও জলাশয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মূলেও বহু শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির বিপুল অর্থদান রহিয়াছে। কাঁথির এই সকল মহদাশয় ব্যক্তির বদান্যতার কাহিনী, কাঁথির সত্যকারে ইতিহাস রচিত হইলে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। এই মহকুমার জনসাধারণের মধ্যে একদিকে যেমন বিত্তবান ব্যক্তিদিগের দানশীলতা, অন্যদিকে তেমনি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সাধারণের সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যে আশ্চর্য্য রকমের আগ্রহ ও শ্রমশীলতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিনোবাজীর ভাষায় বলিতে গেলে এখানকার লোকেরা সামাজিক স্বার্থে "বহু শ্রমদান" করিয়া থাকেন।

এই মহকুমার সমুদ্রতীরবর্তী দীঘা বর্ত্তমানে একটি বিশিষ্ট স্বাস্থ্যনিবাসরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। এই সংগঠনের জন্য দীঘা-সমবায় স্বাস্থ্যনিবাস সমিতি লিমিটেড্ নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দীঘার বালুকাময় সমুদ্র সৈকত মোটর চালনা ও বিমান অবতরণের উপযোগী সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। অতীতের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই দীঘাতে বঙ্গের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সপরিবারে এবং সদলবলে বিশ্রাম লাভের জন্য বৎসরের কোন কোন সময় বাস করিতে আসিতেন। তৎকালে দীঘার নাম ছিল বীরকুল। অদ্যাপি দীঘা হইতে কয়েক মাইল দূরে বীরকুল নামে গ্রাম আছে এবং দীঘা অঞ্চল বীরকুল পরগণার অন্তর্গত। অবশ্য তখনকার দীঘা বা বেগুনাডিহা—কুঠি ও বাঙ্গলো ইত্যাদি কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

সুদূর অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন যুগের অঠর হইতে কাঁথি ধীরে ধীরে বর্ত্তমান

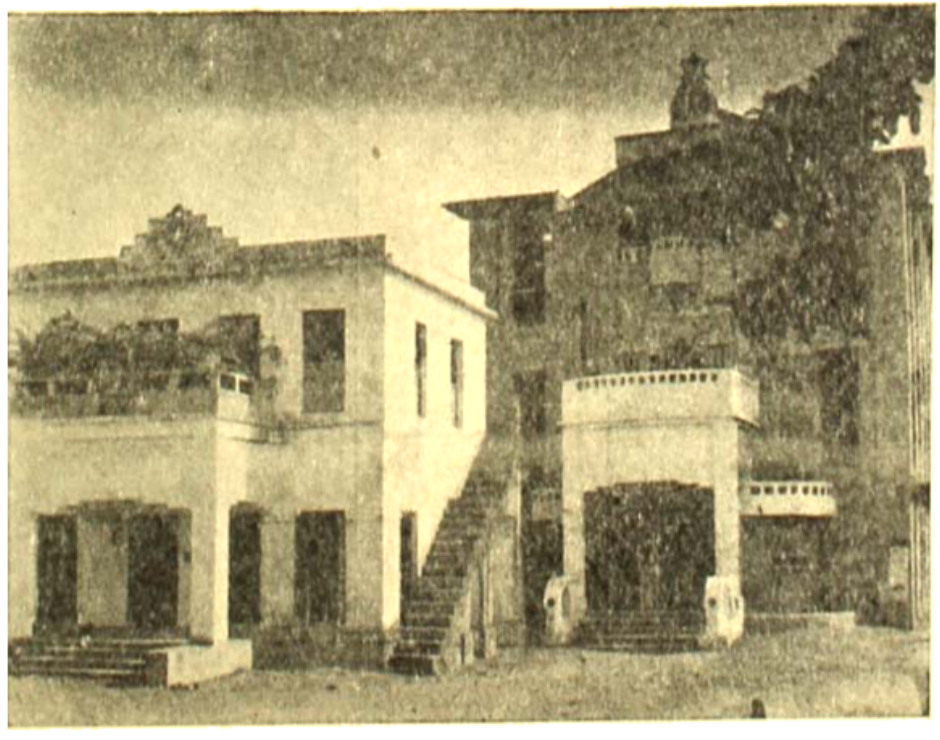

কাঁথি ক্লাব ও দক্ষিণ পার্শ্বে টাউন হল – বীরেন্দ্র স্মৃতি সৌধ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার
সম্মেলনের আগামী দশম অধিবেশন এইস্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের প্রথম গ্রন্থযান

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের গ্রন্থযান। ডোমজুড় পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মুখে কর্ম্মরত অবস্থায় ও পরপৃষ্ঠায় বড়গাছিয়া সাধারণ পাঠাগারের সম্মুখে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের সহিত জেলা সঙ্ঘের কর্মীদের একত্র গৃহীত ছবি।

প্রগতিশীলতার আলোকস্নাত রাজপথে পদার্পণ করিতেছে। ইহার সমৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রকাশ ও প্রসারতা, সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কাঁথিবাসী এই বিশ্বাস পোষণ করে যে তাহাদের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষা করিতেছে।

কাঁথির এই আশা আকাংখা মরুভূমায় পর্যবসিত হইবে না এই বিশ্বাসে নির্ভর করা যায় কারণ কাঁথিবাসীর অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য্য এবং বিপুল সামুদ্রিক সম্পদ এখনও সুপরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। ভারতে বর্তমানে দেশোন্নয়নের যে মহান কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে চিরন্তন মুক্তি সংগ্রামের বিশ্বস্ত ও অক্লান্ত সৈনিক কাঁথি বাসী তাহার যথাযোগ্য দায় স্বীকার করিয়া অংশীদার হইতে ইচ্ছুক।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের পরিচালন ব্যবস্থা

গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের কার্যের সূচনা হ'য়েছিল ইংরাজী ১৯৫২ সালের মে মাসে। এই সঙ্ঘের সূচনায় আমরা পেয়েছিলাম গ্রাম ও সহরাঞ্চল থেকে মোট ১০টী পাঠাগারকে। আজ সমগ্র হাওড়া জেলায় সেই সঙ্ঘের পাঠাগার সদস্যের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৮৫টী।

প্রথম থেকেই আমাদের চিন্তা ছিল কি উপায়ে এই জেলার সুদূর পল্লীর ক্ষুদ্র পাঠাগারগুলিকে আমাদের জেলা সঙ্ঘের সহিত নানাভাবে সংযুক্ত করা যায়। হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের একটী ক্ষুদ্রতম জেলা। ইহার আয়তন মাত্র ৫৬১ বর্গমাইল। পূর্ব ও দক্ষিণ সীমানায় ভাগীরথী। পশ্চিম সীমানায় রূপনারায়ণ ও মধ্যে দামোদর এবং এই তিনটী নদ ও নদীর ক্ষুদ্র শাখা ও অবাহিকাগুলি জেলাটীকে ছোট ছোট ভূখণ্ডে বিভক্ত ক'রেছে। ফলে ঐ ভূখণ্ডগুলি সহরাঞ্চল হ'তে দূরত্বের পরিমাপে সামান্য হ'লেও যথেষ্ট যুক্ত রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অভাবে অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু এই জেলার লোক বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে গ্রামাঞ্চলে ২০০৬, আর সহরাঞ্চলে ৩১,৪৬৪। এত অধিক ঘন বসতি ভারতের কোথাও নাই।

জেলাটী আয়তনে ক্ষুদ্রতম হ'লেও শিক্ষার ব্যাপারে অন্যান্য জেলার তুলনায় অগ্রণী বলা যায়। কারণ সমগ্র জেলায় বর্ত্তমানে ১৩টী উচ্চ মাধ্যমিক ; ৬৮টী জুনিয়র হাই ও প্রায় ১৩০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত আছে। সাধারণ উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারেও এই জেলায় ৪টী মহাবিদ্যালয় আছে। বিদেশী সরকারের আমল হ'তেই এই জেলায় যেমন সুবৃহৎ কল কারখানার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল—সেইরূপ গ্রাম ও সহরাঞ্চলে নানারূপ কুটীর শিল্পের ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও প্রসার হ'য়েছিল। ঐ সুবৃহৎ কল কারখানাগুলির সহিত বিভিন্ন কুটীর শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি আজও হাওড়া জেলার চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। এই কারণেই হাওড়ার গ্রামগুলি সহরাঞ্চলের বৃহৎ শিল্পের চাপ সত্বেও নিষ্প্রাণ হ'য়ে যায়নি। নিজেদের অস্তিত্ব আজও বজায় রেখে প্রাণবন্ত হ'য়ে বেঁচে আছে।

সুদূর দুর্গম পল্লীর পাঠাগারের সহিত আমাদের সঙ্ঘের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের যে সকল উপায় অবলম্বন করা হ'য়েছে তার মধ্যে একটী বিশেষ সুষ্ঠু উপায় ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। আমাদের এই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারটী বর্ত্তমানে দু'রকম উপায়ে তার কার্য্য পরিচালন ক'রছে।

(১) গ্রন্থযান (Book mobile) সাহায্যে। অর্থাৎ একটী ১২৬" wheel base এর মোটরগাড়ীর chasis কে একটী ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের উপযোগী ক'রে তৈরী করান হ'য়েছে। এই গ্রন্থযানটীর ভিতর ও বাহির থেকে পাঠকরা

যা'তে গ্রন্থ সমূহ ইচ্ছামত নির্বাচন ক'রে নিতে পারেন সেই মত বই সাজিয়ে রাখার তাকের (Shelf) ব্যবস্থা আছে। এই গ্রন্থযানটীতে বিভিন্ন বিষয়ের মোট ২৫০০ পুস্তক সাজিয়ে রাখা যায়। পল্লী অঞ্চলে যেখানে মোটরযান চলাচলের রাস্তা আছে আমাদের গ্রন্থযানটী সেই অঞ্চলের সদস্য পাঠাগারগুলির মাধ্যমে তথাকার জনসাধারণকে গ্রন্থ ঋণ দিবার জন্য পূর্বনির্দ্দিষ্ট তারিখ ও সময় অনুসারে উপস্থিত হয়। গ্রন্থযানটী উপস্থিত হ'লে গ্রামের পাঠাগারের সদস্য ও অন্যান্য গ্রামবাসী পুস্তক নির্বাচন করেন। প্রত্যেক পাঠাগার ২৫ খানি পুস্তক নির্বাচন ক'রতে পারবেন। নির্বাচিত ২৫ খানি পুস্তকের ১৩ খানি উপন্যাস ও বাকী অন্যান্য বিষয়ের হওয়া চাই। যে সকল পাঠাগারের কিশোর বিভাগ আছে তাঁহারা ৬ খানি কিশোর বিভাগের উপযোগী পুস্তক পা'বেন। প্রত্যেক সদস্য পাঠাগারকে গ্রন্থ ঋণ দিবার পূর্বে পুস্তক হারাণ বা পুস্তকের কোনরূপ ক্ষতি হ'লে দায়ী থাকার একটী স্বীকৃতি সহি ক'রে দিতে হয়। গ্রন্থযান হ'তে সদস্য পাঠাগারের উল্লিখিত সর্ত্তে ও নিয়মে পুস্তক নির্বাচন কার্য্য শেষ হ'লে পুস্তকগুলি একটী Triplicate challan বইএ নির্দ্দিষ্ট পাঠাগারের নামে challan লিখে সহি করিয়ে লওয়া হয়। এবং পরে ঐ নির্বাচিত পুস্তকগুলি একটী ছোট Steel এর Suit caseএ (যাহাতে সাধারণ সাইজের ৫০।৬০ খানি পুস্তক ধরে) ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়। সেইজন্য প্রত্যেক পাঠাগারকে নির্বাচিত পুস্তকের সহিত একটী করিয়া Steel Suit caseও ঋণ দিবার ব্যবস্থা আছে।

(২) সঙ্ঘের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের আর একটী ব্যবস্থা আছে। জেলার যে অঞ্চলে আমাদের গ্রন্থযান যাবার রাস্তাঘাট নাই সেই অঞ্চলের পাঠাগারগুলিকে গ্রন্থ ঋণ দিবার ব্যবস্থা ট্রেণযোগেই করা হয়। যে অঞ্চল এই ব্যবস্থার এলাকায় পড়ে তথাকার সদস্য পাঠাগারগুলিকে নিকটবর্ত্তী এক একটী রেলের ষ্টেশনের সহিত সংযুক্ত রাখা হয়। এইরূপে এক একটী ষ্টেশনের সহিত প্রায় ৫ হইতে ৩০টী পাঠাগার পর্য্যন্ত সংযুক্ত থাকে। পাঠাগারগুলিকে গ্রন্থ ঋণ দিবার তারিখ প্রায় ০।১৫ দিন পূর্বে নির্দ্ধারণ করা হয় এবং ঐ তারিখ ও ট্রেণের সময় পত্র দ্বারা প্রত্যেক পাঠাগা কে পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রত্যেক পাঠাগারের জন্য একটী Steel সুটকেশ পূর্ব নিয়মে বই ভর্ত্তি ক'রে লওয়া হয় এবং ঐ সকল সুটকেশ, একটী folding টেবিল ও কয়েকটী চেয়ার একটী লাল সালুর উপর লিখিত festoon, চালান বহি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতাপত্র নিয়ে নির্দ্দিষ্ট ট্রেণে কর্মীর দল রওনা হয়। পূর্ব কার্য্যসূচী অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে কর্মীরা সুটকেস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি নামিয়ে লন। এই কাজে ষ্টেশনে উপস্থিত

বিভিন্ন পাঠাগারের কর্মীর দলও সাহায্য করেন। ট্রেণ হ'তে জিনিষপত্র নামিয়ে সুবিধামত প্ল্যাটফর্মে বা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে festoonটি টাঙ্গিয়ে দিয়ে আমাদের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের কাজ আরম্ভ করা হয়। সুটকেস ভর্ত্তি ক'রে কিছু অতিরিক্ত পুস্তকও সঙ্গে রাখা হয় যাহাতে পাঠাগারের প্রতিনিধি ও পাঠকগণ তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বইএর কিছু ইচ্ছামত অদলবদল ক'রতে সুযোগ পান। পুস্তক নির্বাচন ব্যাপার শেষ হ'লে পূর্ব নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক পাঠাগারকে Challan বহিতে সহি করে গ্রন্থ ঋণ গ্রহণ করতে হয়। বর্ত্তমানে যে অঞ্চলের পাঠাগারকে ট্রেনযোগে পুস্তক আদান প্রদান ক'রতে হ'চ্ছে তাঁহাদের পুস্তক নির্বাচনের সুযোগ খুবই অল্প হয়। সেইজন্য সকল সদস্য-পাঠাগারকে তাঁহাদের মনোনীত পুস্তকের তালিকা সঙ্ঘের কার্য্যালয়ে পূর্বেই পাঠিয়ে দিবার অনুরোধও জানান হয়।

যে সকল পাঠাগারকে গ্রন্থ ঋণ দেওয়া হয় তাঁ'দের পাঠকদের ঐ সকল পুস্তক আদান প্রদানের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট ছকে হিসাব রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। ঐ ছকে রক্ষিত হিসাব থেকে কোন এলাকায় কোন বিষয়ের পুস্তকের চাহিদা কিরূপ তাহা বুঝিয়া পরবর্ত্তী গ্রন্থ ঋণের সময় নির্দ্দিষ্ট এলাকার গ্রন্থ চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক সরবরাহের চেষ্টা করা হয়।

আশাকরা যায় আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যে হাওড়া জেলায় গ্রামাঞ্চলের দিকের বহু রাস্তা ঘাট তৈরীর কাজ শেষ হ'বে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের কাজের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃতি লাভ ক'রবে এবং পাঠাগার ও পাঠকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হ'বে।

এই গ্রন্থ যানের সঙ্গে কিছু ফিল্ম ও রেকর্ড ও একটী রেডিও সেট রাখার পরিকল্পনা আছে। ফিল্ম ও রেকর্ড খানি এমন ভাবে নির্বাচন করা হবে যাতে স্থান, কাল এবং দেশ ও সমাজের নানা বিষয়ে জ্ঞানের ব্যাপারে পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে। রেডিওর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ আলোচনা ও অন্যান্য আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানগুলিও সুদূর গ্রামের বহু শিক্ষিত অশিক্ষিত বালকবালিকা ও বয়োবৃদ্ধদের নিকট পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থ যান যেন একটা পুস্তক বহনকারী যানে পর্য্যবসিত না হয় ইহা যেন দেশের আবালবৃদ্ধ বণিতাকে জ্ঞানের সহিত আনন্দ পরিবেশনের মূর্ত্ত প্রতীক হ'য়ে উঠে ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা ও উদ্দেশ্য।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল পর নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। হিন্দি হাই-স্কুল ভবনে ৭ই এপ্রিল হইতে চারিদিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীক্ষিতিশ ঘোষ ও শ্রীতিনকড়ি দত্তকে যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করিয়া ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিকদের লইয়া এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাচীন পুঁথি ও ভারতে মুদ্রণের ইতিহাসের উপর জাতীয় গ্রন্থাগারে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে।

সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব এস বসিরুদ্দিন সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন দিনের চারিটি কার্যকরী অধিবেশনের বিষয়গুলি হইল :

ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন

ভারতীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিবর্ধন।

ভারতে গ্রন্থপঞ্জিক সংগঠন

বিদ্যালয় ও শিশু গ্রন্থাগার

শেষদিন ১০ই এপ্রিল ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভা ও নির্বাচন হইবে।

১০ই এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ণ হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত একই স্থানে Indian Association of special Libraries and Information centre এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

—ঃ কাঁথি সম্মেলনের কার্য-সূচী ঃ—

১৩ই এপ্রিল, শুক্রবার ঃ

উদ্বোধন-অনুষ্ঠান	সকাল ৯টা—১০-৩০টা
প্রথম অধিবেশন	সকাল ১০-৩০টা—১১-৩০টা
(মূল প্রবন্ধ পাঠ এবং প্রবন্ধের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা)	
মধ্যাহ্ন-ভোজন	মধ্যাহ্ন ১২টা – ১-৩০টা
প্রবন্ধের প্রথম অংশের আলোচনা (বিভিন্ন দলে)	অপরাহ্ন ১-৩০টা—৩টা
দ্বিতীয় অধিবেশন	„ ৪টা - ৫টা
(প্রবন্ধের প্রথম অংশের সম্মিলিত আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা)	
জলযোগ	„ ৫টা – ৫-৩০টা
জনসভা	„ ৫-৩০টা—৭টা
প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা (বিভিন্ন দলে)	রাত্রি ৭-৩০টা—৯টা
নৈশ ভোজন	„ ১০টা

১৪ই এপ্রিল, শনিবার ঃ

দীঘা ভ্রমণ	সকাল ৪টা—৮টা
তৃতীয় অধিবেশন	„ ৯টা—১০টা
(প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের সম্মিলিত আলোচনা এবং তৃতীয় অংশের ব্যাখ্যা)	
প্রবন্ধের তৃতীয় অংশের আলোচনা (বিভিন্ন দলে)	সকাল ১০-৩০টা—১২টা
মধ্যাহ্ন-ভোজন	মধ্যাহ্ন ১২টা—১-৩০টা
চতুর্থ অধিবেশন	
(প্রবন্ধের তৃতীয় অংশের সম্মিলিত আলোচনা)	অপরাহ্ন ২টা—৩টা
জলযোগ	„ ৫টা—৫-৩০টা
সমাপ্তি অধিবেশন	রাত্রি ৭টা—৮টা
বিচিত্রানুষ্ঠান	„ ৮টা—৯টা
নৈশ-ভোজন	„ ১০টা

১২ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ১০-৩৫ মিঃ পুরী প্যাসেঞ্জারে রওনা হইয়া ৩-৫২ মিঃ কন্টাই রোড ষ্টেশনে নামিতে হইবে। সেখান হইতে বিশেষ বাসযোগে কাঁথি পৌঁছিবার ব্যবস্থা থাকিবে। হাওড়া হইতে কন্টাই রোড ট্রেণ ভাড়া ২৷৵১৫। যাতায়াত বাস ভাড়া ৩৲।

সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা সমিতিকে ১০ই এপ্রিলের মধ্যে জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার ঃ—

দাতা (আজীবন)		১৫০৲ দেড়শত টাকা।
আজীবন সভ্য		৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা।
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক	৩৲ তিন টাকা।
প্রতিষ্ঠান সভ্য		৪৲ চার টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	৩০৲ ত্রিশ টাকা। প্রতিবার
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা।	১৮৲ ষোল টাকা।
ঐ সিকি পৃষ্ঠা।	১০৲ দশ টাকা। "
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা।	৫০৲ পঞ্চাশ টাকা। "
" " অর্ধ পৃষ্ঠা।	২৫৲ চব্বিশ টাকা।
" তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা।	৪০৲ চল্লিশ টাকা। "
" " অর্ধ "	২২৲ বাইশ টাকা।
" চতুর্থ পূর্ণ "	৬০৲ ষাট টাকা। "
" " অর্ধ "	৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা। "

THE WORLD PRESS PRIVATE LTD.

37, COLLEGE STREET,
CALCUTTA-12.

Phone : 34-1444

Importers and Stockists of

TECHNICAL-SCIENTIFIC & LIBRARY-SCIENCE BOOKS.

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

LOOKS at BOOKS

The Living Thoughts of

GOTAMA THE BUDDHA

Presented by Ananda K. Coomaraswamy

&

I. B. Horner

Buddha was the title given to Prince Siddhartha or GOTAMA, who lived in the 6th Century B. C. and inaugurated Buddhism, a system of religion in India based on four 'Noble Truths' as follows :—

1. Pain exists.
2. The cause of pain is 'birth-sin'. The Buddhist supposes that man has passed through many previous existences, and all the heaped-up sins accumulated in these previous states constitute man's 'birth-sin'.
3. Pain is only ended by Nirvana.
4. The way that leads to Nirvana is the 'Eight-Fold path' : right faith, right judgment, right language, right purpose, right practice, right obedience, right memory and right meditation.

Ananda Kentish Coomaraswamy, an eminent Indian scholar and art critic was born on 22nd August 1877 in Colombo, Ceylon. He was a pioneer in the study of Buddhism.

Price—6s.

★

DELEGATES VISITING

The All India Library Conference are cordially invited to visit our show-room at 15, College Sq., above Coffee House.

RUPA & CO.

Publishers' Agents & Wholesale Booksellers

107, South Malaka, Allahabad-1. ■ 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. ■ 11, Oak Lane, Fort, Bombay-1.

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ ॥ নব পর্যায় ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩
সম্পাদক : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

: সূচী :

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন :
মুখবন্ধ ২১
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ ঈশ্বরচন্দ্র মাল ২২
উদ্বোধন ভাষণ ... নীহাররঞ্জন রায় ২৩
প্রদর্শনী উদ্বোধকের ভাষণ বি, এস, কেশবন ২৪
মূল সভাপতির ভাষণ ... ... প্রমীলচন্দ্র বসু ২৫
সম্মেলনে বিভিন্ন দলের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ৩৭
সম্মেলনে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী ৪৫
সম্মেলনী কথা ... শক্তিপদ পণ্ডা ৪৯
নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ৫১
গ্রন্থাগার সংবাদ ৫৪
সম্পাদকীয় ৫৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

—সদ্য প্রকাশিত—

জাহ্নবী-যমুনার উৎস-সন্ধানে

॥ শ্রীঅমৃত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

হিমালয়ের আখেটেবীর ভিতর অনোত্তরী, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী তীর্থ যাত্রার দুরূহতা সম্বন্ধে যেন ইতিহাস নেই বললেই হয়। সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে।

সম্পূর্ণ নূতন-কাহিনী ও তথ্য-সাহিত্যের অপূর্ব সমন্বয়।

দাম ৫।০

মিলন-উৎসবে রোশনচৌকির সুর সব সম্পত্তিকে মাতিয়ে তুলুক

রোশনচৌকি

॥ শ্রীরমাপতি বসু ॥

শ্রীঅন্নদা মুদীর আঁকা প্রচ্ছদ পট।

দাম ১৸০

দুটি হাতের মিলনে নর-নারীর যে নব-জীবনের সূচনা, তাইই সুর ধ্বনিত হয় রোশনচৌকিতে। তাই বাঙালীর জীবনে রোশনচৌকি হয় আনন্দ ও কল্যাণের প্রতীক।

—শীঘ্রই বেরুবে—

প্রেমের গল্প

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের স্ব-নির্বাচিত প্রেমের গল্প সংগ্রহ। সুসজ্জিত, সুমুদ্রিত ও সচিত্র

নব-মনোরম রমেশচন্দ্র গুপ্তের অসংক্ষিপ্ত উপন্যাস

বঙ্গ বিজেতা

ডাঃ সুকুমার সেনের ভূমিকা-সহ।

বাঙ্গালী কাপুরুষ—এই অপবাদ যে কত বড় মিথ্যা এই কাহিনী সেটাই প্রমাণ করে। দাম ২৸০

—আমাদের অন্যান্য বই—

॥ উপন্যাস ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাধীন প্রেম ৩৲

শীলক চৌধুরী

পাতালে এক ঋতু (১ম) ৫৲

বিমলাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্রবৎ ৪৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাঁক ২৷৷০

কুমারেশ ঘোষ

ভাঙাগড়া ২৷৷০

বীরেন দাশ

সন্ধান

॥ সমালোচনা ॥

ডক্টর শচীন সেন

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় ৭৲

॥ গল্প ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাজুকলতা ২৷৷০

পরিমল গোস্বামী

মায়কে লেজে ৪৲

শিবরাম চক্রবর্তী

বন্ধু চেনা বিষম দায়! ১৷৷০

কৃত ও অদ্ভুত ১৷৷০

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

অনির্বাণ শিখা ২৸০

দেহরক্ষণ ২৷৷০

॥ জীবনী ॥

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভারত মহিলা ২৷৷০

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আতস নদীর তীরে ১৷০

আমাদের "বিশ্ব সাহিত্য গ্রন্থমালা" পড়ুন

রিডার্স কর্নার ঃ ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬
ফোন ৩৪-৩৬৫২ [তালিকার জন্য লিখুন]

❋ বেঙ্গল পাবলিশার্সের বই ❋

● উপন্যাস ●

মনোজ বসুর
সবুজ চিঠি ৩৲
সৈয়দ মুজতবা আলীর
অবিশ্বাস্য ৩৲
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চিড়িয়াখানা ২৷৷০
সন্তোষকুমার ঘোষের
মোমের পুতুল ৪৷৷০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
ছায়া-মারীচ ৩৲
সতীনাথ ভাদুড়ীর
অচিন রাগিণী ৩৷৷০
বনফুল-এর
স্থাবর ৭৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
শিলালিপি ৫৷৷০
সমরেশ বসুর
সওদাগর ৫৷৷০
বারীন্দ্রনাথ দাশের
রক্তের বিবি ৩৲
গোপাল হালদারের
একদা ৩৷৷০
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
দেহমন ৪৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরোগ্য নিকেতন ৬৲
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুতুলনাচের ইতিকথা ৫৲
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
তোমরাই ভরসা ৪৷৷০
প্রবোধকুমার সান্যালের
বনহংসী ৪৷৷০

● ভ্রমণ কাহিনী ●

মন্মথনাথ রায়ের
আমার দেখা ডেনমার্ক ২৲
পরিমল গোস্বামীর
পথে পথে (সচিত্র) ৩৲
মনোজ বসুর
চীন দেখে এলাম ১ম ৩৲ : ২য় ৩৷৷০
সতীনাথ ভাদুড়ীর
সত্যি ভ্রমণ কাহিনী ৫৷৷০

● রম্য রচনা ●

সৈয়দ মুজতবা আলীর
পঞ্চতন্ত্র ৩৷৷০
ময়ূরকণ্ঠী ৩৷০
নীলকণ্ঠ বিরচিত
চিত্র ও বিচিত্র ৩৷৷০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
মুখর লণ্ঠন ২৲
কালকূটের
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ৪৷৷০
জয়াসঙ্কর
লৌহ কপাট ১ম ৩৷৷০ : ২য় ৩৲
দেবেশ দাসের
রাজোয়ারা ৩৷৷০
বিভূতিভূষন মুখোপাধ্যায়ের
দুয়ার হতে অদূরে ৩৲

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ❋ কলিকাতা বারো ॥

ন্যাশনালের বই

খৃষ্টপূর্ব ৭১ অব্দে মৃতপ্রায় রোম সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের দাবীতে দাসেরা বিদ্রোহ করেছিল। সে যুগেও সেই চেতনায় তারা বেঁচেছিল, আর সেই জন্যেই মরেছিল। এই বিদ্রোহের নায়ক স্পার্টাকাস যার কাহিনী হাওয়ার্ড ফাস্টের বলিষ্ঠ লেখনীতে রূপায়িত হয়েছে একটি অবিস্মরণীয় বিশ্বাস ও প্রেরণার শিখারূপে।

অনুবাদ : **সুনীল চট্টোপাধ্যায়** দাম ৫৲

হাওয়ার্ড ফাস্টের

শেষ সীমান্ত

রেড ইণ্ডিয়ানদের মুক্তি অভিযানের অনবদ্য কাহিনী।

শোভন : ৪৲ সাধারণ : ৩.০

আলেক্সি তলস্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

Ordeal—এর অনুবাদ

১ম খণ্ড: **দুইবোন** ৫৲ ২য় খণ্ড: **উনিশো আঠারো** ৫৲

৩য় খণ্ড: **বিপ্লব প্রভাত** ৮৲ তিন খণ্ড একত্রে ১৫৲

ম্যাকসিম গর্কির

মা

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

অনুবাদ : **পুষ্পময়ী বসু**

শোভন ৪৲ সাধারণ ২।০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাইভেট) লিঃ

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ শাখা : ৩।২ শ্যামাচরণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৩ [নব-পর্যায় ২য় সংখ্যা

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

মুখবন্ধ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে, কাঁথি ক্লাবের ব্যবস্থাপনায়, কাঁথি ক্লাব সংলগ্ন 'বীরেন্দ্র-স্মৃতি-সৌধে' বিগত ১৩ই-১৪ই এপ্রিল দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দূর-দূরান্তর হইতে বেড় শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন।

জাতির সমাজ-জীবনে আজ যে নতুন প্রেরণা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে সাংস্কৃতিক জীবনে অনুভূত হইতেছে যে-নতুন প্রাণস্পন্দন তাহারই পটভূমিকায় আজিকার এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য অসাফল্যের পরিমাপ করিতে হইবে। আনুষ্ঠানিক জাঁকজমক অপেক্ষা পারস্পরিক সহজ অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি, অবাস্তব, স্বপ্নময় ভাবণ অপেক্ষা আশুনমস্যার বাস্তব উপলব্ধি আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরিচালনার নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য সম্মেলনে পরীক্ষামূলকভাবে এই নতুন নীতি অনুসৃত হইয়াছে, এবং এই পরীক্ষার ফল যে সন্তোষজনক হইয়াছে—সম্মেলনে যোগদানকারী বহু প্রতিনিধি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটী-বিচ্যুতি অবশ্যই ছিল এবং তজ্জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা চাহিতেছি। যে-টুকু সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে তাহার কৃতিত্ব যাঁহাদের প্রাপ্য তাঁহাদের উদ্দেশে শুধু মাত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না। রাত্রি জাগরণের গ্লানি, পথশ্রমের ক্লান্তি এবং আরও বহুবিধ অসুবিধাকে হাসিমুখে অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা দুইদিবসব্যাপী আলোচনায় আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে অংশগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী আপনজন। তাঁহাদের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন তাই নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের তথা কাঁথির নাগরিকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সহৃদয় আতিথেয়তার স্মৃতি প্রতিনিধিগণ দীর্ঘদিন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিবেন। তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেবানিষ্ঠা সকল প্রশংসার

উর্ধ্বে। ইহাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ভাষণ

সমাগত বিদ্বজ্জন মণ্ডলি!

গ্রন্থাগার পরিরক্ষণ ও পরিবর্ধনের মধুব্রত লইয়া আজ আপনারা বাংলা দেশের প্রত্যন্তভাগে অবস্থিত এই কাঁথিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাদের কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহা আমি জানিনা। শুধু এইমাত্র আকাংখা করি, আমার উক্তির ভিতর দিয়া যেন কাঁথির অগণ্য জনসাধারণের উৎসুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।...

সমুদ্র-সম্ভূত এই কাঁথি।...শুধু সংগ্রামে নয়, সংস্কৃতিতেও এই ভূ-খণ্ডের একটি গৌরবময় পরিচিতি রহিয়াছে।.....এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করিবারও একটি ইতিহাস আছে। এই প্রচেষ্টার প্রথম ধারাটি দেখা যায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনায়।.....দ্বিতীয় ধারাটি হইল এই অঞ্চলের ইতিবৃত্ত রচনা।.....আর, এই প্রচেষ্টার তৃতীয় ধারার বিশিষ্ট ভূমিকাটিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এই অঞ্চলের ছোট ও বড় বিভিন্ন গ্রন্থাগার।

এই গৌরব অর্জনের পুরোভাগে যে প্রতিষ্ঠানটি রহিয়াছে—তাহার নাম রাজ নারায়ণ বসু স্মৃতি-পাঠাগার। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর সহরে ইহার প্রতিষ্ঠা। বৈপ্লবিক মন্ত্রের দীক্ষাগুরু ঋষি রাজনারায়ণ বসুই ইহার স্থাপয়িতা ও প্রথম সম্পাদক।

উল্লেখ করিতে হয় কাঁথি ক্লাবের কথা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মে কাঁথির সাংস্কৃতিক মিলন-কেন্দ্ররূপে কাঁথির জনসাধারণের উদ্যোগে এই ক্লাবের সূচনা হয়।... ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় ক্লাবের নিজস্ব একতলা গৃহ; ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা দ্বিতল গৃহে পর্যবসিত হয়। সেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীর অধিককাল কাঁথিবাসীর জীবন-বিকাশনার কার্যে ইহা এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।.....

কাঁথি ক্লাবের কথা বাদ দিলে কাঁথি সহরে এবং মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে ছোট বড় অসংখ্য গ্রন্থাগার রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে মীর্জাপুর সৎসাহিত্য সম্মিলনীর গ্রন্থাগারটি। প্রাচীনতায়, আয়তনে এবং কার্যকারিতায় যে কোন পল্লীর পক্ষে ইহা একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুঃখের সংগে বলিতে হয় যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জীবনীশক্তিতে দুর্বল ও অক্ষম। স্বল্প-গভীর প্রেরণার পাথেয় লইয়া ইহাদের জন্ম, কিন্তু নিত্য

অবস্থাতেই ইহাদের বার্ধক্য আসিয়া গ্রাস করে, নামমাত্র নিয়ম রক্ষা করাই তখন ইহাদের কাজ হইয়া উঠে। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যয়ন অনুধ্যানের যে উৎস-স্পন্দন—তাহা কেবল কল্পনারই চিত্র থাকিয়া যায়। আমার মনে হয়, এই ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে বর্তমানের কঠিন জীবিকা-সংগ্রাম, সংগঠন-শক্তির অভাব এবং নবতর আলোক-প্রাপ্তির অনুযোগ। এমনি করিয়া গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি যেভাবে ত্বরান্বিত হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা হইতে পারিতেছেনা উপরিউক্ত তিনটি কারণেই।

পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শেষোক্ত দুইটি অসুবিধা দূরীকরণের ব্রত লইয়া এই দশম সম্মেলনে উপনীত হইয়াছেন আমাদেরই দ্বারদেশে। কাঁথি তথা সমগ্র মেদিনীপুরের জনসাধারণকে, প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে আমি আহ্বান জানাইয়া বলি—আসুন আমরা পারি যেন এই সুযোগকে বরণ করিয়া লইতে।···বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত যুক্ত হউক কাঁথি এবং তাহার ছোটবড় সাবতীয় গ্রন্থাগার; সর্বোপরি পরিষদের এই আন্দোলন অচিরেই জয়যুক্ত হউক—আজিকার শুভ সজ্জনবাসরে এই আমার একান্ত কামনা।·····

আপনাদের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা-বিনম্র অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল

উদ্বোধন-ভাষণ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

সম্মেলনের উদ্বোধক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার ভাষণে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—এই সম্মেলনের আয়োজন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মিত কর্তব্য। এই সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মিগণ এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া বার্ষিক সাধারণসভা করেন; আগামী বৎসরের কর্মপদ্ধতি স্থির করেন। তাই, তাঁহার মতে, এই সম্মেলন উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে না।

কাঁথির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, কাঁথিবাসিগণের সহৃদয় আতিথেয়তা ও বন্ধুবাৎসল্যের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—এইস্থানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় একটা নতুন কর্মপদ্ধতি গড়িয়া উঠিবে—এই আশা ও বিশ্বাস তাঁহার আছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অগ্রগতির ইতিহাস উল্লেখ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন :—"এই প্রতিষ্ঠানটিকে এর বাল্যে ও কৈশোরে যাঁরা সেবা করেছেন

তাঁদের একজন ব'লে আমি আজ এর অগ্রগতি দেখে আনন্দিত। পরিষদের বর্তমান অবস্থাকে যদি আমরা objectively, অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করি তা'হলে হয়ত খুব বেশী কিছু হয়েছে বলা যাবে না। কিন্তু পূর্বের অবস্থা যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই এর বর্তমান প্রগতি লক্ষ্য করে আশার বাণী খুঁজে পাবেন।"

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারা, এবং গ্রন্থাগার-উন্নয়নের সরকারী পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—সম্ভঃসাক্ষর, এমন কি নিরক্ষরদের জন্যও যে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন একথা আজ স্বীকৃত হইয়াছে—ইহা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় সম্ভঃসাক্ষর এবং নিরক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থের নিতান্ত অভাব রহিয়াছে। তিনি বলেন: আজ সময় এসেছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের ও প্রকাশকদের ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার। বই তৈরী না হ'লে আপনারা গ্রন্থাগারে রাখবেন কি? আপনারা যদি সম্মিলিত হয়ে পরিকল্পনা তৈরী করে সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের সামনে উপস্থিত করতে পারেন তবে ফল হবে বলে আমার বিশ্বাস। রাজ্যসরকার যদি সাধারণ পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য দিতে কার্পণ্য না করে থাকেন তবে এই গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য দিতে কার্পণ্য করবেন কেন?" প্রসঙ্গতঃ তিনি ১৯৩৭—৩৮ সালে বিহারের তদানীন্তন শিক্ষা-মন্ত্রী সৈয়দ মামুদের প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন।

প্রদর্শনী-উদ্বোধন ভাষণ : শ্রী বি, এস্, কেশবন

সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীবি. এস্, কেশবন তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন—নির্মীয়মান এই "বীরেন্দ্র-স্মৃতি-সৌধের"ই মত আমাদের দেশও আজ গঠনের পথে; এবং গঠনমূলক কাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নানা দিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও আজ সংগঠনের দিকে অগ্রসরমান। দুই-দিবস-ব্যাপী এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের জন্য এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা-সূচী নির্ধারিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আয়োজিত প্রদর্শনীতে স্থানীয় সংগ্রহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার মতে ইহা খুবই সমীচীন। স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক—স্থানীয় সংগ্রহগুলি প্রায়শঃই অবহেলিত। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকগণ এই উপলক্ষে বহু মূল্যবান স্থানীয় সংগ্রহ প্রদর্শনের আয়োজন করিয়াছেন জানিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—১৯৫৬

মূল সভাপতির ভাষণ

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

বন্ধুগণ,

আপনাদের সাদর আহ্বানে বংগীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতির সম্মানিত আসন গ্রহণে স্বীকৃত হ'য়েছি একান্ত কুণ্ঠিতচিত্তে এবং সংকোচ সহকারে। এই আসনের সম্মান লাভের বা মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত যোগ্যতা আমার নেই, সে বিষয়ে আমি অবহিত আছি। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের কর্মীসম্প্রদায়কে আপনাদের প্রীতি ও অনুরাগ জ্ঞাপন যে এই আহ্বানের উদ্দেশ্য, অনুমানে তা' বুঝতে পারি। আর সেজন্য ব্যক্তিগত অযোগ্যতা সত্ত্বেও সহকর্মী ও সহপন্থী বন্ধুদের গৌরববৃদ্ধির আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রতে পারিনি। আপনাদের সকলের সমবেত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় আমি আস্থাশীল। সেই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সভাপতির দায়িত্ব পালনে আমাকে সহায়তা ক'রবে এ বিশ্বাস মনে দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলার দান সর্বজনবিদিত। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতির প্রাচীনত্বে মেদিনীপুর গৌরবান্বিত। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগার আছে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই জেলার রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার সম্ভবতঃ তা'র মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্যামানন্দ, বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, স্বনামধন্য মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ মেদিনীপুর-সন্তানদের প্রতিভা, কর্মশক্তি ও দেশপ্রেম এই জেলার গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঋষি রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বাংলার বহু মনীষীর নামের সাথে মেদিনীপুরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে দেখি, সমুদ্রতটে নিবিড় বনমধ্যে নবকুমারের যখন পথভ্রান্তি জন্মিল, তখন অনন্ত

সমুদ্রের জনহীন তীরে কপালকুণ্ডলা তাঁকে স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধালেন, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এবং কল্পনার কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে এই মেদিনীপুরে পথের সন্ধান দিলেন। কল্পনা রাজ্য ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে নেমে এলে আমরা দেখি জাতীয় জীবনে সমস্যাসংকুল বহু দুর্যোগের পথে মেদিনীপুর বহুবার এগিয়ে এসেছে কপালকুণ্ডলারই মত দেশবাসীকে পথ দেখাতে। একদা এই মেদিনীপুরের পথ বেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন। মহামনীষীদের পদধূলি-মণ্ডিত মেদিনীপুর জেলার ভূমি স্পর্শে নিজেকে আজ কৃতার্থ মনে করি। আর আশা রাখি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক মহাসন্ধিক্ষণে কাঁথিতে অনুষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার সম্মেলন মেদিনীপুরের পূর্ব কৃতিত্বের ধারা বজায় রেখে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যলাভের নিশ্চিত পথের সন্ধান দিতে সমর্থ হবে।

ক্রমবিবর্তন প্রাণবন্ত গতিশীলতার নিদর্শন। ক্রমবিবর্তনের পথে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ নবরূপ পরিগ্রহের দ্বারদেশে উপনীত। এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তর যে সময়ে ঘটে সেই সময়কে আমরা বলি সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণের পথ ঠিকমত বেছে নিতে পারা না পারার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে এই প্রচেষ্টার সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা। কাজেই আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আজকের এই সন্ধিক্ষণের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে রূপ এবং ধারার সাথে আমরা এযাবৎ পরিচিত, তার উৎপত্তি ও বিকাশের মূলে পাশ্চাত্য আদর্শের সক্রিয় প্রভাবের কথা অস্বীকার ক'রলে সত্যের অপলাপ করা হবে। ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসার এবং এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে আমাদের দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কোন দেশ বা জাতির পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও অন্য-নিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার যুগ বহুদিন গত হ'য়েছে। একের প্রভাব অন্যকে আজ বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে। এক দেশের আন্দোলন অন্য দেশে পৌঁছে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এহেন অবস্থায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম বাহন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য ধারা এদেশে যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছে তা'তে ক্ষুণ্ণ বা আশ্চর্য হবার কারণ নেই কার্যকারণের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই এটা ঘটেছে। আর এর প্রয়োজনও নিশ্চয় ছিল? কাজেই একে প্রসন্নমনেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। নানা বাধা বিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য ধারাকে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত

এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাই তাঁদের নিন্দাবাদ না ক'রে আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হ'তে সবে আনে উপহার' কবির এই উক্তি আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে এতদিন যাবৎ পশ্চিমের আদর্শের উপহার উভয় করপুটে গ্রহণ করেছি। এবার কবির পরবর্তী উক্তির—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'—তাৎপর্য গ্রহণ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। অন্ধভাবে শুধু পাশ্চাত্যের অনুসরণ না ক'রে আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতিসাধন করা সংগত ও সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হ'লে কোন পথে তা' করণীয় এসব কথা এ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের এবার স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা ও আলোচনা করার প্রয়োজন হয়েছে। এই সূত্রে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বর্তমান অবস্থাও পর্যালোচনা ক'রে দেখা দরকার—এই সব দেশের কাছ থেকে আমাদের নূতনভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু থাকলে যাতে তাকেও আমরা গ্রহণ করতে পারি এই উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনের এই তাগিদ গ্রন্থাগার আন্দোলনের যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণের সূচনার আভাষ দেয়।

এক কালে গ্রন্থাগার ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মনের বিচরণ ক্ষেত্র। গণতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রসার এবং জনগণের সচেতন সমাজের আবির্ভাব ও ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে সাথে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হ'তে লাগলো বহুতর ব্যক্তির জন্যে ধীরে ধীরে। আগেকার দিনের গ্রন্থাগার স্বল্প সংখ্যক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির মনের আনন্দ খোরাক যোগাত অথবা তাঁদের গবেষণার কাজে মালমশলা জুগিয়ে দিত। নবযুগের গ্রন্থাগার তার জ্ঞান ও আনন্দ মহলের দরদালানের দরজা খুলে উদাত্ত সুরে স্বাগত আহ্বান জানায় সর্বজনের উদ্দেশে। এই আহ্বান জানান হয় পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, অন্ধ-চক্ষুষ্মান, রোগী-নীরোগ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল স্তরের লোককে—কারও সাথে কারও প্রভেদ না রেখে। বিশেষ শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির ব্যবহারের জন্যে গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা আর সর্বশ্রেণীর বহু সংখ্যক লোকের জন্যে আয়োজন ও ব্যবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপকতা ও জটিলতা সংক্রান্ত যে বিরাট পার্থক্য আছে তা' সহজেই অনুমেয়। গভীর ও ব্যাপক পরিধি বিশিষ্ট এই বৈচিত্র্য ও জটিলতার সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস সমাধান সহজ কথা নয়। পাশ্চাত্য দেশে এই দুরূহ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য অব্যাহত চেষ্টা চ'লেছে। আর পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ অনুসরণ ক'রে আমরাও আমাদের সীমাবদ্ধ গ্রন্থাগারের

ব্যবস্থা ও আয়োজনকে অতিক্রম ক'রে অধিকতর ব্যাপকভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রছি। এদিক দিয়েও আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের যুগ পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হ'য়েছি।

আমাদের দেশের আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনাকাল হ'তে স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু না হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের মূলে কাজ ক'রেছে প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগ। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে রাজ্য সরকার সমূহ এবিষয়ে কিছুটা অগ্রণী হ'য়েছেন। ফলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এখন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় ও সংযোগ সাধনের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। চতুর্দিকের অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হ'য়েছে।

এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই বিচিত্র অবস্থার পটভূমিতে আমরা সম্মিলিত হ'য়েছি কাঁথিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনে। আশা করি এই সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ সকল বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণান্তে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের নিমিত্ত যুগোপযোগী এমন এক বাস্তব কার্যসূচী নির্ধারণ ক'রবেন যা' গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে জটিল অবস্থাকে আয়ত্তে আনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ভবিষ্যতে চিরদিন প্রেরণা জাগাবে এই আন্দোলনের কর্মীদের মনে ও প্রাণে।

দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় এ দেশের জীবনাদর্শ বা চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এতদিনের অনুসৃত পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগার নীতির আশু পরিবর্তন সাধন, প্রয়োজন ও সম্ভব কিনা তা' আপনারা বিবেচনা করুন। বাহ্যিক চাকচিক্য অপেক্ষা অন্তর্নিহিত গুণের সমাদর করাই ভারতীয়দের সনাতন নীতি। বহু ভণ্ড তপস্বী গেরুয়া বসন ব্যবহার ক'রে জেনেও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের গেরুয়াবসনের প্রতি এত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ কেন? তার কারণ মানুষের অন্তরের শ্রেষ্ঠগুণ ত্যাগকে ভারতবাসী অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আর গেরুয়া বসন এই ত্যাগেরই প্রতীক, সেজন্যে গুণের সমাদরের জন্যেই এই শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ।

এদেশের সাধারণ মানুষ যা'কিছু ভাল যা'কিছু মহৎ তা'কে সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে চায়। এই তাদের শিক্ষা, এই তাদের সনাতন ধর্ম। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কি তার ব্যতিক্রম হবে?

গ্রন্থাগারের সত্যিকারের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা কোথায়? তার অস্তিত্বের প্রকৃত সার্থকতা কিসে? সংগৃহীত গ্রন্থরাজীর স্ফীত কলেবরের পরিধি যদি এই মর্যাদা বা

অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হয় তাহ'লে গ্রন্থাগার স্থাপনের অন্তর্নিহিত মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রন্থের প্রকৃতি এবং তা'র পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের উপরে নির্ভর করে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের যথার্থ মূল্য। গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের এই সংজ্ঞা পাশ্চাত্যদেশে যে জানা নেই এমন নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না। কার্যতঃ সংখ্যার আধিক্যই প্রধান বিবেচ্য বিষয়ের উপরেও আধিপত্য করে। যেখানেই আপনি যান, গ্রন্থাগারের কথা উঠলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবেন প্রশ্ন হবে, 'আপনার গ্রন্থাগার কত বড় ?' (What is the size of your Library ?) ভাবের ঘরে চুরির অবকাশ না রেখে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের যথার্থ সংজ্ঞার কার্যকরী স্বীকৃতি দান সত্যই কি সম্ভব নয়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গুরুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে, তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। ...সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয়, একথা মনে থাকে না।' আমার তো মনে হয়, ভ্রান্ত নেশার ঘোর কাটিয়ে আমাদের দেশের সনাতন চিন্তা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা যদি আমাদের গ্রন্থাগার জগতে এই সংজ্ঞার বাস্তব স্বীকৃতি দিতে পারি যে, 'গ্রন্থাগারের আকার অপেক্ষা সেখানে সংগৃহীত গ্রন্থাদির প্রকৃতি এবং তার সম্যক সদ্ব্যবহারই গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের যথার্থ মাপকাঠি, তা'হলে শুধু সত্যকেই সম্মানের আসন দেওয়া হবে না, গ্রন্থাগারের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হবে এবং গ্রন্থাগারের জন্য যে সময়, শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত হয় তার অনেক অপচয় নিবারণ হবে এবং ঐ উদ্বৃত্ত সময়, শক্তি ও অর্থ গ্রন্থাগারের সত্যিকারের উন্নতির জন্যে নিয়োগ করা সম্ভব হবে। গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের এই সংজ্ঞাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যথার্থ হিতসাধন করা হবে বলে আমি মনে করি।

নীতির কথা ছেড়ে দিয়ে এবার গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য রীতির সাথে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য বিধানের কোন অবকাশ আছে কিনা আপনারা বিচার করে দেখতে পারেন। আমাদের দেশ এখনও পল্লী-প্রধান। আজকের দিনের গ্রন্থাগার সাক্ষর, নিরক্ষর, ধনী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই জ্ঞান ও আনন্দ পরিবেশনের আবশ্যক ব্যবস্থা রাখতে চায় নিজের তত্ত্বাবধানে। কিছুদিন পূর্বেও এ দেশের পল্লীতে পল্লীতে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও আনন্দ পরিবেশন করা হতো যাত্রা, কথকতা, কবি গান ইত্যাদির মাধ্যমে। আমাদের দেশের পল্লী-গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ও মাধ্যমে পল্লীর অর্ধশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর

লোকদের জন্য দেশের সেই পুরাণো পরিবেশ সৃষ্টি করা কি একেবারেই অসম্ভব? গ্রাম্য গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে পল্লীবাসীর মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে পল্লীর নিজস্ব প্রাচীন উপায়গুলিকে আবশ্যকবোধে আধুনিকরূপে পরিবর্তিত ক'রে গ্রহণ ক'রতে পারলে এবং পল্লীবাসীদের সামনে উপস্থিত ক'রতে পারলে গ্রন্থাগারকে পল্লীবাসীদের সকল সম্প্রদায় অধিকতর সহজ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে পল্লীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ব'লে অন্তর দিয়ে গ্রহণ ক'রতে পারবে এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যও সহজে সফল হবে একথা উল্লেখ করা হয়তো বাহুল্য।

'সৎ চিন্তা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা' (Plain living and high thinking) এ দেশের আদর্শ ছিল। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জগতে পার্থিব ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় এবং সঙ্গতঃ সংগতও নয়। পার্থিব ঐশ্বর্য অর্জনের চেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রতি যদি একান্ত আসক্তি না জন্মে তা' হলে মানুষ অনেক ক্ষোভ অনেক দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। বস্তুতান্ত্রিক জগতের জাঁকজমক ও জৌলুস সাধারণ মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। এই জাঁকজমক ও জৌলুসের আড়ালে আসল বস্তুর পরিচয় অনেক সময় অজ্ঞাত থেকে যায়। পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগারের বাহ্যিক জাঁকজমক ও জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি সর্বত্র পাশ্চাত্য আদর্শে চলবার চেষ্টা করি তা' হলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা হবে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের পল্লী গ্রন্থাগারে অথবা সহরের অনেক বিত্তহীন গ্রন্থাগারে পাঠকদের জন্য ব্যয়বহুল টেবিল, চেয়ার অথবা অন্যান্য দামী আসবাবপত্র রাখা কি একান্তই অপরিহার্য? এদের পরিবর্তে অধিকতর সুলভ মূল্যে দেশীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা কি সম্ভব নয়? যেখানে ভাল রাস্তার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই, সেখানে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য মোটরচালিত মূল্যবান যানের ব্যবস্থা অপেক্ষা অন্য কোন সুলভ ব্যবস্থা কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয়? গ্রন্থাগারের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জায় বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় প্রথা ও ব্যবস্থার প্রভাব স্থানীয় জনসাধারণের মনে গ্রন্থাগারকে নিজস্ব বস্তু বলে গ্রহণ করবার পক্ষে কি অধিকতর সহায়ক হয় না এবং ব্যয়ের দিক দিয়েও এই ব্যবস্থা কি সুলভতর হয় না? দেশে নানাভাবে নানা দিক দিয়ে গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা যাঁরা করছেন তাঁদের সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করি।

গ্রন্থাগার পরিচালনের বিদেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে নানা ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিশেষ সমস্যা বা বাস্তব অবস্থার উপযোগী করে তোলার প্রয়োজনের কথাও আপনারা ভেবে দেখবেন আশা করি। মোট কথা এতদিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের

বিদেশী ধারার স্রোতেই আমরা ভেসে চলেছি। এবার কিছুটা আত্মস্থ হবার সময় এসেছে। বিদেশের যা কিছু ভাল এবং আমাদের গ্রহণযোগ্য তা' গ্রহণে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই বরং পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু সংগে সংগে আমাদের নিজেদের নিজস্ব সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ প্রয়োজনের কথা একেবারে ভুলে থাকলে চলবে না। সেদিকেও সজাগ ও পূর্ণ দৃষ্টি রেখে উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনমত সামঞ্জস্য সাধন ক'রে আমাদের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়—এই আমার অভিমত। আর সেজন্য মাত্র পাশ্চাত্য আদর্শে মোহগ্রস্ত না হ'য়ে প্রাচ্যের এবং বিশেষ ক'রে আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ সমস্যার প্রতি অবহিত হবার কথা উল্লেখ করেছি। হয়তো আমার এই ধৃষ্টতার জন্য আমার অনেক উৎসাহী বন্ধুর বিরাগ ভাজন হ'লাম। তাই এবার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য প্রবাহের ভাল দিকগুলোর কিছু কিছু যা আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে তার কথা উল্লেখ ক'রবো।

বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার আর সীমাবদ্ধ লোকের সেবায় আবদ্ধ থাকতে পারেনা। জগদ্ব্যাপী গণচেতনার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগের দাবী আজ স্বাভাবিক ও সংগতভাবে দেশের সর্বত্র সর্ব শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুভূত হ'চ্ছে অথবা অনতিকাল মধ্যে অনুভূত হ'বে। শুধু গ্রন্থের সাহায্যে আজকের এই চাহিদা মিটান সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশের যেখানে কার্যতঃ নিরক্ষর ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে, সেখানেও গ্রন্থ ব্যতীত চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য আরও নানা বস্তুর সাহায্য নেওয়া হ'চ্ছে গ্রন্থাগারে—বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের মাধ্যম হিসেবে। আমাদের দেশে যেখানে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের বহুগুণ বেশী সেখানে সর্বসাধারণকে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হ'লে গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যথা ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, ছবির সংগ্রহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির সমাবেশের প্রয়োজন আরও বেশী। এদিক দিয়ে আমরা এখনও বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারিনি। আধুনিক গ্রন্থাগারের নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম ও উপায় যে পরিমাণে ও যেভাবে আমাদের গ্রহণ করা সম্ভব তা'র জন্য এখন হ'তেই অনুসন্ধান ও প্রস্তুতি প্রয়োজন—যদি গণতান্ত্রিক গ্রন্থাগারের সাফল্য আমাদের কাম্য হয়।

বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন ভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও লেন-দেনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে পাশ্চাত্যের ধনীর দেশের গ্রন্থাগারে। আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে কত রকম ভাবে পারস্পরিক সাহায্যের লেনদেনের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে তা' নির্ণয় ক'রে তদ্বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা

ক'রলে তা' সময়োপযোগী হ'বে এবং এদেশে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসেবার আয়োজন দ্রুত পরিপুষ্ট হ'বে ব'লে মনে করি। এ বিষয়ে আপনারা অবকাশমত চিন্তা ও আলোচনা ক'রে ব্যবস্থা ক'রলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

সমাজের সকল স্তরের ও সর্বশ্রেণীর লোককে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হ'লে অন্ধদের গ্রন্থাগার, হাঁসপাতালের গ্রন্থাগার, গৃহাভ্যন্তরে শয্যাগত রোগী বা অশক্তের গ্রন্থাগার, ছোট শিশুদের গ্রন্থাগার, কিশোর বয়স্কদের গ্রন্থাগার, কয়েদীর গ্রন্থাগার, কৃষক ও শ্রমিকের গ্রন্থাগার, নিরক্ষর এবং সবেমাত্র অক্ষর-জ্ঞান লাভ ক'রেছে এমন লোকের গ্রন্থাগার, নারী সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ও প্রকৃতির যে অসংখ্য গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার-আন্দোলনে অগ্রগামী দেশ সমূহে স্থাপিত হ'য়েছে সেরকমের গ্রন্থাগার আমাদের দেশের উপযোগী ক'রে স্থাপন করা যে প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য। দেশ স্বাধীন হবার পর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দেশকে যুগপৎ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হ'চ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপ দিতে হ'লে দেশের চারিদিকে এই সব বিশেষ ক্ষেত্রের উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপন করা আবশ্যক এবং সেখানে ঐ সব বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপযুক্ত পুস্তক পত্রিকাদি রাখা প্রয়োজন যাতে ঐ সব বিষয়ে নিযুক্ত অনুরাগী ও আগ্রহশীল ব্যক্তি নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ অনায়াসে সংগ্রহ ক'রতে পারেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির সাহায্য পেতে পারেন। গ্রন্থাগার আজ শুধু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আনন্দ পরিবেশনের প্রতিষ্ঠান নয়, দেশ ও সমাজ গঠনের সর্বপ্রচেষ্টার সহায়ক প্রতিষ্ঠানও বটে। একারণ দেশ ও জাতির জীবনে গ্রন্থাগারের মূল্য আজ অপরিসীম। কাজেই দেশব্যাপী সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা ও তাকে বাস্তব রূপ দান করার সময় উপস্থিত হ'য়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে যে সকল শক্তি ও উপাদান ও পরিবেশের সমন্বয়ের উপর গ্রন্থাগারের অগ্রগতি নির্ভর ক'রে তা'র প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করা প্রয়োজন হ'য়েছে। এই সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনা হ'বে এবং সম্ভবতঃ সম্ভব-মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'বে একথা জেনে আনন্দিত হ'য়েছি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের নিমিত্ত নানাদিকে করণীয় বহু উল্লেখযোগ্য কাজ আছে যা এখন এদেশে আদৌ অথবা যথাযথ ভাবে আরম্ভ করা হয়নি। এ ধরণের কাজগুলা সমস্তই যে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানের করণীয় এমন নয়—কিন্তু এদের অভাব অথবা এতৎসম্পর্কে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি

গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহার অথবা গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিকে ব্যাহত করছে। ইতস্তত: দু'একটা বিষয়ের উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না ব'লে আশা করি।

এদেশে যেসব বই নিয়ত প্রকাশ হ'চ্ছে তার হদিশ পাবার কোন সহজ উপায় নেই। বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত সুনির্বাচিত গ্রন্থের সন্ধান পাবার উপায়ের কথাতো ছেড়েই দেওয়া যায়।

গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদ সহ এদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের বিবরণের অভাব প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রতিদিন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হলে এ বিষয়ে একটা বড় অভাব পূরণ হবে—এটাই এখন আশার কথা। সরকারী পরিকল্পনায় এইভাবে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ গ্রন্থ প্রকাশের পর অতি দ্রুত এই পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রচারিত হবার ব্যবস্থা হবে—ইহাই আমরা আশা করি। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হলে বহু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থানুরাগী ব্যক্তির উপকার হয়। বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা গ্রন্থ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কখন কখন কিছু কিছু কাজ করেছেন বা করছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন স্থায়ী বা নিয়মিত ব্যবস্থা নেই।

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় কত মূল্যবান রচনা আত্মগোপন করে থাকে। সাময়িক পত্রের সূচী প্রণয়ন ও প্রকাশের কোন সন্তোষজনক স্থায়ী ব্যবস্থা হলে দেশের আর একটা বড় অভাব পূরণ হবে। সরকারী সাহায্য বা উদ্যোগ ব্যতীত দেশের বর্তমান অবস্থায় আর কারও পক্ষে এই কাজে হাত দিয়ে সফল হওয়া কঠিন। নিয়মিত সরকারী সাহায্য পেলে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে হয়তো এ কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে এমন অনেক গ্রন্থাদি থাকা সম্ভব যা' তাঁদের নিজের বিশেষ কোন কাজে আসে না—অথচ কোন গ্রন্থাগারে তাদের প্রয়োজন থাকতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ঐ ধরণের গ্রন্থাদি বিতরণ করতে ইচ্ছুক হ'লে কোন গ্রন্থাগারে তার প্রয়োজন থাকতে পারে তা' নির্ধারণ করার জন্যে অথবা গ্রন্থগুলি উপযুক্ত স্থানে পৌঁছুবার জন্যে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন সে রকম কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ ন্যাশনাল বুক সেন্টার (British National Book Centre) অথবা ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ বুক এক্সচেঞ্জ করপোরেশন (United States Book Exchange Corporation) এর মত আমাদের দেশের উপযোগী কোন প্রতিষ্ঠান শীঘ্র গড়ে না উঠলে ও দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান গ্রন্থাগারগুলোর সুবিধার

জন্ত গ্রন্থাগার পরিষদের মত কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তা' এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা আলোচনা করে দেখতে পারেন।

পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশেও উল্লেখযোগ্য এবং বড় বড় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থাদির সম্মিলিত গ্রন্থসূচী (Union Catalogue) প্রণয়নের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা তা'ও ভেবে দেখার মত বিষয়। সম্ভব হ'লে অনেকেই উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগোপযোগী বাঞ্ছিত ব্যবস্থার ফিরিস্তি দীর্ঘতর না ক'রে এবার অন্য বিষয়ে দু'একটা কথা ব'লতে চাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হ'য়েছে এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহ কিছুটা উদ্যোগী হ'য়েছেন একথা পূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে। বেসরকারী প্রচেষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্ঠা, উদ্যম এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে এই প্রচেষ্টার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তার অভাব এবং অর্থসংগতির দৈন্য পরিস্ফুট ছিল। সরকারী প্রচেষ্টায় এই অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা অনেক কম। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম এবং আন্তরিকতার নিশ্চয়তা সবসময়ে থাকা সম্ভব নয়। সরকারী নীতি কার্যকরী করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, গ্রন্থাগারের প্রতি মমত্ববোধ এবং ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল হ'তে বাধ্য। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার আর একটা সম্ভাব্য অসুবিধা আছে। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আইন সভার গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের উপর বর্তায়। সব সময়ে একই দলের আয়ত্তে এই কর্তৃত্ব থাকবে এমন কথা নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের হাতে রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা আসতে পারে। গ্রন্থাগার এমন একটা প্রতিষ্ঠান যার প্রসার ও পরিচালনের জন্য রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ একটা দীর্ঘস্থায়ী অব্যাহত নীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে শাসন ক্ষমতা বিভিন্ন দলের করায়ত্ত হ'লে এবং তার ফলে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সরকারী নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন হ'লে অথবা ক্ষমতায় আসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থাগার সমূহকে ব্যবহার ক'রলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমূহ অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বেসরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অথবা সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত উভয়বিধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভাল ও মন্দ দু' দিক আছে। উভয় ব্যবস্থার মন্দ দিকের সম্ভাবনাকে বর্জন ক'রে এবং ভাল দিকের সুবিধাকে গ্রহণ ক'রে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকারী এবং রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ

গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় প্রতিনিধিমূলক সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী সদস্য সমন্বিত কোন স্থায়ী সংস্থা গঠন করাই বোধ হয় বর্তমান অবস্থায় এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা স্থায়ী ও সুনিশ্চিতভাবে চালু রাখার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ ক'রে তার সাহায্যে ঐ অর্থ সংগ্রহ করার মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সরকারী তহবিল হ'তে ঐ বাবদ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের নিশ্চয়তা থাকা বিধেয়। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে বিশদভাবে আলাপ আলোচনার পর এ বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য বহুদিনের বিচ্ছিন্ন বেসরকারী প্রচেষ্টা ও সাম্প্রতিক কালের রাজ্য-সরকারের উদ্যম ব্যতীত গত অন্যূন ত্রিশ বৎসর যাবৎ বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ত্রুটি মানুষ বা মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের থাকা সব সময়েই সম্ভব। সে হিসেবে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য-কলাপে হয়তো ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু নানা উত্থানপতনের মধ্যদিয়ে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে এবং দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য ক'রেও নিজের আত্মসম্মান ও স্বাধীন সত্তাকে জাগ্রত রেখে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ অসাধারণ ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে এই স্বেচ্ছামূলক ভাবে গঠিত পরিষদ যে পরিশ্রম ও কার্য ক'রে এসেছেন এস্থলে তার উল্লেখ না ক'রলে আমার কর্তব্যের হানি হ'বে বলে মনে করি। এই পরিষদের গঠনতান্ত্রিক কোন কোন ব্যবস্থা এর নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক ব'লে আমার বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধানমত নির্বাচিত কর্মীদল কার্যতঃ এক বৎসরের অনেক কম সময়ের জন্যে কর্মরত থাকতে পারেন। অধিকতর দীর্ঘকালের জন্য এক এক দল কর্মীকে একটানা কাজ করার সুযোগ না দিলে অল্প সময়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ কর্মীদল বদলের সম্ভাবনা কাজের অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলে আমার ধারণা। এক এক দল কর্মীর কার্যকাল সুনিশ্চিতভাবে দীর্ঘতর করা সম্ভব ও সংগত কিনা পরিষদের সভ্যেরা তা' ভেবে দেখতে পারেন।

বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে সচেষ্ট থাকবেন এটা পরিষদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত কাজ। বেসরকারী প্রচেষ্টায় এপর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির মূলে বাংলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের আগ্রহ এবং গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টা ব্যতীত সংবাদপত্র সমূহের সহযোগিতার দানও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশেও সংবাদপত্রসমূহ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার কল্পে

সকল প্রচেষ্টাকে এপর্যন্ত যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং অকৃপণ ভাবে সাহায্য ক'রে এসেছেন তার জন্য তাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকলের অশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে আমার সহকর্মী ও সহপন্থী বন্ধুদের অর্থাৎ যাঁরা বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকের কাজ গ্রহণ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে দু'এক কথা নিবেদন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ ক'রবো। বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি আমাদের দেশে এখন তার উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি। তবে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি যে একটা বিশেষ বৃত্তি সে বিষয়ে ক্রমে সর্বত্র একটা সচেতন মনোভাবের সৃষ্টি হ'চ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের কার্যকলাপের উপর এই বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্ন বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। যে পরিবেশ ও যে সুযোগ সুবিধার মধ্যে কাজ করার অধিকার পেলে আপনারা, অর্থাৎ আমার গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা, আপনাদের কাজের মূল্য সম্বন্ধে অপরকে অধিকতর সহজে অবহিত ক'রতে পারেন সে পরিবেশ বা সুযোগ সুবিধা আপনাদের অনেকের নেই একথা আমি জানি। বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার যে নানা জটিল ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন সে সম্বন্ধে অবহিত বা সচেতন না থেকে অনেকে আপনাদের কাছ থেকে অযৌক্তিকভাবে এমন বহু বিষয়ের প্রত্যাশা করেন বা বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় আপনাদের পক্ষে মিটান সম্ভব নয়, একথা আমি জানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাদের পারিশ্রমিক অপ্রতুল ইহাও সত্য কথা। এরকম অবস্থায় অনেকের মনে এই বৃত্তি সম্বন্ধে বিরক্তি ও হতাশার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু আমি আপনাদের ব'লব পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে ধৈর্য না হারিয়ে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। সংঘবদ্ধভাবে আপনাদের বৃত্তির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ব'লবো গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হ'লে জনসেবার মনোবৃত্তি না নিয়ে মাত্র অর্থকরী বৃত্তি হিসেবে এবৃত্তি গ্রহণ করলে জীবনে ব্যর্থতা ও পরাজয়কে অবশ্যই বরণ ক'রতে হবে। বর্তমান জগতে অর্থোপার্জনের বিষয়ে নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়। অপ্রতুল আয়ের কথা চিন্তা ক'রে সংঘবদ্ধভাবে অর্থাগম বৃদ্ধির চেষ্টা অথবা বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে আদৌ অন্যায় নয়। বরং বর্তমানে সেই পথই প্রশস্ত পথ। কিন্তু গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হ'লে জনসেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রতে হবে এবং মনকে সেজন্য সর্বপ্রকার অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত ক'রতে ও রা'খতে হবে। 'মেঘ বরিষার নিজেরা নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার',— বর্ষার মেঘের এই আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ ক'রতে হবে গ্রন্থাগারিককে, তবেই তার গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি গ্রহণ করা সার্থক হবে। এই সেবা ধর্মের আদর্শ পুরোভাগে রেখে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন—আপনাদের সাফল্যলাভের পথ সহজ হবে।

সম্মেলনে বিভিন্ন দলের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচনার নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। "পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক এই প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বৈশাখ (১৩৬৩) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া দুই দিবসব্যাপী আলোচনা করেন। বিভিন্ন দলের সুপারিশের একটি একত্রিত সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধের প্রথম বক্তব্য ছিল :—"**কোন্ ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের কাম্য? আমাদের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সেই লক্ষ্য হইতে কত দূরে এবং কেন? সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ কি?**"

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন :

(ক) যাহা স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন—সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর লোকই ব্যবহার করিতে সক্ষম ;

(খ) যাহার মাধ্যমে নিজের সুবিধামত, নিজের সাধ্যমত এবং নিজের রুচিমত নিজেকে গড়িয়া তোলার সুযোগ দেশের প্রতিটি মানুষের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত ;

(গ) জাতীয় ধনভাণ্ডার (Public Funds) হইতে যাহার ব্যয় নির্বাহিত হয়।

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে। দেশের সাক্ষর লোকের সংখ্যা ২৪·৫ শতাংশ মাত্র ; এবং এই অল্প জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট সাক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার কোনও ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। অধিকন্তু চাঁদা দেওয়া বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন থাকায় গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহার আরও সীমিত। অল্প শিক্ষিত ও সদ্যঃসাক্ষরদের পড়িবার উপযোগী গ্রন্থের একান্ত অভাব রহিয়াছে ; গ্রন্থাগারে এই শ্রেণীর পাঠকদের জন্য বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। দেশের জনসাধারণের যে বিরাট অংশ নিরক্ষর তাঁহাদের নিকট বর্তমান গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা নিতান্তই মূল্যহীন

শিশু এবং মহিলা পাঠক প্রায়শঃই অবহেলিত ; গ্রন্থাগার তাহাদের মনে কোনই আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে না।

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী :—

(ক) দেশব্যাপী বিরাট নিরক্ষরতা

(খ) গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অসচ্ছলতা

(গ) অসংগঠন এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব।

(ক) নিরক্ষরতার বাধা দূরীকরণের জন্য : বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে। গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণের মূল দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে স্থায়ী ফললাভ কখনই সম্ভব হইবে না।

নিরক্ষরতার প্রাথমিক বাধাকে দূরীভূত করার জন্য গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ কেন্দ্রিকতার রূপ প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করিতে হইবে। পুস্তক লেন-দেন ছাড়াও সকল প্রকার শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক কর্মের কেন্দ্ররূপে গ্রন্থাগারগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

নব্যসাক্ষর এবং নিরক্ষরদের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থা যথা স্থানীয় লোক-গাথা, লোক-নৃত্য, যাত্রাগান, কথকতা ইত্যাদিকে যুগোপযোগী ছাঁচে ঢালিয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই সকল আনন্দদায়ক অথচ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজে সম্ভব হইবে।

নব্যসাক্ষরগণ তাঁহাদের নব-লব্ধ অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাহাতে পুনরায় নিরক্ষর পর্যায়ে নামিয়া না যান তাহার জন্য একদিকে যেমন প্রাচীর-পত্র, হাতেলেখা পত্রিকা প্রভৃতি বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থার আয়োজন রাখিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই তাঁহাদের উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। বর্তমানে যে-জাতীয় পুস্তক ও ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ত্রুটী দূরীকরণের ব্যবস্থা হইতেছে তাহা কেবলমাত্র অপ্রতুলই নয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসঙ্গতও বটে। এই কাজে অভিজ্ঞ কর্মী ও সংস্থার পরামর্শ এবং গ্রন্থকার, গ্রন্থাগারিক, প্রকাশক ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

(খ) আর্থিক অচ্ছলতা দূরীকরণের জন্য :—

চাঁদা নেওয়া এবং বইয়ের দাম জমা রাখার পদ্ধতি অপসারিত করিতে না পারিলে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা কষ্টকর। গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দায়িত্ব সরকার এবং স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রবর্তন করিবার সময় চাঁদায়-চলা গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যাহাতে নতুন ব্যবস্থার সংঘাত সৃষ্টি না হয় সরকারকে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দায়িত্ব পূর্ণভাবে গ্রহণের নিমিত্ত জাতীয়, প্রাদেশিক, স্থানীয় অথবা ঐগুলির সমবায়ে গঠিত "গ্রন্থাগার তহবিল" সৃষ্টি ব্যতীত স্থায়ীভাবে সার্বজনীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন সম্ভব নহে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকারের বর্তমান অর্থ-বণ্টন ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটীর উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে গ্রন্থাগারে আর্থিক সাহায্য বণ্টন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(গ) অসংগঠনকে দূরীভূত করার জন্য :—

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—গ্রন্থাগারগুলির অবৈজ্ঞানিক পরিচালন-ব্যবস্থা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব সামগ্রিক গ্রন্থাগার উন্নয়নকে ব্যাহত করিতেছে। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পাঠকের দাবীকে তৃপ্ত করিতে হইলে, তাঁহার গ্রন্থাগার ব্যবহারের উৎসাহকে বাড়াইয়া তুলিতে হইলে, পুস্তক ক্রয় ও আনুসঙ্গিক খরচের অপব্যয়কে রোধ করিতে হইলে একদিকে গ্রন্থাগারগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলা যেমন একান্ত প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনই প্রয়োজন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক সুদৃঢ় সমবায় ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-নির্দ্দেশিত পন্থায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে পল্লী-গ্রন্থাগার-গুলিকে সংগঠিত করিয়া প্রতিটি আঞ্চলিক সংস্থা হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া প্রতিনিধিকে অবিলম্বে সরকারী ব্যয়ে গ্রন্থাগার-পরিচালন বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রবর্তিত শিক্ষা-শিবির যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য উক্ত পরিষদকে প্রয়োজনীয়

অর্থ সাহায্য অবিলম্বে মঞ্জুর করা সরকারের কর্তব্য। যে সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গ্রন্থাগারকে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে সংগঠিত করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এতদুদ্দেশ্য কার্যকরী করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকার প্রবর্তিত জেলা গ্রন্থাগার সংগঠন সমিতির ত্রুটিপূর্ণ গঠনপদ্ধতির সমালোচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে—এই সকল সংস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত না হইলে, এবং গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে কোনও গ্রন্থাগার পরিকল্পনাই সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে—সরকারের যাবতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এবং বিশেষজ্ঞগণকে জানাইতে হইবে। তাঁহাদের অভিমত বিচার-বিবেচনা করিবার পর ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

মূল প্রবন্ধের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল : **"গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার এই বিরাট পরিবর্তন সাধনের জন্য কি ধরণের কর্মীর প্রয়োজন? প্রয়োজনানুযায়ী কর্মীদল সৃষ্টির দ্রুততম পথ কি?**

বিভিন্ন সুপারিশে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে :

(ক) আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী নাই। কিন্তু গ্রন্থাগারিক বৃত্তি অবলম্বনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি না হইলে উচ্চতর মানের শিক্ষা লাভের জন্য প্রকৃত যোগ্য লোককে আকৃষ্ট করার সম্ভাবনা কম। অতএব সরকারী-দপ্তর, স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পক্ষ হইতে তাহাদের নিজেদের স্বার্থে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগদ্বারা উন্নততর গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বর্তমানে প্রচলিত ডিপ্লোমা কোর্স ব্যতীত ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা এবং স্নাতকোত্তর গবেষণার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক বর্তমানে পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও মাঝে মাঝে রিফ্রেশার কোর্স, সেমিনার, বক্তৃতামালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(ঘ) গ্রন্থাগারিক শিক্ষাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে এবং অন্যান্য ছোট ছোট গ্রন্থাগার পরিচালনে উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে স্বল্পকালীন শিবির শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োপযোগী। বিভিন্ন জেলা সংস্থার নিজেদের স্বার্থে পরিষদের এই কর্মসূচীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করা আবশ্যক।

(চ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনা যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য সরকারের পক্ষ হইতে পরিষদকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য এবং সহযোগিতা দান একান্ত প্রয়োজন।

(ছ) দেখা গিয়াছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালিত করিবার জন্য যে সমস্ত উপকরণাদি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয় প্রারম্ভিক অর্থের অভাবে অনেক গ্রন্থাগারের পক্ষে সেগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকযুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে এই উদ্দেশ্যে এককালীন অর্থ সাহায্য করিলে গ্রন্থাগারগুলির সংগঠনে সার্থক সহায়তা করা হইবে; এবং এককালীন এই অর্থ ব্যয় ভবিষ্যতের অসংগঠনজনিত বহু অপব্যয়কে রোধ করিবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে উপযুক্ত ধরণের সুলভ উপকরণের মাপ নির্ধারিত করিয়া তাহা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।

মূল প্রবন্ধের তৃতীয় বক্তব্য ছিল : **গ্রন্থাগার উন্নয়ণের সমগ্র প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে স্থিরভাবে লক্ষ্যাভিমুখী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন কাহারা? কি ভাবে কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হইবে?"**

বিভিন্ন দলের সুপারিশে এই অভিমত ব্যক্ত হয় যে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রতিক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারকর্মী, সমাজ-সেবাকর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবিলম্বে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা (Autonomous State Library Authority) গঠিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং জেলা-গ্রন্থাগার পরিষদগুলির প্রতিনিধি, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ এবং সরকারের প্রতিনিধি লইয়া এই কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হইবে। রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যাবতীয় নীতি-নির্ধারণ এবং কর্মপদ্ধতি রূপায়ণ সম্পূর্ণরূপে এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

জেলা-গ্রন্থাগার সংগঠনে, এমন কি মহকুমা ও থানা গ্রন্থাগার সংগঠনেও পরিচালক সমিতি এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেক সমিতিতে বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদ-মনোনীত গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় শিক্ষাবিদ্, সমাজ-সেবাকর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব থাকে। সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব মূলক এই সকল পরিচালক সমিতিই কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশানুযায়ী নিজ নিজ এলাকার যাবতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবেন।

এই পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইলে অবিলম্বে একটি নিয়মাবলীর খসড়া রচিত হওয়া আবশ্যক। এই নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমোদন সংগ্রহের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সর্বপ্রকার সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সুসমন্বিত করার জন্য, স্থায়ী 'গ্রন্থাগার তহবিল' সৃষ্টির জন্য এবং সমগ্রভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য জনমতের কষ্টি পাথরে বিচার করা গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

জনসাধারণ, গ্রন্থাগারকর্মী ও আইনসভার সদস্যদের সহিত আলোচনা করিয়া যথাযোগ্য গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রহণ করিতে হইবে।

কোনও কোনও প্রতিনিধি সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন-সমিতি গঠন সম্পর্কে বিশেষ ধরণের সরকারী নির্দেশের সমালোচনা করেন। তাঁহারা দাবী করেন যে—এই বিশেষ ধরণের পরিচালন-সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সরকার কেন উপলব্ধি করিলেন তাহা জনসাধারণে প্রকাশ করার নৈতিক দায়িত্ব সরকারের অবশ্যই রহিয়াছে।

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভিমত এই যে আমরা চাই এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ সেখানে জাতি-ধর্ম-বয়স নির্বিশেষে অবাধ।

(খ) জাতীয় ধনভাণ্ডার (Public Funds) হইতে যাহার ব্যয় নির্বাহিত হয়।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে। আমাদের দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ২৩% শতাংশ এবং এই অল্প জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট সাক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগারে

আকৃষ্ট করার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে, অল্পশিক্ষিত ও সদ্যসাক্ষরদের পড়বার উপযোগী গ্রন্থের একান্ত অভাব আছে এবং গ্রন্থাগারে এঁদের জন্য বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নাই, নিরক্ষরদের নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও নাই। চাঁদা দেওয়া বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন থাকায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার আরো সীমিত, নিত্য পাঠক প্রায়শঃই অবহেলিত। আমাদের গ্রন্থাগার সংগঠনও ত্রুটিপূর্ণ।

এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী :

(১) দেশব্যাপী বিরাট নিরক্ষরতা

(২) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনার অভাব

(৩) সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে যোগাযোগের এবং সমন্বয়ের অভাব

উপরিউক্ত আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য চাই :

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান আরও ব্যাপক করা ও সদ্যসাক্ষর ও অল্পশিক্ষিতের উপযোগী গ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করা ও বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থার (প্রাচীরপত্র, হাতে লেখা পত্রিকা প্রভৃতি) বন্দোবস্ত করা। গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনাধীনে শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

(২) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(৩) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় সরকারী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দেশের বর্তমান অবস্থায় ও এই অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থার মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে লইয়া যাইতে হইলে দুই ধরণের কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আছে। সহরের শিক্ষিত লোকপ্রধান অঞ্চলে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে উচ্চ মানের কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু অন্তস্তরে বর্তমানে কুশলী বিশ্লেষণ অপেক্ষা অধিক পারদর্শী সমাজকর্মীর প্রয়োজনই সর্বাধিক।

সম্মেলনের অভিমত এই যে—

বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক শিক্ষা কেন্দ্রের যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার

ব্যাপকতর প্রসার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারের সাহায্য প্রয়োজন।

সম্মেলন আরও মনে করে যে—

গ্রন্থাগারিকের পদে গ্রন্থাগার বিদ্যায় যথারীতি শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশলী কর্মী নিয়োগ একান্ত আবশ্যক।

এই সম্মেলন মনে করে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য প্রতিক্ষেত্রেই সমাজসেবী, গ্রন্থাগারকর্মী, কুশলী গ্রন্থাগারিক, শিক্ষাবিদ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলন মনে করে যে রাজ্যগ্রন্থাগার সংগঠনে এবং প্রয়োজনমত থানা মহকুমা ও থানা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনেও পরিচালক সমিতি এমনভাবে গঠিত হওয়া প্রয়োজন যে উপরিউক্ত কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকে।

এই সম্মেলনের অভিমত এই যে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিল প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে সম্মেলনের বিভিন্ন দলে আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবেচনান্তে সম্ভবমত যথোপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করুন।

সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব

১। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠন করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করুন।

২। This Conference recommends the immediate undertaking of a Public Library Pilot Project by the State Govt. and the Calcutta Corporation jointly.

সম্মেলনে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে যে সকল শুভেচ্ছাবাণী পাওয়া যায়, সেগুলির কয়েকটির অংশ বিশেষ নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

বিদেশ হইতে প্রাপ্ত :

Dr. S. R. Ranganathan, Zurich.

.....All the best wishes for your success go to you along with this message.

Secretary, the Library Association, England

.....We have noted with interest the progress made by Libraries in Bengal and there is no doubt that the conference of your Association have greatly contributed to this progress. Please accept our hearty good wishes for a successful Conference at Midnapore.

Director, Lenin Library, Moscow

On behalf of the Directorship and Library workers of the State Lenin Library of the USSR I ask you to express our compliments and hearty greetings to the participants of the Tenth Bengal Library Conference and to wish them good luck in their work for the benefit of the Indian peoples.

President, American Library Association

.... The officers and staff of the American Library Association send warmest congratulation to the Bengal Library Association upon the occasion of their Tenth Conference. I am sure this Conference will do much to advance the cause of libraries in Bengal and we wish you every success in your efforts.

The Librarian of Congress, Washington, D. C.

.....My colleagues and I at the Library of Congress in the United States send you our very best wishes for the success of the Tenth Bengal Library Conference. We, together with librarians throughout the world, will be watching with keen interest the development and extension of library service in your state because we appreciate the influence of such development in any one area or other areas throughout the world. Our mutual faith in the importance of libraries draws us closer together and increases the bond of understanding between our two countries. May we always work together in this challenging cause.

Executive Secretary, Special Libraries Association, England

We are happy to greet you upon the occasion of the Tenth Bengal Library Conference. It is a source of great satisfaction to the Special Libraries Association that the Bengal Library Association has shown such remarkable growth in recent years. We trust that the interest in the Library movement in Bengal will continue to grow, and that your conference will be a source of inspiration to librarians throughout the area.

Executive Secretary, Canadian Library Association

The officers and members of the Canadian Library Association take pleasure in congratulating the Bengal Library Association on the holding of its Tenth Annual Conference .....Your conference will be in our thoughts on the 13th and 14th of April and we hope that your meetings will be most successful and that your plans for the future will be fulfilled.

Secretary, Library Association of Australia

Your letter ... reached me ..... unfortunately late. Further may I say that we wish you and your Association well in every way and I trust that your conference was the success which I have no doubt it deserved to be.

স্বদেশ হইতে প্রাপ্ত :

Dr. S. Radhakrishnan, Vice-President of India

.... I am glad to know that the Tenth Bengal Library Conference will be held on the 13th and 14th instant. I send my best wishes for its success.

Shri Hemendra Prasad Ghose

.....As a boy I read – "the great and good do not die..... in books their spirit walks ....." As an old man I feel this Libraries our brain-centres.

I wish the Conference success and the Bengal Library Association a glorious career.

J. C. Ghosh, Planning Commission, New Delhi

....I have no doubt that the Conference will be success. Please accept my best wishes for the success of the Conference and a long career of fruitful service to the nation for the Bengal Library Association.

President, Andhradesa Library Association

....I desire to convey my best wishes for the Conference and its success.....

Dr. D. M. Sen, Secretary, Education Dept., Govt. of W. Bengal

As we are about to start our Second Five-Year Plan of Education in this state, special significance would be attached to the deliberations of this particular session of the Bengal Library Association at Contai. The expanding educational service of this state will have to be adequately supported by a comprehensive Library System, and I do hope that the deliberations of this Conference would be able to rouse sustained public interest in the promotion of the Library Service in this country. Much good work has already been done by Voluntary Organisations in the field I am glad to be able to send my very best wishes for the success of the deliberations of the Tenth Meeting of the Bengal Library Conference.

Secretary, Madras Library Association

..... I have a great pleasure in conveying to you the good wishes of our Association on the occasion of the Tenth Bengal Library Conference. The Bengal Library Association has had a good record of activities in the field of Library Science and has done much to improve the growth of libraries.

We wish your conference all success and may your Association have many more years of useful service.

Shri Saila Kumar Mukherjee, Speaker West Bengal Legislative Assembly

.....I wish the Tenth Bengal Library Conference all success in their endeavour.

Shri Tushar Kanti Ghosh

.....These two days are auspicious for us Bengalees and I am sure that the Conference will achieve the success it deserves. All my best wishes to the sponsors of the Conference.

Shri Chapalakanta Bhattacharyya, Editor, Ananda Bazar Patrika.

.....I pray for the success of the Conference.

Shri Satish Chandra Ghosh, Mayor of Calcutta.

.....I wish the Library Conference to be held on the 13th and 14th April all success.....

Dr. Parimal Roy, Director of Public Instructions, West Bengal.

It has been my great pleasure in the past to have been acquainted with the aims and activities of the Bengal Library Association. The Association have been doing a lot of pioneering work in the field of Library development in the state..... I fervently hope and trust that the deliberations of the Conference..... will provide solution to the various library problems and give the planners and organisers of libraries a correct lead and direction. I send my best greetings to members of this Conference and wish them all success.

Librarian, People's Library, Bombay

....Wishing the function every success.

Shri D.R. Kalia, Director, Delhi Public Library.

.... I am delighted to know that the Tenth Bengal Library Conference will be held on 13th and 14th April, 1956 at Contai Club, Contai, Midnapore, under the auspices of the Bengal Library Association. I feel greatly honoured in sending to you my best compliments and good wishes to the organisers of the Conference and wish the Conference a great success .....

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, যুগান্তর

আগামী ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল কাঁথিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠান হইবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুসংবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ইদানিং পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়াছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ ও কাঁথিবাসীদিগকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি।

সম্মেলনী কথা

শক্তিপদ পণ্ডা, গ্রন্থাগারিক, কাঁথি ক্লাব

এই বৎসর কাঁথি ক্লাবের আমন্ত্রণক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সংসদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশন কাঁথিতে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় উৎসাহী কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণ কাঁথি ক্লাব ভবনের দ্বিতলে বিষয়োপযোগী একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৩ই এপ্রিল প্রাতঃকালীন অধিবেশন পরিসমাপ্তির পর জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন প্রদর্শনীটী উদ্বোধন করেন। পঃ বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রদর্শনীতে কাঁথি সহরের, মহকুমা ও জেলার, বিভিন্ন অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে হস্তলিখিত পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা, চিত্রে কাঁথি ও কাঁথির ঐতিহ্য, প্রাচীন পত্রে লিপির ক্রমবিকাশ ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বহু

বৈদ্য ও বাণী, আধুনিক ও অধুনালুপ্ত প্রায় ৫০।৬০টী মাসিক পত্রিকা, ২৫০।৩০০ বৎসরের পুরাতন পুঁথি, স্থানীয় ও জেলার বিভিন্নাঞ্চল হইতে প্রকাশিত বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা, স্থানীয় লেখকদের প্রণীত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি, মেদিনীপুর জেলার বহু লেখকের গ্রন্থাদি, কাঁথি ও মেদিনীপুরের বিভিন্নাঞ্চলের মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সংস্কৃতির প্রচারকদের জীবনী ও চিত্র, এবং গ্রন্থাগার পরিচালন ও রক্ষণ বিষয়ক চিত্র প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়।

প্রদর্শনীতে নির্জাপুর সংস্কৃতি সংঘ, কাঁথি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, বান্ধব সম্মিলনী, বালিঘাই, সব পেয়েছির আসর খানপী, এগরা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, বাপুয়াড়ী আদর্শ বিদ্যাপীঠ, রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর, কলিকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, বৃটিশ কাউন্সিল ; বসুধাম ৺যোগেশচন্দ্র বসুর পাঠাগার) শ্রীরামনাথ শর্মা, শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করেন। স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রদর্শনীটি বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে।

সম্মেলনের প্রথমদিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় চলচ্চিত্র সাহায্যে মুদ্রণের ক্রমবিকাশ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কিত কয়েকটি চিত্র প্রদর্শন করেন। অপরাহ্নে ভারতীয় লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্ত কুমার দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও এদেশে তাহার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকজন ভাষণ দান করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে প্রতিনিধিগণ তীর্থাশ্রমণে যান। এবং অপরাহ্নে সমাপ্তি অধিবেশনের পর স্থানীয় শিল্পীবৃন্দের দ্বারা একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবীণ শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। ঐ দিন পুণ্য নববর্ষ দিবস হওয়ায় নববর্ষ সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় একটী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তাছাড়া শ্রী বি, এস, কেশবনও এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দান করেন। কাঁথিতে অনুষ্ঠিত দুইদিনব্যাপী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

অভ্যর্থনা সমিতি ৫২৮৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া এবং প্রতিনিধি ফি বাবদ ১৭৮৲ টাকা লইয়া সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহ করেন। এই অনুষ্ঠানে যে সকল ব্যক্তিবর্গ আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা অভ্যর্থনা সমিতিকে সহযোগিতা করেন তাঁহাদের সমিতির পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

কলিকাতায় একাদশ অধিবেশন

গত ৭ই এপ্রিল হইতে চারিদিনব্যাপী নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন কলিকাতায় হিন্দি হাই স্কুল ভবনে বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে তিন শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

সমাগত প্রতিনিধিগণ ও আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের স্বাগত জানাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নিখিল কুমার সিদ্ধান্ত বলেন যে আজকের দিনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিগণের জন্যেই—একথা মনে করা ভুল, দেশের প্রতিটি নরনারীর গ্রন্থাগার ব্যবহারে মূলগত অধিকার আছে। বর্তমানে এদেশে শিক্ষালয়ের সংখ্যাল্পতাহেতু অগণিত জনের দ্রুত অশিক্ষিত হইবার অবাধ ক্ষেত্র সুসংগঠিত গ্রন্থাগার।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া উদ্বোধন ভাষণে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে গ্রন্থানুরাগ অপেক্ষা মানুষের প্রতি অনুরাগেই আদর্শ গ্রন্থাগারিকের সৃষ্টি সম্ভব। বিদ্যালয়ে ছোটদের ভালবাসা, কলেজে ছাত্রদের সপ্রদ্ধ অনুরাগ এবং গবেষণা মন্দিরে গবেষণানিরতদের সৌহার্দ্য অর্জনে গ্রন্থাগারিককে সচেতন হইতে হইবে।

সম্মেলনের মূল সভাপতি জনাব এস. বসিরুদ্দিন তাঁহার ভাষণে বিঃস্ত সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে প্রতীচ্যে শিল্প বিপ্লব-কালে সর্বসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছিল যে শিল্পোন্নত সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত বনিয়াদ সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, যাহার একটি প্রধান অঙ্গ গ্রন্থাগার। সেজন্য বিনামূল্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অবাধ সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকা একান্তই প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত সমাজের দ্রুত বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার তাগিদেও গ্রন্থপাঠের সবিশেষ আবশ্যকতা আছে। পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে সেজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এই পটভূমিকায় পড়িয়া না উঠায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা অবলুপ্ত।

বিশেষজ্ঞ হিসাবে সরকারের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সরকারকে গ্রন্থাগারিকগণের প্রভাবিত করা উচিত। এদেশের সমস্যা ও প্রয়োজনানুযায়ী এখানকার গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য জনাব বসিরুদ্দিন একটি কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের অধ্যয়নে অনভ্যাস শৈশবকালে পঠনপাঠনের অব্যবস্থার ফলেই পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ে কুশলী গ্রন্থাগারিক থাকিলে ছাত্রদের অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা ছাড়াও কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এদেশের বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের দুরবস্থার উল্লেখ করেন জনাব বসিরুদ্দিন। গ্রন্থাগারিকের পদমর্য্যাদা ও অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট হইতে উপদেশ দেন।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বর্তমান সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

প্রদর্শনীতে বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, পুস্তক ও লোকশিল্পের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। আটটি ভাগে বিভক্ত প্রদর্শনীটিতে ভারতীয় লিপি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রাচীন মুদ্রণ পদ্ধতির পরিচয়, শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থের নমুনা, বর্তমান ভারতীয় মুদ্রণ পদ্ধতি প্রভৃতির প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেন শ্রীবি, এস, কেশবন। প্রদর্শনী উদ্বোধনের পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে প্রতিনিধিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়ন, ভারতীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিবর্ধন ও ভারতে গ্রন্থপঞ্জিক সংগঠন বিষয়ক তিনটি সেমিনারে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হয়।

ঐদিন অপরাহ্নে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। পৌরোহিত্য করেন ডক্টর কালিদাস নাগ ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর ডি, এম, সেন।

তৃতীয় দিনে বিদ্যালয় ও শিশু গ্রন্থাগার এবং ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণ সম্পর্কে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সায়াহ্নে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে রাজভবনে প্রতিনিধিগণকে এক সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে চায়ানে আপ্যায়িত করা হয়। পরে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে প্রতিনিধিগণকে এসেমব্লি ভবনে এক সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। রাত্রিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী পরিষদ 'টিপু সুলতান' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন।

চতুর্থ ও শেষ দিন ১০ই এপ্রিল প্রাতঃকালে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবি, এস, কেশবন ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারের সম্মেলন

ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের পরিসমাপ্তির পর হিন্দি হাই স্কুল ভবনে মঙ্গলবার ১০ই এপ্রিল অপরাহ্নে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারের দুইদিনব্যাপী প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর ডি, এম, বসু তাঁহার ভাষণে বলেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে তথ্য ও তত্ত্বের সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত পরিবেশন ব্যবস্থার অপরিহার্য প্রয়োজনে বিশেষ গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে স্থান হইতে গবেষকগণ হালনাগাদ খবরাদি আহরণ করিতে পারিবেন—ফলে শ্রম ও অর্থের অপচয় হইবে না। অপর্যাপ্ত, অসম্পূর্ণ ও পুরাতন তথ্যাদি প্রভৃত গবেষণা সময় ও শ্রমের অপূরণীয় ক্ষতি ও অনগ্রসরের প্রধান কারণ। এই কাজকে দ্রুত ও সুসম্পন্ন করিবার জন্য চাই কেন্দ্রীভূত সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাহার উদ্যোগে প্রণয়িত হইবে Union Catalogue, Bibilography প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ ও Microfilmএর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের গবেষণাদির ফলাফল গবেষকদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বিশেষ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্যাদি সরবরাহ ও বিনিময়ের উপর দেশের কল্যাণ ও উন্নতি যথেষ্ট নির্ভরশীল।

Mechanisation in Library Service এবং Documentation Problems in India বিষয়ে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলন পরিসমাপ্তির পর IASLIC এর সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বৎসরের জন্য ডক্টর ডি, এম বসু ও শ্রীজীবানন্দ সাহা যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। সমাপ্তি অধিবেশনে পরিষদের সাম্প্রতিক শিক্ষনে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের ডক্টর বসু সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নানাবিধ কাজ বিবরণী প্রকাশের আশু ব্যবস্থা চেষ্টা করিব। বিবরণী সুস্পষ্টভাবে লিখিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়—সম্পাদক]

বনমালী বিপিন পাবলিক লাইব্রেরী ॥ সিঁথি।

আমাদের মত অকাল মৃত্যুর দেশে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রজত জয়ন্তী পালনের সুযোগ ও সৌভাগ্য যেমনি আনন্দের তেমনি গৌরবের। সর্বজনের প্রকৃত সেবা ও উপকারের বিনিময়েই এই গ্রন্থাগারটি সকলের সাহায্য ও শুভেচ্ছা প্রসূত দীর্ঘায়ু লাভ করেছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হতে চারিদিনব্যাপী নানা চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগারটির রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনে দেশের বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গ্রন্থাগারিক ও সমাজসেবী অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানতীর্থ গ্রন্থাগার ॥ ২২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৯।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী জ্ঞানতীর্থ গ্রন্থাগারের ২য় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ডাঃ সমর দত্ত কিশোর বিভাগের খেলাধূলা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীচিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান।

গত ৮ই জানুয়ারী লাইব্রেরীর দশম বার্ষিক সভায় সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল কার্য বিবরণী উপস্থাপিত করেন। অর্থাভাবে গ্রন্থাগারটির সুষ্ঠু পরিচালনে নানাবিধ বাধা ও অসুবিধার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে একনিষ্ঠ উৎসাহী কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারটি স্থানীয় জনসাধারণকে নানাভাবে সেবা করে আসছে। পাঠকদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ও মান উন্নত করবার সর্ববিধ প্রচেষ্টা চলছে। নৈশ বিদ্যালয়, নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও 'পল্লী সেবক' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশনা গ্রন্থাগারটির সম্প্রসারণ কার্যাবলীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শহীদ পাঠাগার ॥ চৈতন্যপুর ॥ গড়বাসুদেবপুর ॥ মেদিনীপুর।

তমলুক মহকুমা ও সুতাহাটা থানার অন্তর্গত চৈতন্যপুর গ্রামে এই গ্রন্থাগারটি দশম বর্ষে পদার্পন করেছে। গ্রামবাসীদের নানাপ্রকারে জ্ঞান, শিক্ষা ও আনন্দ আহরণের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিক্ষিতদের গ্রন্থ যোগান্ দেওয়া ছাড়াও কুটির শিল্প ও উন্নত ধরণের কৃষিকার্যে উপদেশ ও উৎসাহ দান বয়ঃশিক্ষাকেন্দ্র পরিচালন, মনীষীদের জন্মদিবস পালন, সর্বোদয় দিবস, সূত্রযজ্ঞ ও নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠান পাঠাগারের নিয়মিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

সম্পাদকীয়

গত ৩১শে চৈত্র এবং ১লা বৈশাখ কাঁথি ক্লাবের আতিথ্যে কাঁথিতে দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সম্মেলনের আলোচনাকে যতদূর সম্ভব বিষয়-বিচ্যুতি-বিহীন করবার জন্য এবারে আলোচনার বিষয়বস্তুর খসড়া গত বৈশাখ মাসের 'গ্রন্থাগারে' একটি প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হয়। 'গ্রন্থাগারের' এই সংখ্যাটি সম্মেলনের পূর্বেই আমাদের সভ্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় এবং অপরদের কাছে বিক্রয়ের জন্য সম্মেলনস্থলে বা পরিষদ অফিসে এই সংখ্যাটির কপি মজুত রাখা হয়।

বিষয়বস্তুটিকে এইভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং আলোচনার ধারাকে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দলের বিশদ বিবেচনা ও সুপারিশের মধ্যে নিয়ে আসার পদ্ধতিতে বিষয়ের আলোচনায় সাধারণ সদস্যের যোগদান অনেক ব্যাপক ও গভীর হয়েছে বলে মনে করবার কারণ ঘটেছে। অবশ্য এই ধরণের ছোট ছোট দলের সক্রিয় চিন্তার ভিত্তিতে সমস্ত সম্মেলনের মতামত গড়ে তোলার পদ্ধতি আমাদের তরফ হতে এই প্রথম গ্রহণ করা হোল। কাজেই কিছু ত্রুটি হয়তো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। আমাদের চোখেও কিছু ত্রুটি পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে ভবিষ্যতের সম্মেলনে এই ধরণের ত্রুটি যাতে না ঘটে তা আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবো।

সম্মেলনের এই আনুষ্ঠানিক ত্রুটি ছাড়া তার উদ্দেশ্যকে সফল করার ব্যবস্থায় অন্য কোন ত্রুটি ছিল না বলেই আমাদের বোধ হয়েছে। সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য সমবেত সমস্ত প্রতিনিধিদের যৌথ কর্তব্যের মত। সে কর্তব্য আমরা যতটুকু সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছি তার জন্য আমরা আনন্দিত বোধ করতে পারি। যদি কোনও অসম্পূর্ণতা কোথাও থেকে থাকে তবে আগামীবারে তাকে ঘটতে না দেওয়ার অঙ্গীকার করাও আমাদের বর্তমানে কর্তব্য।

সম্মেলনের আগে পর্যন্ত পরিষদ অফিসে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের যে সব মতামত এসে পৌঁছায় তাদের সম্ভবমত একত্রিত করেই এবারের আলোচনার খসড়াটি রচিত হয়। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যাঁরা সক্রিয় ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁদের চিন্তা যে আন্দোলনের স্বরূপকে আরো স্পষ্ট করে

জেনে নিতে চাইছে, তার গতিপথকে আরো সুনির্দ্দিষ্ট করে দিতে চাইছে, এবারের বিষয় নির্বাচনে আর তার আলোচনায় অনেক ইঙ্গিত ছড়ানো আছে। অস্পষ্ট শুভেচ্ছাজ্ঞাপন থেকে আজ তাঁরা তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমানকে উপলব্ধি করতে চান, ভবিষ্যতকে নির্দ্দেশিত করতে চান। অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য তাঁদের সুপারিশের একত্রিত বক্তব্যে যত ত্রুটিই থাকুক না কেন এটিই লক্ষ্যনীয় যে তাঁরা শুধু মাত্র চাহিদা জানানো থেকে সরে এসে আজ নির্দ্দেশ দিয়েছেন সমগ্র রাজ্যের উপযোগী এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খসড়া রচনা করবার। এ নির্দ্দেশ সার্থক ভাবে প্রতিপালিত হলে এ ঘটনাকে অন্যতম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে মানবার কারণ আছে।

দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁরা যে আজ সমস্যা সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে সচেতন মাত্র নন, সমস্যাকে বিশদভাবে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টায়—সে কথা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এ বিবর্তনে আন্দোলনের বহু কালের অবশ স্নায়ুশিরাগুলোর সুস্থ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত আছে। আন্দোলনের বিবর্তনকে সার্থকতার দিকে পরিচালিত করার দায়ীত্ব সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষের। কারণ শিক্ষ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ব্যাপকতম ভাবে সকলের মনকে স্পর্শ করতে না পারলে যে কোনও সমাজের পক্ষেই তার সার্থকতম রূপে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির এই পূর্ণতম বিকাশ কেবলমাত্র শিক্ষায়তনের বাঁধা কাঠামোর সাহায্যে যে কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না এ কথাও অনস্বীকার্য্য। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষায়তনের এক অংশে পরিপূরক এই গ্রন্থাগারগুলিই যে সার্থকভাবে বিকশিত হলে সমাজের মানুষকে তথা মানব সমাজকে সেই পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তাই দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সমস্যাসচেতন ব্যক্তিদের সম্মিলিত চিন্তার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে তা সকলের কাছে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অনুরোধ জানাব যে আপনাদের সকলের কর্ম্মধারায় সেই সিদ্ধান্ত সক্রিয় স্বীকৃতি লাভ করুক। সেই সিদ্ধান্তকে জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়ার এবং পরিষদের কর্ম্মধারায় তাকে কার্যকরী করে তোলার দায়ীত্ব আপনারা সকলে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করুন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সমারোহ

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
রবিদীপিতা ৪৷৷০
কাব্যবিচার ৪৷৷০
ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা ৩৲
Tagore : The Poet and the Philosopher ৪৲

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১৷৷০
চরিত্র সংগ্রহ ২৷৷০

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
নিরীক্ষা ৪৲

অনুরূপা দেবীর
সাহিত্য ও সমাজ ২৷৷০

ডাঃ সুশীলকুমার দে'র
নানা নিবন্ধ ৫৷৷০

বিশ্বপতি চৌধুরীর
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৪৲
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

অবনীশের
মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৪৲
রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (১ম ও ২য়) ৭৷৷০

শশিশেখর বসুর
মজলিশী রসরচনা
যা দেখেছি, যা শুনেছি ৩৷৷০

বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মেঘমল্লার ৩৲

সুধীরনাথ ঘোষের
সুদূরের পিয়াসী ৫৲
জটিলতা ৩৲

তারাশঙ্করের
কৈশোর-স্মৃতি ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
জন্মেছি এই দেশে ৩৷৷০
নারী ও নিয়তি ২৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-৩৪৯২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা

দাম : আড়াই টাকা

প্রাপ্তিস্থান : পরিষদ কার্যালয় ও সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

শ্রীগৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

BOOKS FROM SOVIET UNION

A. S. Pushkin	
The Captain's Daughter	1- 5-0
The Tales of Ivan Belkin	1- 2-0
Dubrovsky ...	0- 9-0
I. Turgenev	
Rudin	1-14-0
Three Short Novels	1- 3-0
A Hunter's Sketches	2-13-0
Gogol	
Taras Bulba	0-12-0
A. P. Chekov	
Short Novels And Stories	2- 9-0
Leo Tolstoi	
Childhood : Boyhood : Youth	3- 0-0
M. Gorky	
My Childhood	1- 2-0
My Apprenticeship	1-11-0
My Universities	1- 2-0
Selected Short Stories	2- 4-0
Mother	2- 9-0
Artamonovs	2- 4-0
MODERN FICTION	
T. Syomushkin	
Alitet Goes To The Hills	2- 4-0
M. Bubennov	
The White Birch Tree (in 2 parts)	3- 6-0
Y. Trifonov	
Students	2-10-0
E. Kazakevich	
Spring On The Oder	2- 1-0
A. Voloshin	
Kuznetsk Land	2- 4-
E. Kazakevich	
Star	0- 9-0

National Book Agency (Private) Ltd.

12, Bankim Chatterjee Street, Cal-12

Branch : 3/2, Madan Street, Cal:13

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ ॥ নব পর্যায় ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ শ্রাবণ ১৩৬৩

সম্পাদক : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

: সূচী :

কলিকাতায় শিশু গ্রন্থাগার
পরিকল্পনার ভূমিকা ... ... "সত্যকাম" ৭৩
সাময়িক সমস্যা বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ৮৩
পরিষদ কথা ৯৬
গ্রন্থাগার সংবাদ :
পশ্চিম বঙ্গ
অন্যান্য রাজ্যের খবর
অন্যান্য দেশের খবর
বিবিধ বার্তা
সম্পাদকীয়
মনীষী হরেন্দ্রকুমার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

—আমাদের নতুন বই—

জাহ্নবী-যমুনার উৎস-সন্ধানে

॥ শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

হিমালয়ের অন্তর্বেদীর ভিতর অলোত্তরী, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী তীর্থ যাত্রার দুরূহতা সম্বন্ধে যেমন ইতিহাস নেই তেমনি তা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে।

গ্রন্থখানি ভ্রমণ-কাহিনী ও রস-সাহিত্যের অপূর্ব সমন্বয়।

দাম ৩৷০

মিলন-উৎসবে রোশনচৌকির সুর মধু-দম্পতিকে মাতিয়ে তুলুক

রোশনচৌকি

॥ শ্রীরমাপতি বসু ॥

শ্রীঅন্নদা মুন্সীর আঁকা প্রচ্ছদপট

দাম ২৸০

৫টি হাতের মিলনে নর-নারীর যে নব-জীবনের সূচনা, তারই সুর ধ্বনিত হয় রোশনচৌকিতে। তাই বাঙালীর জীবনে রোশনচৌকি চায় আনন্দ ও কল্যাণের প্রতীক।

—শীঘ্রই বেরুবে—

প্রেমের গল্প

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের স্ব-নির্বাচিত প্রেমের গল্প-সংগ্রহ। সুসজ্জিত, সুমুদ্রিত ও সচিত্র।

নব-কলেবরে রমেশচন্দ্র দত্তের অনবদ্য উপন্যাস

বঙ্গবিজেতা

ডাঃ সুকুমার সেনের ভূমিকা-সহ।

বাঙালী জাতটার—এই অপবাদ যে কত বড় মিথ্যা এই কাহিনী সেটাই প্রমাণ করে। দাম ২৷০

—আমাদের অন্যান্য বই—

॥ উপন্যাস ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাধীন প্রেম ৩৲

দীপক চৌধুরী

পাতালে এক ঋতু (১ম) ৫৲

বিকুলদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্রবৎ ৪৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাঁক ২৷৷০

কুমারেশ ঘোষ

ভাঙাগড়া ২৷৷০

ধীরেন দাশ

সন্ধান ২৲

॥ সমালোচনা ॥

ডক্টর সচীন সেন

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় ৭৲

॥ গল্প ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাজুকলতা ২৷৷০

পরিমল গোস্বামী

মারকে লেজে ৪৲

শিবরাম চক্রবর্তী

বন্ধু চেনা বিষম দায়! ১৷৷০

ভূত ও অদ্ভুত ১৷৷০

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

অনির্বাণ শিখা ১৸০

দেহ রক্ষণা ২৷৷০

॥ জীবনী ॥

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভারত মহিলা ২৷৷০

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আজন্ম নদীর তীরে ১৷৷০

আমাদের "বিশ্ব সাহিত্য গ্রন্থমালা" পড়ুন

রীডার্স কর্নার ঃ ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

ফোন ৫৪-৩৬৫২ [তালিকার জন্য লিখুন]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ৭৲ ॥ আরোগ্য নিকেতন ৬৲ ॥ চাঁপাডাঙার বউ ২৷৹ চৈতালী ঘূর্ণি ২৲ ॥ রাই-কমল ২৲ ॥ বিচারক ২৷৹ ॥ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲ ॥ শিলাসন ২৷৹ ॥ হারানো সুর ৩৲ ॥ কামধেনু ২৷৹ ॥ বিস্ফোরণ ২৲ ॥ দ্বীপান্তর ১৷৹ ॥ আরোগ্য নিকেতন ১৷৹

(নাটক)

মনোজ বসু

শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং) ৫৲ ॥ বকুল (৩য় সং) ২৲ ॥ এক বিহঙ্গী (৩য় সং) ৪৲ ॥ জলজঙ্গল (২য় সং) ৪৲ ॥ নবীন যাত্রা (৪র্থ সং) ৩৲ ॥ বাঁশের কেল্লা ৪র্থ সং) ২৷৹ ॥ ভুলি নাই (২৬শ সং) ২৲ ॥ শত্রুপক্ষের মেয়ে (৬ষ্ঠ সং) ৩৷৹ ॥ সৈনিক (৭ম সং) ৬৲ ॥ সবুজ চিঠি (২য় সং) ৩৲ ॥ চীন দেখে এলাম : ১ম পর্ব ৩৲ : ২য় পর্ব ৩৷৹

প্রবোধকুমার সান্যাল

দেবতাত্মা হিমালয় : ১ম খণ্ড (৫ম সং) ৭৲ : ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ ॥ হাসুবানু (৩য় সং) ৭৷৹ ॥ যাগতম ২৲ ॥ সাম্রাজ্ঞ (৩য় সং) ২৲ ॥ কল্পান্ত (২য় সং) ২৷৹ ॥ প্রবোধকুমার সান্যালের গল্পসংগ্রহ ৪৲ আমলীর স্বপ্ন (৫ম সং) ৪৲ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য় সং) ৫৲ ॥ দুয়ার হতে অদূরে (২য় সং) ৩৲ ॥ রূপান্তর (২য় সং) ২৲ ॥ নব সন্ন্যাস (২য় সং) ৭৲ ॥ হাতে খড়ি ৩৲ ॥ তোমরাই ভরসা (২য় সং) ৪৷৹ ॥ নীলাঙ্গুরীয় (৭ম সং) ৪৷৹ ॥ অতঃ কিম্ ২৷৹ ॥ উত্তরায়ণ (২য় সং) ৩৷৹ ॥ কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি (২য় সং) ৩৲ ॥ হাসি ও অশ্রু (সচিত্র) ৩৲ ॥ মানস মিছিল (সচিত্র —৩৲

বনফুল

শ্রেষ্ঠ গল্প (৪র্থ সং ৫৲ ॥ স্থাবর ৩য় সং) ৭৲ ॥ জঙ্গম ১ম (১ম সং) ৪৷৹ : ২য় ৫ম সং) ৪৷৹ : ৩য় (৪র্থ সং) ৪৷৹ ॥ সপ্তর্ষি (৪র্থ সং) ৩৷৹ ॥ দ্বৈরথ (৫ম সং) ৩৲ ॥ স্বপ্নসম্ভব (৩য় সং ৩৲ ॥ কর-কমলেষু (২য় সং) ৫৲ ॥ মানদণ্ড (৩য় সং) ৪৷৹ ॥ বনফুলের গল্পসংগ্রহ ৪৲

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় সং) ৫৲ ॥ পুতুলনাচের ইতিকথা (৫ম সং) ৫৲ ॥ দর্পণ (২য় সং) ৪৷৹ ॥ জীয়ন্ত (২য় সং ৪৲ ॥ পদ্মানদীর মাঝি (৬ষ্ঠ সং) ৩৲ ॥ শহরবাসের ইতিকথা (২য় সং) ২৷৹ ॥ সোনার চেয়ে দামী : ১ম ২৲ : ২য় ৩৷৹

বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২

সোবিয়েতের আধুনিক উপন্যাস

ভি. গ্রানিনের
THOSE WHO SEEK ২৸০

ভি. গুলিয়ার
SPRING TIME IN SAKEN ৸৶০

এম. বুবেন্নভের
THE WHITE BIRCH TREE ৩৶০
(দুই খণ্ডে)

জি. নিকোলায়েভার
HARVEST ২।০

এ. কোল্লায়েভার
IVAN IVANOVICH ২।০

ট্রিফোনভের
STUDENTS ২৷৶০

কোজাকেভিচের
SPRING ON THE ODER ২৸৶০

কোজেভনিকভের
LIVING WATER ২।০

মাস্টসেভের
HEART AND SOUL ২।০

ফুর্মানোভের
CHAPAYEV ২৷৶০

ভেরা পানোভার
LOOKING AHEAD ১৸৶০

ভি. জাকরুতকিনের
FLOATING STANITSA ১৸৶০

ভি. লাভিসের
THE FISHER MAN'S SON ২৲

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কীর
HOW THE STEEL WAS TEMPERED ২৷৶০
(দুই খণ্ডে)

ভি. কাতায়েভের
A WHITE SAIL GLEEMS ২৲

ন্যাশনালের বই

ম্যাকসিম গর্কি
মা
অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু
শোভন ৪৲ সুলভ ২।০

নিয়ন্তর পাভলেঙ্কো
জীবনের জয়গান
অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত ৪৲

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি
ইস্পাত
অনুবাদ : রবীন্দ্র মজুমদার ৬।০

বোরিস পোলেভয়
একটি সাঁচ্চা মানুষের গল্প
সংক্ষেপিত : গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৸০

আলেক্সি টলস্টয়
অগ্নি পরীক্ষা
১ম খণ্ড : দুইবোন
অনুবাদ : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৲
২য় খণ্ড : উনিশশো আঠারো
অনুবাদ : রথীন্দ্র সরকার ৪৲
৩য় খণ্ড : বিষণ্ণ প্রভাত
অনুবাদ : সোমনাথ লাহিড়ী ৬৲
(তিন খণ্ড একত্রে) ১৪৲

হাওয়ার্ড ফাস্ট
স্পার্টাকাস
অনুবাদ : সুনীল চট্টোপাধ্যায় ৫৲

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিঃ-১৩, শাখা : ৩/২, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিঃ-১৩

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] শ্রাবণ : ১৩৬৩ [নব-পর্যায় ৪র্থ সংখ্যা

কলিকাতায় শিশু-গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ভূমিকা

"সত্যকাম"

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। বিভিন্ন রকমের বিবেচনা লাভ করা সত্ত্বেও প্রায় ৩২ হাজার ছাত্র ছাত্রী কলেজের গণ্ডী পার হতে পারলনা। ছাত্র-ছাত্রী মহলে নৈরাশ্য, অভিভাবক মহলে মর্মান্তিক দুঃখ, শিক্ষাবিদ মহলে গভীর উদ্বেগ সব কিছু মিলিয়ে একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সভা-সমিতিতে, পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা চলেছে বিস্তর।

নতুন ঘটনা কিছু নয়। এমনিধারা ঘটে আসছে গত কয়েক বছর ধরেই। শিক্ষার মান যে দ্রুত অধোগামী হচ্ছে এ বিষয়ে সবাই মোটামুটি একমত। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে, কি করেইবা এর প্রতিবিধান সম্ভব—এ বিষয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গুরুতর মতভেদ রয়েছে।

ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁদের তরফ থেকে শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনার অন্ত নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন আনয়ন, দশ শ্রেণীর পরিবর্তে এগার শ্রেণী প্রবর্তন, জুনিয়র এবং সিনিয়র বেসিক ট্রেনিঙ স্কুল স্থাপন, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপকতর ব্যবস্থা করে, শিক্ষকগণের মাহিনা বৃদ্ধি করে যোগ্যতর লোককে শিক্ষকবৃত্তিতে আকৃষ্ট করা—প্রভৃতি পরিকল্পনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। এসকল পরিকল্পনার ভালো-মন্দ বিচার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্কুল-কলেজ থাকবে, পরীক্ষাও থাকবে। এই স্কুল-কলেজ এবং পরীক্ষা-ব্যবস্থা যত শীঘ্র যুগোপযোগী করে তোলা যায় ততই মঙ্গল।

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন যেমন একদিকে লক্ষ্যণীয় অপরদিকে বিদ্যালয়গুলোর অপরিহার্য অঙ্গরূপে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার স্থাপনার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ তেমনি আশাপ্রদ।

কিন্তু স্কুল-কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা যত সুপরিকল্পিতই হোক-না-কেন—তার একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকবেই, থাকবেই তাতে একটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য পূরণের প্রেরণা। আর সেখানেই এর সীমাবদ্ধতা। আজ যে ৩২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছে তাদের, এমন কি যারা কৃতকার্য হয়েছে তাদেরও এক বিরাট অংশ ছক-বাঁধা শিক্ষার পথ ধরে এগিয়ে এসেছে। নোট বই মুখস্ত করে, 'সিওর-সাকসেস্-'এর রজ্জু ধরে তারা পার হতে চেয়েছে। কেউ পেরেছে, কেউ পারেনি। দেহে যার শক্তি সঞ্চিত হয়নি শুধু প্যাচ শিখেই সে কুস্তি জিতবে কি করে?

স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যাঁদের কিছুমাত্র আছে তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন পড়াশুনোর মধ্যে আনন্দ পায় এমন ছাত্রের সংখ্যা কত অল্প। কুইনিন পিল গলাধঃকরণ করার মতো করে যারা পাঠ্য-বিষয় মুখস্ত করে তাদের অনুসন্ধিৎসা জিনিষটার বালাই নেই। কোনও কিছু পরিপূর্ণভাবে জানবার তাদের উৎসাহ নেই। তারা অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, আকবর আর বেন্টিঙ্ক মুখস্ত করে ইতিহাস পরীক্ষার জন্যে তৈরী হয়। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটে—পানিপথের প্রথম যুদ্ধ থেকে সুরু করে দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত বর্ণনা করতে বললেই অনর্থ ঘটে। 'পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল'—তারা শেখে: কিন্তু, এই কমলালেবুর ভেতরে আমরা বাস করছি না বাইরে—জিজ্ঞেস করলে, দুঃখের কথা, নবম শ্রেণীর ছাত্রকেও মাথা চুলকোতে দেখেছি নিজের শিক্ষকতা জীবনে! এই দুরবস্থার কারণ কি, আর এর জন্যে প্রকৃতপক্ষে দায়ীই-বা কে বা কারা—এই প্রবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা না করে একথাই শুধু বলবো যে—ছাত্রদের মনের অনুসন্ধিৎসার অভাব এবং লেখাপড়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এর জন্যে কম দায়ী নয়।

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশে আছে :—

"The library will be the hub and the centre of the intellectual and literary life of the reorganised school and play the same part vis-a-vis all the other subjects as the laboratory plays for science subjects or the workshop for technical subjects."

বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার সম্পর্কে কমিশনের এই সুপারিশ কার্যকরী হলে এবং পাঠ্যসূচীর প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করলে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু দেশের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ভাবে সফল করে তুলতে হলে বিদ্যালয়গুলোর উন্নতি বিধান করলেই শুধু

চলবেনা। সোজের আয়োজন যত নিখুঁতই হোক-না-কেন যাদের জন্যে সকল আয়োজন তাদের সুধা থাকা চাই বৈ-কি।

'Who at twenty knows nothing, at thirty does nothing, at forty has nothing !' মনস্তাত্ত্বিকগণের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে Smiles-এর এই উক্তিটিকে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, জীবনের প্রথম দশ বছরে মানুষ যা দেখে, যা শেখে, সঞ্চয় করে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা—তারই ফলে নিয়ন্ত্রিত হয় তার সমগ্র উত্তর জীবন। জীবনের প্রথম প্রভাতে যার মনের কৌতূহল চরিতার্থতার মধ্যে পরিপুষ্টিলাভের প্রেরণা পেল না, ভাবী জীবনে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলবার সম্ভাবনা তার দূরে সরে গেল।

আজ দেশে যে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রবর্তিত হতে চলেছে, আগামী দশ বছরের মধ্যে যা পরিপূর্ণরূপ গ্রহণ করবে—সে শিক্ষা গ্রহণ করবে যারা তাদের দিকে এখন থেকেই বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

১ থেকে ৫ বছর বয়সের যে ২২ লক্ষ শিশু আজ আমাদের গৃহকোণ আনন্দমুখর করে রেখেছে, ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের যে ২৯ লক্ষ শিশু আজ শিক্ষার সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ করছে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যদিয়ে, যাদের সব কিছুকে জানবার সহজাত অপার কৌতূহল অহেতুক শাসনে ব্যাহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত—তারাই হবে আগামী দশ বছরের পরিবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণকারী তরুণদল, আগামী বিশ বছরের মধ্যে তারাই পরিণত হবে স্বাধীন ভারতের পূর্ণ-নাগরিকরূপে; দেশের আগামী পঞ্চাশ বছরের ভাগ্য নির্ভর করবে মূলতঃ এদেরই ওপর। এদের আজ অবহেলা করলে চলবেনা। ১ থেকে ১০ বছর বয়সের এই ৫১ লক্ষ শিশু যদি না অবাধ আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে—তবে তাদের ভাবী জীবনের জন্য রচিত শিক্ষার সর্বপ্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। পাঠ্যসূচী যত সুপরিকল্পিতই হোক না কেন,—অচিরেই আবার সেই নিস্পৃহভাব দেখা দেবে; 'মেড-ইজি' 'সিওর সাকসেস'-এর অবাধ রাজত্ব সুরু হবে।

ক'লকাতার কথাই ধরা যাক। ৫ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা এখানে ৩½ লক্ষ। লেখা-পড়া সম্বন্ধে এদের মনে কোনও আকর্ষণ নেই—এমন অভিযোগ শুনেছি বহু উদ্বিগ্ন অভিভাবকের মুখে। অর্থসঙ্গল যাঁরা তাঁরা তাঁদের সন্তানদের বিলিতি ধরণের স্কুলে পাঠিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছেন।

কিন্তু তেমন অর্থসম্বল যাঁদের নেই সেই অগণিত অভিভাবকগণের 'school boy'রা তাই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভয়ে 'creeping like snails unwilling to school'। মুখে বিরক্তির ছাপ নিয়ে এরা স্কুলে যায় ; সারাক্ষণ ধরে ছুটীর ঘণ্টার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। কোনও কারণে স্কুল ছুটী থাকলে বা এটা-ওটা নিয়ে ধর্মঘট হ'লে ওরা বেঁচে যায়।— কিন্তু বেলা পড়ে এলে এদেরই আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে ক'লকাতার ছোট-বড়ো পার্কগুলো। তখন তাদের চেহারাই যেন বদলে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা শারীরিক কারণে যেদিন এরা ঘরে বন্ধ হয়ে রইল সে দিনটিই ব্যর্থ হয়ে গেল এদের জীবনে !

প্রতি অপরাহ্নে ক'লকাতার উদ্যানে উদ্যানে এই যে আনন্দের মেলা বসে যার সঙ্গে শিশুদের রয়েছে অন্তরের নিবিড় বন্ধন - সেগুলোকে কেন্দ্র ক'রে কি গড়ে তোলা যায় না শিশুদের উপযোগী কোন আনন্দময় শিক্ষা ব্যবস্থা ?

পশ্চিমের দেশগুলোতে শিশুদের উপযোগী চমৎকার গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা রয়েছে। এসব গ্রন্থাগার শিশুদের বিচিত্রমনের খোরাক জোগায়, তাদের মনের অনুসন্ধিৎসাকে গভীরভাবে তৃপ্ত ক'রে ভাবী জীবনে আত্ম-শিক্ষণ (self-education) এর প্রেরণা জাগায়। আমাদের দেশে সে ধরণের শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন বহু সময় এবং বহু অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু তাই বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

ক'লকাতার প্রতিটি পার্কে একটি করে Children's Corner তৈরী করে দিন ;— একটি মজবুত তাঁবু আর খানিকটা খোলা জায়গা—একে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার দায়িত্ব ছেড়ে দিন শিশুদেরই হাতে। শিশুরা তাদের এই ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যটুকু পেয়ে খুসী হবে, তাদের আত্ম-সম্মান বোধ জাগবে, সামাজিক দায়িত্ব বোধের উন্মেষ হবে। প্রতি সন্ধ্যায় খেলা সাঙ্গ হ'লে কেউ যদি তাদের সস্নেহে ডেকে বলে—'এসো তোমাদের একটা মজার গল্প বলি—' বাঙলা দেশে ক'টি শিশু আছে যারা সে ডাকে সোল্লাসে সাড়া দেবে না ? গল্প বলার সাথে সাথে সুযোগমত সাধ্যমত ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করুন, তাঁবুতে শিশুদের উপযোগী বই সংগ্রহ করতে থাকুন ধীরে ধীরে ; প্রাচীর-পত্র, চার্ট, মডেল প্রভৃতি আকর্ষণীয় বিবিধ পাঠ্যব্যবস্থার আয়োজন করুন ; মহাপুরুষদের জন্মদিবসগুলো, জাতীয় জীবনের স্মরণীয় দিনগুলো তাদের উপযোগী করে পালন করবার ব্যবস্থা করুন—এই ছোট্ট সংস্থাগুলোতে ক্রমেই শিশুদের ভিড়

গড়বে ; আজকের এই Children's Cornerএর মধ্যেই অদূর ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ শিশুগ্রন্থাগার রূপ নেবে।

এই পরিকল্পিত শিশু গ্রন্থাগারগুলোকে রূপদান করতে গিয়ে একথাটা সর্বপ্রযত্নে স্মরণ রাখতে হবে যে—এগুলো নিছক জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নয়। এগুলোকে গ্রন্থ-কেন্দ্রিক করে গড়ে তুললে, অথবা শিশুদের 'শেখাবার' উৎসাহ অত্যুগ্র হয়ে উঠলে শিশুদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সহজ হয়ে উঠবে না। এই গ্রন্থাগারগুলো যে পাঠশালারই কোন নতুন সংস্করণমাত্র নয়, এখানে আসা-যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা যে শিশুদের রয়েছে এ বিশ্বাস এদের মনে সৃষ্টি না হলে এরা এগুলোকে এড়িয়ে চলতে চাইবে। অভিভাবকগণ শিশুদের এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে গেলে, অথবা উদ্যোক্তাগণ ওদের টেনে আনার জন্যে অত্যধিক উৎসাহ প্রকাশ করলে সুফলের চেয়ে কুফলই ফলবে বেশী। শিশুদের তরফে যদি উৎসাহ না দেখা যায়—তার জন্যে তাদের অযথা দোষারোপ না করে এসব সংস্থার কর্মসূচীর দিকে নজর দিলে সুফল নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

উপরে যে পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেওয়া হ'ল তাকে কার্যকরী করতে হলে অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, আর সে অর্থ জোগানোর দায়িত্ব খুব স্বাভাবিক কারণেই বর্তাবে পৌরপ্রতিষ্ঠানের ওপর। কিন্তু অর্থের প্রয়োজনের চেয়েও বড়ো প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মীর। যাঁরা শিশুকে ভালবাসতে জানেন, তাদের ভালবাসা পেতে জানেন—তেমন ধরণের উৎসাহী গঠনমূলক দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজ-সেবাকর্মী ছাড়া এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। ক'লকাতায় বহু শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের কর্মীগণ স্বেচ্ছায় সানন্দে এই কর্তব্যভার গ্রহণ করবেন।

পৌরপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশু-গ্রন্থাগার স্থাপন করে সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে তাদের পরিচালনা করবার পরিকল্পনা পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে রয়েছে। কিন্তু যে পরিবেশের প্রতি শিশুদের প্রাণের টান নেই সেখানে গ্রন্থাগার স্থাপন করলে তার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পরন্তু কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যথাযথ প্রতিনিধিত্বমূলক একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে তার হাতে এই উদ্যান-গ্রন্থাগার পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব তুলে দিলে সুফল পাওয়া যাবেই যাবে।

এ কাজ অনতিবিলম্বেই হাতে নিতে হবে। তা' না হলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ – যে কোনও মানের শিক্ষা পরিকল্পনা যত নিখুঁত করেই গড়া যাকনা কেন—আজ থেকে দশ বছর পরেও আজিকার বেদনাদায়ক পরিস্থিতি পুনরনুষ্ঠিত হবে ; - হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় অকৃতকার্যতায় গ্লানি অভিভাবকগণের গভীর মনোবেদনার কারণ হয়ে থাকবে।

সাময়িক সমস্যা

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার প্রতিদিনের ডাকেই চিঠিপত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ প্রচারপত্রিকা পাইয়া থাকে। ইহাদের অনেকগুলিই পাঠক সাধারণের কাজে লাগিতে পারে। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, কম্যুনিটি প্রোজেক্ট, বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনা, কৃষি, মৎস্যপালন, গোপালনাদি নানা বিষয়েই এইরূপ প্রচার-পত্রিকা সরকার গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পাঠাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যখনই জনসাধারণের কল্যাণে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোন বিষয়ে কোনরূপ প্রচেষ্টা অবলম্বিত হয় তখনই জনসাধারণের সহযোগিতা পাইবার উদ্দেশ্যে সরকার আপনাদের পরিকল্পনাকে সংক্ষিপ্ত প্রচার পত্রিকা মারফৎ জনসাধারণের গোচরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। গ্রন্থাগার জন-সংযোগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলিয়া এই সমস্ত পত্রিকা সহজেই গ্রন্থাগারে প্রেরিত হয়।

কখনও কখনও সাময়িক প্রয়োজনেও প্রচার-পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। গত যুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে নানা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। নূতন কোন রোগ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিলে, চিকিৎসকেরা তাহা প্রতিরোধের কোন উপায়ের সন্ধান পাইলে অবিলম্বে পুস্তিকার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া যে সমস্ত গ্রন্থাগার গবেষণায় সাহায্য করিয়া থাকে, তাহাকে অহরহঃ পুস্তিকা ও পত্র সংগ্রহ করিতে হয়। কোন আবিষ্কার বা তত্ত্ব পুস্তকের

আকারে প্রকাশিত করিতে বিলম্ব হয় বলিয়া গবেষণা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা-গুলিতে সেইগুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত পত্রিকা প্রকাশনের ব্যবস্থাও অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে গবেষক তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্বটিকে সংক্ষিপ্ত ভাবে নিজেই পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করিয়া থাকেন। গবেষণায় সাহায্য করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে এই জাতীয় পত্রিকা আপন প্রয়োজনেই সংগ্রহ করিতে হয়।

এই সমস্ত পত্রিকাগুলি গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ ও ব্যবহার্য্য করিয়া তোলা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সহজ নয়। প্রথমতঃ প্রতিদিন রাশীকৃত আকারে প্রাপ্ত এই সব পত্র-পত্রিকাকে গ্রন্থাগারের Accession Register-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া তোলা বিশেষ শ্রমসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ যে সব বিষয়ে এইরূপ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইল, সেইগুলির যদি স্থায়ী আকর্ষণ থাকে তবে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক সেই সব বিষয়ে বিস্তৃততর সুলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবেই, এবং ঐ পত্র পত্রিকার আর কোনরূপ প্রয়োজন থাকিবে না। যদি ঐ সব বিষয়ের গুরুত্ব বা আকর্ষণ একান্তই সাময়িক হয়, তাহা হইলেও কিছুকাল বাদে ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকা পাঠকদের ব্যবহারে আসিবে না। তখন সেগুলিকে নিষ্কাশিত (weeded out) করিতে পারিলেই গ্রন্থাগারিক স্বস্তি পাইবেন। এই জন্য যেগুলির গুরুত্ব মাত্র সাময়িক সেইগুলিকে চিরস্থায়ী নথির অন্তর্ভুক্ত করিতে কোন গ্রন্থাগারিকই আগ্রহ বোধ করেন না।

গ্রন্থাগারের পরিগ্রহণ বহির (Accession Register) অন্তর্ভুক্ত করিতে না চাহিলেও এইসব সাময়িক পত্রিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক অনবহিত নহেন। বস্তুতঃ সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ মানুষের অতি স্বাভাবিক। তাই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা দিনের পর দিন সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ থাকে। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারকে মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে হইলে তাহাতে প্রাপ্ত সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত সমস্ত পত্র পত্রিকাকে সংরক্ষণ ও ব্যবহার্য করিয়া তুলিতে ত' হইবেই তাহা ছাড়া সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভার বিবরণ হইতে কিংবা অন্য যেখান হইতে সম্ভব সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। ইহাদের গুরুত্ব চিরস্থায়ী নহে সত্য কিন্তু ইহাদের সাময়িক গুরুত্ব অসাধারণ। তাই গ্রন্থাগারিক ইহাদের চিরকাল বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন না, কিন্তু প্রয়োজন-কাল পর্যন্ত রক্ষা করিতে যত্নবান থাকেন।

অথচ সাময়িক সমস্যার আলোচনাময় বিষয়গুলি কত সহজে হারাইয়া যায়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনের স্তূপের মধ্যে পড়িয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত কাঠামোটি হারাইয়া গেল—তাহার পর বৎসরান্তে অপ্রয়োজনীয় কাগজের সহিত মিশিয়া বিক্রীত হইয়া গেল, পাঠক সাধারণের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির কোনরূপ সহায়তা না করিয়া পত্রটি বিলুপ্ত হইল। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাবের কাঠামোটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল—অথচ নজর করিয়া তাহা কাটিয়া রাখা হইল না। ফলে কয়েকদিন বাদে প্রয়োজনের সময় কোন পত্রিকায় উহা কবে প্রকাশিত হইয়াছিল মনে রহিল না, পাঠক উহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইল। অথচ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিষয়ক প্রস্তাবটির গুরুত্ব অর্থনীতিবিদ্‌দের পক্ষে সময় বিশেষের জন্য অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সময়মত ইহা খুঁজিয়া না পাইলে গ্রন্থাগারের দুর্নামের অবধি থাকে না। তাই এই সব পলায়ন প্রবণ পাঠ্যগুলির (fugitive materials) বিষয়ে গ্রন্থাগারিককে আরও বেশী সজাগ হইতে হয়।

দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারে এইগুলির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহার সূত্র সন্ধান বিভাগে (Reference Section) সাময়িক সমস্যাপূর্ণ সমস্ত পত্র পত্রিকাকে বিষয় হিসাবে ভাগ করিয়া গডরেজের বড় টানায় vertical fileএর মধ্যে রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকটি সাময়িক সমস্যার শিরোনাম (heading) দিয়া এক একটি file প্রস্তুত করা হইয়াছে। মুদ্রিত পত্র পুস্তক যতদূর পাওয়া গিয়াছে এই সমস্ত শিরোনামের অন্তর্গত নথির (file) মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যেখানে স্বতন্ত্র মুদ্রিত পত্র পুস্তক পাওয়া যায় নাই, সেখানে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা কাটিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত আলোচনা সভার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে এই সমস্ত নথি পরিপূর্ণ করিয়া রাখা হয়। এইরূপে দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারে সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বৈকল্পিক পাঠ্যবস্তু সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা গ্রন্থাগারিকগণ অহরহঃ অনুভব করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় সাময়িক সমস্যা বিষয়ক পাঠ্যের দিকে নজর দেওয়া আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিক-গণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ যে জাতীয় পাঠ্যবস্তুর বিষয়ে আমরা আলোচনা করিতেছি ইহাদের গুরুত্ব সর্বদেশের গ্রন্থাগারের পক্ষেই সমধিক। কেননা সর্বত্রই মানুষের সাময়িক সমস্যা বিষয়ক প্রথম জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল নিবৃত্তির প্রথম উপায় হইতেছে এই সমস্ত পুস্তিকা বা প্রচার পত্র।

সাময়িক সমস্যা বিষয়ক পত্র-পুস্তিকা সংগ্রহ করিবার জন্য গ্রন্থাগারিককে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি লইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যতীত সাময়িক পত্রিকা নিষ্কাশন করাও গ্রন্থাগারের পক্ষে কম সমস্যা নয়। দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারের মত শীর্ষকেন্দ্রিক নথির (vertical file) মধ্যে করিয়া যদি আমরা সাময়িক পত্র পুস্তিকাকে সংরক্ষণ করি, তাহা হইলে নথিগুলি অপসারণের প্রয়োজন আরও দ্রুত হইবে। কেননা, সাময়িক সমস্যাগুলি পরিবর্তনশীল। আজ যে সমস্যা প্রধান হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে কয়েকদিন পশ্চাতে তাহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইতে পারে। নূতন সমস্যা অধিকতর গুরুত্ব লইয়া সেদিন উপস্থিত হইবে। তাই আমাদের নথিগুলির শিরোনাম পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনশীল হইতে বাধ্য। সুতরাং যেমন সংগ্রহের দিকে আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে, তেমনই অপসারণের দিকেও আমাদের প্রখর দৃষ্টি দিতে হইবে, নচেৎ নূতন নূতন পত্র পুস্তিকাকে আমরা ব্যবহার অবস্থায় পাঠকের জন্য সংরক্ষণ করিতেই পারিব না।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে অনেকটা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত পত্র পুস্তিকা দুই কারণে অপসারিত হইতে পারে—(১) যখন ঐ সমস্ত সমস্যার গুরুত্ব অন্তর্হিত হয় এবং (২) যখন ঐ সব বিষয়ে প্রামাণ্য সর্বজন ব্যবহার্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত পত্র পুস্তিকাগুলিকে তাহার সমস্ত নথির সহিত স্থানান্তরিত করিতে হইবে। যদি গ্রন্থাগার এইগুলিকে পরেও রাখিতে চেষ্টা করে তবে ঐগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। এক্ষণে ঐগুলিকে শীর্ষকেন্দ্রিকভাবে (vertically) সাজাইবার প্রয়োজন না থাকাতে ঐগুলির অধিক স্থান পূরণের আশঙ্কা থাকিবে না। অবশ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিবেচনানুসারে ঐগুলিকে একেবারে অপসারিত করাও চলিতে পারে।

পরিষদ কথা

গ্রন্থ নির্বাচন

কোনও গ্রন্থাগারে প্রাথমিক যে বাংলা গ্রন্থ সংগ্রহ থাকা বিধেয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থ নির্বাচন সমিতি তার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সক্রিয় নির্দেশক্রমে তালিকাটি সঙ্কলন করা হয়েছে। বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকগণের নিকট হতেও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। যে সব গ্রন্থ বর্তমানে সংগ্রহ করা সম্ভব কেবলমাত্র সেগুলিকেই তালিকাভুক্ত করা এবং প্রতি গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক ও মূল্য উল্লিখিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসারে তালিকাটি শীঘ্রই মুদ্রিত হবে। পরে এ সম্পর্কে সদস্যগণের মতামত ও পরামর্শ সমিতি সাদরে বিবেচনা করবেন। বর্তমানে চৌদ্দশ' বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

পশ্চিম বঙ্গের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী পূর্ব প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা প্রকাশ করে উঠতে পারিনি। অপর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী ও অর্থের অসংকুলানতা প্রভৃতি অসুবিধা ছাড়াও বিলম্বের অন্যতম কারণ হোল যে বহু গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত ফর্ম যথা সময়ে পূরণ করে পাঠান নি। তাঁদের স্মারকপত্র পাঠানো হয় এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রতি থানার অন্তর্গত কোন একটি সুপরিচিত গ্রন্থাগারকে তাঁদের স্বীয় অঞ্চলের কোন গ্রন্থাগারের নাম ভুলক্রমে সংযোজিত হয়ে থাকলে কিংবা বাদ গিয়ে থাকলে, তা' সংশোধনের জন্যে একটি করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রাপ্ত নামের তালিকা পাঠানো হয়। উক্ত থানা গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশের নিকট হতে যথাযথ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ডাইরেক্টরী সংকলনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

মাত্র সাত গোছের হিসেবে ডাইরেক্টরী তাড়াহুড়ো করে ছেপে ফেলাটা পরিষদের Publication Committee সঙ্গত মনে করেন নি। তথ্যবহুল বিবরণ সহ ডাইরেক্টরীটিকে যথাসম্ভব নির্ভুল ও সম্পূর্ণ করাটাই কাম্য। তাতে অমূল্য শ্রম ও ব্যয়বহুল প্রকাশন সার্থকতা লাভ করবে। সংকলন কাজ শীঘ্রই শেষ হবে আশা করা যাচ্ছে। পরিষদের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী সমস্যাটি উপলব্ধি করবেন ও এ অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে মার্জনা করবেন এ আমাদের স্থির বিশ্বাস।

গ্রন্থাগার-সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ :

ওড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ ওড়াপ ॥ হুগলী।

গত ১৭ই জুন অপরাহ্নে রমণীকান্ত বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণে ওড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগারের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব, বিশেষ সাফল্যমণ্ডিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-শিক্ষা অধিকারের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং প্রধান-অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। রমণীকান্ত বিদ্যায়তনের প্রধান-শিক্ষক শ্রীরমেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় সম্মানিত অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় পাঠাগারের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পাঠাগারের সাধারণ ও কিশোর বিভাগের মোট সদস্য-সংখ্যা ১৭১ জন, মোট পুস্তক-সংখ্যা ১১৬৬ এবং বার্ষিক আয় মোট ২৪৪, টাকা। সভাপতি ও প্রধান-অতিথির মনোজ্ঞ ভাষণ এবং পাঠাগার পরিচালনায় স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মন্তব্য উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ ও কর্মীগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কলিকাতার সুপরিচিত গীত-শিল্পী শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী শোভনা মিত্রের কয়েকটি গান এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নৃত্য-গীত উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল। শ্রীশম্ভু ভট্টাচার্যের 'বাগার' ও কুমারী স্নিগ্ধা মজুমদারের 'তেলের শিশি' নৃত্যানুষ্ঠান বিমুগ্ধ দর্শক-বৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান।

গত ৬ই জুন ডাঃ শ্রীনটবর দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। তদুপলক্ষে সকাল ৭টায় শোভাযাত্রা সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ, বৈকাল ৫টায় জনসভায় লাইব্রেরী সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীরাধারমণ দত্ত বিবৃতি পাঠ করেন। শ্রীনারায়ণচন্দ্র আচার্য ও শ্রীসাতকড়ি সরকার লাইব্রেরীর কার্যের

প্রশংসা করে লাইব্রেরীর উপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যা ৭টায়, আবৃত্তি সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি বিচিত্রানুষ্ঠানের পর ডাঃ শ্রীকৃষ্ণপদ দাস মহাশয়ের লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে রচিত "দূরে সরে আছে যারা" নামক একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়। এই উপলক্ষে ৬ই হইতে ৮ই জুন USIS কর্তৃক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রন্থাগার খেলাধূলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার ॥ বৈঁচিগ্রাম ॥ হুগলী।

হুগলী জেলার প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার অন্যতম। নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এসে গ্রন্থাগারটি ইদানিং প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলাবোর্ডের অর্থ সাহায্য ছাড়া বিভিন্ন মহানুভব ব্যক্তি ও গ্রামবাসীদের নিকট হতে গ্রন্থাগার নানাবিধ সাহায্য পেয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ-কল্পে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ ও তহবিল খোলা হয়েছে। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীনকুলচন্দ্র দাঁ, গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি একনিষ্ঠ কর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। গ্রন্থাগারে নানাবিধ লোকপ্রিয় অনুষ্ঠান ও একটি স্বতন্ত্র শিশু বিভাগ পরিচালিত হয়।

মনোহরপুর পল্লীমঙ্গল পাঠাগার ॥ ডানকুনী ॥ হুগলী

মনোহরপুর পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের সম্প্রতি নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে। রামকৃষ্ণবাটী নিবাসী শ্রীপরেশ ঘোষ ও শ্রীজৈনের মহানুভবতা তার জন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। পাঠাগারটির ক্রমোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রধান উৎস পল্লীবাসীর আগ্রহ ও উৎসাহ এবং পাঠাগারটি পল্লীর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। পাঠাগারটির উন্নতি বিধানে রাজ্য সরকার সাহায্য করছেন।

গোবিন্দকাটী সাধারণ পাঠাগার ॥ শ্রীধরকাটী ॥ চব্বিশ পরগণা

গত ২রা জুলাই পাঠাগারের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন সম্পাদক শ্রীগোবিন্দপদ মণ্ডল। বিবরণীতে তিনি উল্লেখ করেন যে গতবারে পাঠাগার থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক পুস্তক গ্রহণকারী তিনজন সদস্যকে তিনখানি পুস্তক পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত হওয়ার কথাও তিনি জানান।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী ॥ ১৭।১।২ মনসাতলা লেন ॥ কলিকাতা।

গত ২৯শে এপ্রিল কবিতীর্থ বিদিরপুরের মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর ৩১তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসচিব শ্রীঅতীন্দ্রিয় বসু কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন। লাইব্রেরীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। লাইব্রেরীর নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে মধুসূদন জন্মবার্ষিকী, মধু সাহিত্য সভা ও বেথুন সাহেবের সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতি তর্পণ করা হয়। মধু মিলন উপলক্ষ্য আহূত রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে মধুমিলন পত্রিকায় সঙ্কলিত করা হয়। লাইব্রেরী ভবনের কয়েকটি অসমাপ্ত কাজ আলোচ্য বৎসরে সম্পূর্ণ করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বহুবিধ সাহায্য ও নিরলস কর্মীদের উদ্যম গ্রন্থাগারটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্গঠন

দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাব রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চরম শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়, ভাল নাম করা গ্রন্থাগার ত দূরের কথা মোটামুটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে তেমন কিছু ছিল না। থাকার মধ্যে যা ছিল তা হোল সরকারী কয়েকটি দপ্তরের গ্রন্থাগার নয়ত পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালনাধীন বিক্ষিপ্ত গুটিকতক গ্রন্থাগার বা পাঠকক্ষ। আর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিভাগ কিংবা কোনও কোনও স্থানে গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রন্থাগার। অবস্থার মোড় ফিরল ১৯৫০ সালে। রাজ্য সরকার এক কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করলেন। পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রতিনিধি ও সরকারী ও বেসরকারী মোট ছ' জনকে সংস্থার সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের কাজও বহুদূর এগিয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংস্থা প্রথমেই নজর দিলেন গৃহ সমস্যার প্রতি। বিশেষ দৃষ্টি রাখলেন বাড়ীগুলো সাদাসিধে ধাচের হলেও যাতে আলো-হাওয়াযুক্ত, মনোরম ও সুবিধাজনক হয়। ৮২টি গ্রন্থাগারকে ফটো, ছবি, ভাস্কর্য সামগ্রী দেওয়া হোল আর ৪০টি গ্রন্থাগারকে আসবাবপত্র সাহায্য করা হোল। এছাড়া কেন্দ্র হতে উপযোগী গ্রন্থ নির্বাচনের কাজেও হাত দেওয়া হতে থাকে ; শিশু ও

মহিলাদের উপযোগী গ্রন্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রকাশকগণও ক্রমে এগিয়ে এলেন—নিজ নিজ প্রকাশিত গ্রন্থগুলি তাঁরা সস্তায় গ্রন্থাগারগুলিতে সরবরাহ করেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার সুপারিশে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এক গ্রন্থাগারিক বৃত্তি-শিক্ষণ কোর্স খুলেছেন। গ্রন্থ ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ও মেরামতি কাজের জন্যে রাজ্য সরকার নিয়মিত অর্থ সাহায্য করছেন। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁদের বার্ষিক বাজেটে গ্রন্থাগার বরাদ্দের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুরগাঁও জেলার গ্রন্থাগার সংসদের কার্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তার ও উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত আসবাব-পত্রের খাতে প্রারম্ভিক ১৬০৲ এবং বার্ষিক ৬০৲ কিংবা একখানি করে দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার ব্যয় বহনে রাজি থাকলে সংসদ তাদের অর্থ সাহায্য করেন। সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টায় সহরগুলিতে ১৬১টি গ্রন্থাগার গড়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের প্রতিও যথাযথ নজর দেওয়া হয়েছে। গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি Community centre এর অনুরূপ করা হয়েছে—অর্থাৎ যেখানে গ্রামবাসীরা পঠন-পাঠন ছাড়াও আলাপ-আলোচনা, রেডিও, সিনেমা ও বক্তৃতাদির সুযোগ পেয়ে থাকেন। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর 'Young Farmers' Club Library' গঠন করেছেন বিভিন্ন অঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যে মোট গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে ৬২৫টি। সেগুলির পরিবেশ সাদাসিধে ধরণের কিন্তু চিত্রাদি ও আসবাবপত্রে গ্রন্থাগারগুলি যথেষ্ট সুসজ্জিত।

রাজধানী চণ্ডীগড় সহরে রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করে ২৬,৭৪৩টি পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।

হায়দ্রাবাদ গ্রন্থালয় সঙ্ঘ

মাস কয়েক আগে হায়দ্রাবাদ গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। হায়দ্রাবাদ গ্রন্থালয় সঙ্ঘ পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করেছে। এর শাখা সেকেন্দ্রাবাদ গ্রন্থালয় সঙ্ঘ। রাজ্যব্যাপী সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সঙ্ঘ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সর্বত্র অবহেলিত শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি সঙ্ঘ বিশেষ সচেষ্ট হয়েছে। অন্যান্য কার্যাদির মধ্যে সঙ্ঘ কর্তৃক একটি ত্রিমাসকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরিচালনা, হিন্দিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনা ও 'গ্রন্থালয়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ বিধান সভায় রাজ্য গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কিত বিল উত্থাপিত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের খবর :

বর্মা।

যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি বহু বিপর্যয়ে বর্মার সাংস্কৃতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অতীব আশার কথা এই যে বর্মার বর্তমান সরকার এক সুপরিকল্পিত সর্বমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। বহুমুখী পরিকল্পনাটিতে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার, একটি মিউজিয়াম ও একটি নৃত্য-গীত-কলা শিক্ষালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থান নির্বাচন হয়েছে রেঙ্গুন সহরের নিকটেই। পরিকল্পনাটি প্রথমাবস্থায় রূপায়িত হয় ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের প্রত্যক্ষ পরামর্শ অনুযায়ী। সেজন্যে তাঁকে সেখানে বছর দুয়েক থাকতে হয়। ডক্টর রায়ের সহযোগিতায় রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের এক ব্যবস্থা হয়েছে। বর্মার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তথা দেশের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন কার্যে ইউনেস্কো নানাভাবে সহায়তা করছে।

পাকিস্তান

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে গেলে একরকম সুরু থেকেই গড়ে তুলতে হয়, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে অবশ্য ভাল ও বড় গ্রন্থাগার কম ছিল না। করাচীতে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন জনাব এস, ভি, বিলায়েত হোসেন। গ্রন্থ সংগ্রহ গত বছরের হিসেব অনুযায়ী বিশ হাজারের মত। বেশীর ভাগ গ্রন্থই হয় উর্দু নয়ত ইংরিজি ভাষায়। পার্লামেন্ট ও সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি সরকারী কয়েকটি গ্রন্থাগার সবিশেষ উন্নত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে একটি স্বতন্ত্র পদের (Officer on special duties for Library Development) সৃষ্টি করা হয়েছে, বর্তমানে পাকিস্তানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান বাধা গৃহ

সমস্যা। দেশব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে National Library Directorateএর এক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা অল্প হলেও তাঁদের উৎসাহে করাচী গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয়েছে। তাঁদেরই উদ্যোগে নিখরচায় বৃত্তি শিক্ষণের ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। বার্মিংহাম গ্রন্থাগারের প্রধান সহ-গ্রন্থাগারিক মিঃ এস, এম, শার্পকে পরামর্শদানের জন্যে করাচীতে পাঠানো হয়েছে। 'INSDOC'-এর প্রাক্তন অনুবাদ বিশারদ মিঃ এ, এল, গার্ডনার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংসদের কাজে বর্তমানে করাচীতে নিযুক্ত হয়েছেন।

সিংহল

সিংহলের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইদানিং যা কিছু খবরাদি পাওয়া যায় তার মধ্যে ইউনেস্কো ও সিংহল সরকারের যুক্ত উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যক্রম সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। হাজার খানেক বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এক একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা সিংহলের গ্রামাঞ্চলে নগণ্য। কাজেই নিছক গ্রন্থকেন্দ্রীক গ্রন্থাগারের সার্থকতা সে সব ক্ষেত্রে না থাকাই স্বাভাবিক। সেজন্যে আটটি ভাগে বিস্তৃত পরিকল্পনাটিকে সমাজ শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হোল কোন কারণে পেছিয়ে পড়া মানব সমাজকে আজকের দিনে এগিয়ে আনা। পুস্তক সরবরাহের পদ্ধতিটি হোল, একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে পঞ্চাশটি ইউনিটে ছোট ছোট বাক্স ভরে বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। সমাজ শিক্ষার নানামুখী কর্মসূচী ছাড়া শিশু ও সদ্যঃসাক্ষরদের জন্যে গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনে ইংরিজি প্রভৃতি ভাষা হতে তামিল, সিংহলী ভাষায় অনুবাদও করা হয়। সুসংবদ্ধ সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ ক্রমে দূর দূরান্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

——

বিবিধ বার্তা

কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরী

জানা গেল ক'লকাতায় শীঘ্রই নাকি এক মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কথা অবিশ্যি বহু দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে এবং তার জন্যে হাজার পঞ্চাশেক টাকাও বরাদ্দ হয়েছে। মধ্য ক'লকাতায় কোনও এক জায়গায় অবস্থিত হবার কথা স্থির হয়েছে। তবে বাড়ী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে বিশদ খবর পাওয়া না গেলেও একথা জানা গেছে যে লোকের উৎসাহ ও গ্রন্থাগারটির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশাল কলিকাতা মহানগরীতে পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা তেমন নেই। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্তৃপক্ষ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের বসতে দেবারই পর্যন্ত জায়গা পাচ্ছেন না। সাধারণ পঠনপাঠনের জন্যে না হলেও জাতীয় গ্রন্থাগারের উপরও ইদানিং চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ক'লকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ সত্বর এ ব্যাপারে সচেষ্ট না হলে নাগরিকদের এ সমস্যার সমাধান হবে না।

গ্রন্থাবরণ প্রদর্শনী

গত এপ্রিল মাসের ২৭শে তারিখে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে এক আন্তর্জাতিক গ্রন্থাবরণ (Book Jacket) প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় উপশিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর কে, এল, শ্রীমালী উদ্বোধন ভাষণে বলেন যে এ প্রদর্শনী থেকে ভারতীয় প্রকাশকগণ চিত্তাকর্ষক ও মনোরম গ্রন্থাবরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থাবরণের বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যে ভারতীয় বিভাগটি নিতান্তই নৈরাশ্যজনক প্রতিপন্ন হয়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সুন্দর গ্রন্থাবরণগুলির তুলনায় এদেশীয় গ্রন্থাবরণগুলি বড়ই ম্লান দেখায়। অন্যান্য দেশের মত ভারতীয় প্রকাশকগণ এবিষয়ে সচেষ্ট হবেন আশা করা যায়। প্রদর্শনীটির ভারতের বিভিন্ন শহরে পরিভ্রমণকালে সকলের পক্ষে এটি দেখা ও এ বিষয়ে সচেতন হবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশন কার্যে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এক জাতীয় গ্রন্থ সংস্থা (National Book Trust) গঠিত করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এই সংস্থাটির জন্যে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় Classic গ্রন্থাদি প্রকাশন ও বিশ্বের অন্যান্য ভাষা থেকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করার ব্যবস্থাও থাকবে।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবসের তারিখ পরিবর্তন

গত ২৩শে জুলাই (১৯৫) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম-পরিষদের (council) এক সভায় গ্রন্থাগার দিবস পালনের তারিখ নির্ধারণ সম্বন্ধে এক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অতঃপর ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। সভায় আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২০শে ডিসেম্বর তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন ক'রবেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ২০শে ডিসেম্বর অথবা ২০শে ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে এক সপ্তাহের মধ্যে সুবিধামত যে কোন দিন 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন ক'রতে পারবেন। পরিষদের এই সিদ্ধান্তের সূত্রে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের সূচনা, উদ্দেশ্য ও তারিখ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলার জনচিত্তে ব্যাপকতরভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার এবং সংগঠিত-গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট কর্মী, পাঠক ও গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন ও উদ্দেশ্যের একত্ববোধ জাগ্রত রাখার উপায় অবলম্বনের কথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম সংসদের সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তা করছিলেন। প্রতি বৎসর কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে বাংলাদেশের সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভব কিনা সংসদ সদস্যদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি নির্দিষ্ট দিনকে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত পরিষদের কর্ম সংসদ (Executive Committee) গ্রহণ করেন। কর্ম সংসদের ১১ই জুলাই (১৯৫৩ খৃঃ) তারিখের অধিবেশনে, ১৯শে আগষ্ট তারিখটিকে 'গ্রন্থাগার দিবস' ব'লে ধার্য করা হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চলতি গঠনতন্ত্রটি পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় ব'লে এই দিনটিকে পরিষদের জন্মদিবস ব'লে ধ'রে নিয়ে ১৯শে আগষ্ট গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। তা' ছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় তৎকালীন অবস্থা বিচারে আগষ্ট

মাসের কোন উপযুক্ত দিনে গ্রন্থাগার দিবস পালন করার প্রয়োজন পরিষদের তৎকালীন কর্ম সংসদ অনুভব ক'রছিলেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট পরিষদ কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় এবং পরিষদের কর্ম সংসদের অনুরোধে গ্রন্থাগার সমূহ পশ্চিম বংগের সর্বত্র ঐ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালন করেন। কর্ম সংসদের সিদ্ধান্ত মত গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিম বাংলার সর্বত্র অনুষ্ঠিত সভায় পুস্তক-পত্রিকার উপর থার্ড বিক্রয়কর রহিতের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় যথারীতি 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাগার দিবসে পশ্চিম বংগের সর্বত্র অনুষ্ঠিত সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা'তে সরকারকে এই অনুরোধ জানান হয় যে গ্রন্থাগারকে দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে স্বীকার ক'রে নিয়ে সরকার যেন জনমতের ভিত্তিতে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধ ক'রে সমগ্র দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও ব্যাপক ক'রবার এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করেন। ইহা ভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানান হয় যে তাঁরা অবিলম্বে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক ও বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে উপযুক্ত উপদেষ্টা সভা গঠন ক'রে এবং প্রয়োজনীয় সুচিন্তিত আইনাদি প্রণয়ন ক'রে যা'তে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ক'রে তোলা যায় তার জন্য যেন তাঁরা অবহিত হন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় পশ্চিম বংগ সরকারকে অভিনন্দন জানান হয় এবং রাজ্যের সমগ্র শক্তিকে এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে নিয়োজিত করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পরিষদের কর্ম সংসদ ১৯শে আগষ্ট তারিখটি গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য নির্ধারণ করলেও কর্ম সংসদের কোন কোন সদস্য ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি ঐ উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা ক'রে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁরা ১৯শে আগষ্টকেই সাময়িকভাবে 'গ্রন্থাগার' দিবস হিসেবে মেনে নিতে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। অবস্থার পরিবর্তনে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বর্তমান কর্ম সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কর্ম সংসদ ২০শে ডিসেম্বরকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে নির্ধারণ করার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করেন। কিন্তু ইতিপূর্বে তিনবার ১৯শে আগষ্ট তারিখটিকে গ্রন্থাগার

দিবস হিসেবে পালন করা হ'য়েছে ব'লে বিষয়টি কর্ম পরিষদের (Council) সিদ্ধান্তের জন্য পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। কর্ম পরিষদে সমস্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে অতঃপর ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯শে অক্টোবরের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বরকে কেন 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে নির্দিষ্ট করা হ'ল ?

বাংলা দেশের নানা স্থানে ছোট বড় নানা ধরণের অনেক গ্রন্থাগার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হ'লেও সংঘবদ্ধভাবে সমগ্র প্রদেশের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচেষ্টা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের পূর্বে বিশেষ কিছু হয়নি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারতের বেলগাঁও সহরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের জনৈক প্রতিনিধি কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে একটি ক'রে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশকে কাজে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ক'লকাতার আলবার্ট ইনষ্টিটিউট ভবনে (Albert Institute Hall) ক'লকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী নামে পরিচিত) গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত জে, এ, চ্যাপম্যান (Mr. J. A, Chapman) মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিদের এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদ (All Bengal Library Association) নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির প্রথম সভাপতি। এই সম্মেলন দিবসে (২০শে ডিসেম্বর) বাংলাদেশে সংঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের প্রথম প্রয়াস সুরু হয়। এই দিনে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনের জন্য বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার সমিতি বা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এই তারিখটির গুরুত্ব অপরিসীম ; আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের পথে প্রতি পদক্ষেপে এই তারিখটি আমাদের সকলের পক্ষে স্মরণীয়।

সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে পশ্চিম বংগের সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালন ক'রে আসছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই পরিষদ পশ্চিম বংগে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান ও প্রথম প্রবর্তক। সে হিসেবে এর জন্মদিন পশ্চিম বংগের গ্রন্থাগারানুরাগী সকলের

পক্ষেই একটা উল্লেখযোগ্য দিন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জন্যেই ১৯শে আগষ্টকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন ব'লে ধ'রে নিয়ে, সেই দিনকে উপলক্ষ্য ক'রে গত তিন বৎসর যাবৎ সমগ্র পশ্চিম বংগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের চিন্তা ও কর্মধারাকে একসূত্রে গেঁথে তা'কে শক্তিশালী করার চেষ্টা চ'লে আসছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাবে ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মদিন ব'লে গণ্য করা সংগত। সে ক্ষেত্রে ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিকে গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করাই যুক্তিসংগত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আসলে এই নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদেরই যে রূপান্তরমাত্র পরিষদের পুরাতন নথিপত্র দুষ্টে তা' সহজেই বোঝা যায়। নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রতিষ্ঠিত হবার পর কখন বিশেষ সক্রিয় এবং কখন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে অবস্থান ক'রতে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার সমূহের তদানীন্তন কিউরেটর শ্রীযুক্ত নিউটন মোহন দত্তের সভাপতিত্বে তৃতীয় নিখিল বংগ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের অব্যবহিত পরে কলকাতায় এক সভায় মৃতকল্প নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠিত ক'রে বংগদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে অধিকতর জনপ্রিয় করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ক'লকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Indian Library Association) গঠিত হয়। এই সম্মেলনের পরে ক'লকাতায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক সভায় বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়কে সভাপতি নির্বাচন ক'রে এক অস্থায়ী সংসদ গঠিত হয় এবং পুনর্গঠিত পরিষদের নাম Bengal Library Association (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) রাখা হবে ব'লে স্থির হয়। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রমুখ নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তা কর্মধার প্রায় সকলেই এই অস্থায়ী সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রিত কার্য বিবরণী পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠিত ক'রেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নাম গ্রহণ হ'য়েছে। কার্যত: ইতিপূর্বে Bengal Library Association (নিখিল

বংগ গ্রন্থাগার পরিষদের) নাম আরও একবার পরিবর্তন ক'রে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ (ওরফে All Bengal Library Association) নাম ধারণ করা হ'য়েছিল। উল্লিখিত কার্য বিবরণীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ত সংশোধিত গঠনতন্ত্র (revised constitution) প্রণয়নের কথাও উল্লেখ করা হ'য়েছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত পরিষদের মুদ্রিত কার্য বিবরণীতে, '১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরিষদের পুনর্গঠনের পর থেকে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার আন্দোলন নতুন প্রেরণা লাভ ক'রেছে ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে এবং গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠন করার জন্তে যে অস্থায়ী সংসদ গঠিত হ'য়েছিল সে সংসদ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট পর্যন্ত বহাল ছিল ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সভায় পরিষদের গঠনতন্ত্র ও উপবিধি (constitution and bye-laws) গৃহীত হয় এবং নতুন কর্ম পরিষদ (council) নির্বাচিত হয় ব'লে ঐ বিবরণীতে বলা হয়েছে। পরের কয়েক বৎসরের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরিষদের পুনর্গঠনের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হ'য়েছে। কাজেই বর্তমানের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে All Bengal Library Association (নিখিল বংগ গ্রন্থাগার পরিষদ) অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ নতুন সংস্করণ মাত্র এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই যদি হয় তা' হ'লে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখকেই এই পরিষদের জন্ম তারিখ হিসেবে গণ্য করা সংগত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উৎপত্তি কাল ব'লে ধ'রে নিলে ভারতবর্ষে জনসাধারণের প্রচেষ্টায় গঠিত গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের মধ্যে যেগুলি বর্তমান আছে তা'দের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারেন। এ দাবী অযৌক্তিক নয়—ঐতিহাসিক সত্য। এই ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বরকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম দিবস হিসেবে স্বীকার করাই সংগত কাজ।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশে সংঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হওয়ায় এবং ঐ আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ঐ তারিখে জন্মলাভ করায় ২০শে ডিসেম্বর তারিখকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত ক'রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম পরিষদ সংগত কাজই ক'রেছেন।

(প্রবোধচন্দ্র বসু)

জন্ম : ৭ই অক্টোবর, ১৮৭৭ মৃত্যু : ৭ই আগস্ট, ১৯৫৭

মনীষী হরেন্দ্রকুমার

বিগত ৭ই শ্রাবণ আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পৃষ্ঠপোষক, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

তাঁহার সবল জীবন ও মহৎ চিন্তার আলো বাঙালীর জীবন-সন্ধ্যায় গৌরবময় একটি অধ্যায় রচনা করিয়াছে। রাষ্ট্র-সাধনা-শুচিতা ও মানবকল্যাণে আত্মদান তাঁহার জীবন-সাধনাকে উজ্জ্বল মহিমা দান করিয়াছে;—সুচরিত্র জ্ঞান ভক্ত, মানবসেবায় উৎসর্গীকৃতজীবন আমাদের সকল প্রিয় মনীষীর লোকাতীত অমর আত্মার আশীর্বাদী আমাদের পরিষদের অনাগত দিনের সকল কর্মে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিবে।

এই মহামানবের মহান্ স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রদত্ত রাজ্যপালের ভাষণ (সংক্ষেপিত)

.....সমগ্র বাংলার গ্রন্থাগার অনুরাগীরা সমবেত হয়েছেন এখানে। জাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার এক শক্তিশালী মাধ্যম। সেই মাধ্যমকে জাতি গঠনের মতো মহৎ কর্মে নিয়োজিত করতে হ'লে চাই সাহস, চাই ধীর-স্থির পদক্ষেপ। আপনারা সকলে সমন্বিত হ'য়ে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছেন এ আজ অতি আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে তা' নয়, লাইব্রেরীও পাঠককে তৈরী ক'রে তোলে। কথাটা চিন্তা করবার। পাঠকের সঙ্গে পাঠাগারের সম্পর্ক কতটুকু? কেবল কি বই আদান-প্রদান এই সম্পর্কের ভিত্তি? তা' নয়। পাঠক আসবেন বই পড়তে, তাঁর রুচিকে নানা ভাবে আমাদের পরিচালিত করে নিয়ে যেতে হবে। গ্রন্থাগার পরিচালকের দায়িত্ব ভূধার দায়িত্ব। এই বিরাট দায়িত্ব শিরোভূষণ করে পাঠককে তৈরী করে তুলতে হবে। তবেই হবে গ্রন্থাগার প্রীতির সার্থকতা।

গ্রন্থাগার যে Book Shelf এর সমষ্টি নয় এ কথা আপনাদের সম্মুখে বলার অর্থ কথাটির পুনরুক্তি করা। তবু আমি আজ এই অনুষ্ঠানে তা করব। সকল সত্য মেনে নিলেও এ কথা বলতে লজ্জা নেই যে আজও আমরা পুস্তকের সংগ্রহ ঠিক মত ক'রে উঠতে পারি না। জাতি গঠনের মন্ত্র যখন আমাদের কণ্ঠে, ব্রত যখন আমাদের শিক্ষা বিকীরণ, অর্থাৎ লক্ষ্য যখন আমাদের সকলের এক তখন পথের ভাবনা কি! গ্রন্থাগারিক গ্রন্থ-কীট না হতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থ সঞ্চয়নের সুরটি থাকবে জানা। গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের সম্পর্ক হবে বীণার বাদকের, বেসুরো বীণা বাজবে না, বাজাতেও পারবে না সাধক।

আর একটা কথা মনে পড়লো, আমাদের দেশের মত দেশে অক্ষর পরিচয় করানোর দায়িত্ব গ্রন্থাগার নিতে পারে কি না। পারে—কিন্তু কতদূর বাস্তবে সম্ভব হয়েছে আজ পর্য্যন্ত তা' গভীর ভাবে চিন্তা করবার। আনন্দের কথা আপনাদের National Government neo-literate দের জন্যে এ ব্যবস্থার প্রসার সাধন করেছেন। কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। আপনারা গ্রন্থাগার ভালবাসেন, আপনাদের অন্তরের স্নেহরসে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আজ গ্রন্থাগার পরিপুষ্ট, গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে অতি দ্রুতগতিতে। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে নিরক্ষরতার অভিশাপকে উৎপাটিত করে ফেলার মহৎ কর্তব্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এই সব মূঢ়, ম্লান মুখের ভাষা জোগাবার জন্যে কর্মীদল এগিয়ে আসুক।

এই প্রসঙ্গে সুধীজনকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার।

॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে ॥

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ
চলমান জীবন : ১ম খণ্ড
(২য় সংস্করণ)

'বেদুইন' রচিত
অপূর্ব রম্যরচনা
পথে প্রান্তরে
(২য় সংস্করণ)

মণীন্দ্র দত্ত রচিত কিশোর-রহস্যোপন্যাস
দারুমূর্তির রহস্য

॥ আমাদের অন্যান্য বই ॥

তাপসী—প্রফুল্ল রায়চৌধুরী ; দাম সাড়ে তিন টাকা। **দুরন্ত নদী**—আনা লুই ফুং ; অনুবাদক বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ; দাম সাড়ে চার টাকা। **সূর্যগ্রাস** (৩য় সংস্করণ)—সুশীল জানা ; দাম সাড়ে তিন টাকা। **রাত্রিশেষ**—(অনুবাদ উপন্যাস) : চেন-তেং-কে ; অনুবাদক রথীন্দ্র সরকার ; দাম আড়াই টাকা। **বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা**—(নদী বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গ্রন্থ) কপিল ভট্টাচার্য ; দাম চার টাকা। **From Raj to Swaraj** (Political Science)—Dr. Dhirendranath Sen ; Price Rs 16/-. **Scientific and Technical Terms In Modern Indian Languages**—Dr. Sunitikumar Chatterjee ; Price Re 1 -.

॥ কিশোর-সাহিত্য ॥

চীনের উপকথা : শ্রীজয়ন্তকুমার ; দাম আড়াই টাকা। **সোনার ফসল** (উপন্যাস) : পি. পাত্তলেঙ্কো ; অনুবাদক সরোজকুমার দত্ত ; দাম দুই টাকা। **উজালা** (রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-কাহিনী) : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; দাম দুই টাকা। **বিদেশীর চোখে প্রাচীন ভারত** (প্রাচীন বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ—জনপ্রিয় সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ভারত সরকার কর্তৃক দুইবার পুরস্কৃত) : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; দাম বারো আনা। **ভারত-বাণী** (গল্প ভারতের জীবনাদর্শ) : সুশীল জানা ; দাম বার আনা। **নীলপাখি** (রূপকথা—৩য় সংস্করণ) : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ; দাম এক টাকা। **শিশুরঞ্জন রামায়ণ** : নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ; দাম এক টাকা। **আনন্দমঠ** (সংক্ষেপিত) : সম্পাদক সুবোধ চৌধুরী ; দাম দুই টাকা। **কঙ্কাবতী** (সংক্ষেপিত) : সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ; দাম দুই টাকা।

॥ শিশু-সাহিত্য ॥

ছোটদের ছোট বই (বোবো, মিনমি, কাটুম ও বাঘমামা) : লেখক ও চিত্রশিল্পী শৈল চক্রবর্তী ; দাম এক টাকা।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাইভেট) লিমিটেড
৭২, হ্যারিসন রোড : কলিকাতা ৯

শ্রীশৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

জেনারেলের গ্রন্থ-চয়ন

—বহু প্রত্যাশিত—

মোহিতলাল মজুমদারের

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

—সদ্য প্রকাশিত—

জ্যোতির্ময়ী দেবী কৃত

আরাবল্লীর আড়ালে

রাজস্থানের একটি রাজ্যের অন্তঃপুরের কয়েকটি কাহিনী

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

—সদ্যাগত গ্রন্থাগারের উপযোগী কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ—

উপন্যাস

দেবেশ দাশের—

অর্ধেক মানবী তুমি ৩৲

মনীন্দ্রমাধব চৌধুরী—রাজনগর ৪৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের মহানগরী ৪৲

নবগোপাল দাসের—অনবগুণ্ঠিতা ৩৲

সাগর দোলায় ঢেউ ৩৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর—শৃঙ্খল ২৷৷০

শতাব্দীর অভিশাপ ২৷৷০

ঘরের ঠিকানা ২৷৷০ বন্ধনী ২৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের—

অপরাজিত গরীয়সী (তিন খণ্ড)

প্রতিখণ্ড চার টাকা।

শিশু-সাহিত্য

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিবাজী মহারাজ ১৲

মোহিতলাল মজুমদারের—রূপকথা ১৲

গল্প

জগদীশ গুপ্তের - মেঘাবৃত অশনি ২৷৷০

পরিমল গোস্বামীর

ট্রামের সেই লোকটি ২৲

প্রমথনাথ বিশীর - গালি ও গল্প ১৷৷০

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর

বুভুক্ষু মানব ২৲

নবগোপাল দাসের—তারা দুজন ১৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

মনের গহনে ২৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের—দুঃস্বপ্ন ২৷৷০

মুহূর্তের মূল্য ২৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চৈতালী ৩৲

বাস্তব ও অবাস্তব ৩৲, বর্ষায় ৩৲

ঋণ-অন্তঃপুরিকা ২৲, বসন্তে ৩৲

কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার ২৲

বিবিধ

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ,

এম-এ,পি-এইচ-ডি—শিক্ষার কথা ২৲

শ্রীমতী মুকুলিকা চট্টোপাধ্যায়ের

নার্সারী স্কুলের শিক্ষা প্রণালী ২৲

জেনারেল

প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আমাদের বিস্তারিত মূল্য তালিকার জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা ॥ আশ্বিন ১৩৬৩

সম্পাদক : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

: সূচী :

সূত্র-সন্ধান — শারিজাত রায়চৌধুরী

উদ্ধার — বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ...

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার-উন্নয়ন — চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ...

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার সংবাদ

বিবিধ বার্তা

সম্পাদকীয়

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

—আমাদের নতুন বই—

জাহ্নবী-যমুনার উৎস-সন্ধানে

॥ শ্রীঅনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

হিমালয়ের অন্তর্দেশীয় বিচিত্র বন্যপ্রাণী, পক্ষীকুল ও গোমুখ হইতে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত দুরূহতা সম্বন্ধে লেখক ইতিহাস নেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এই গ্রন্থে

গঙ্গোত্রি ভ্রমণ-কাহিনী ও মেপ-সহ নির্দেশের

অপূর্ব সমন্বয়

দাম ২ ০

মিলন-উৎসবে রোশনচৌকির সুরে নব-দম্পতিকে মাতিয়ে তুলুক

রোশনচৌকি

॥ রমাপতি বসু ॥

শ্রীঅন্নদা মুন্সীর আঁকা প্রচ্ছদপট,

দাম ২৸০

দুটি হৃদয়ের মিলনে নবজীবনের যে নব-জীবনের সূচনা, তাহাই সুর জাগিয়া ওঠে রোশনচৌকিতে তাই বাঙালীর জীবনে রোশনচৌকি চায় আনন্দ ও কল্যাণের প্রতীক।

—শীঘ্রই বেরুবে—

প্রেমের গল্প

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের স্ব-নির্বাচিত প্রেমের গল্প-সংগ্রহ। সুসজ্জিত, সুমুদ্রিত ও সচিত্র।

নব-কলেবরে রঙ্গেশচন্দ্র সম্বের

অসংক্ষিপ্ত উপন্যাস

বঙ্গবিজেতা

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের ভূমিকা-সহ।

বাঙালী কাপুরুষ—এই অপবাদ যে কত বড় মিথ্যা এই কাহিনী সেটাই প্রমাণ করে। দাম ২৸০

—আমাদের অন্যান্য বই—

॥ উপন্যাস ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাধীন প্রেম ৩৲

দীপক চৌধুরী

পাতালে এক ঋতু (১ম) ৫৲

বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্রবৎ ৪৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাঁক ২৷৷০

কুমারেশ ঘোষ

ভাঙাগড়া ২৷৷০

বীরেন দাশ

সন্ধান ২৲

॥ সমালোচনা ॥

ডক্টর শচীন সেন

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় ৭৲

॥ গল্প ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাজুকলতা ২৷৷০

পরিমল গোস্বামী

মায়কে লেজে ৪৲

শিবরাম চক্রবর্তী

বহু চেনা বিষম দায়! ১৷৷০

ভূত ও অদ্ভুত ১৷৷০

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

অনির্বাণ শিখা ২৸০

দেহ রক্ষণা ২৷৷০

॥ জীবনী ॥

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভারত মহিলা ২৷৷০

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আজন্ম নদীর তীরে ১৷৷০

আমাদের "বিশ্ব সাহিত্য গ্রন্থমালা" পড়ুন

রীডার্স কর্নার ঃ ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

ফোন ৩৪-৩৬৪২ [তালিকার জন্য লিখুন]

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

সরলাবালা সরকার রচিত তথ্যমূলক প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ

'গ্রন্থের লেখিকা আদি হইতেই রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ভক্ত, শিক্ষাকার্যে লেখিকা এবং প্রচার বিভাগে অক্লান্ত কর্মিকা, সঙ্ঘ-ইতিহাসের স্রষ্টা। এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা হইতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঠিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। তাহার উপর ঘটনা-সংস্থান এবং সাক্ষ্য-উদ্ধৃতির ফলে এই বইখানিকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একখানি ছোট জ্ঞান-কোষ (এন সাইক্লোপিডিয়া) বলিয়া মনে হয়।' যদুনাথ সরকার

কয়েকটি দুর্লভ চিত্রের প্রতিলিপি সংযোজিত। দাম সাড়ে চার টাকা।

পৃথিবীর ইতিহাস

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র

'পৃথিবীর ইতিহাস মানব-সভ্যতার ইতিহাস। সে-ইতিহাস এমন সম্প্রদায় অথচ এত সংক্ষেপে এবং সহজ সরলতায় বাংলা ভাষায় বলবার চেষ্টা এর আগে কখনও হয় নি। ·····এই গ্রন্থ আমাদের দৃশ্যের পরিচয় বহন করছে, এবং সে-পরিচয় বুদ্ধির মুক্তির সহায়ক।'

—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

পাতায় পাতায় ছবি। প্রথম খণ্ড। দাম আট টাকা

দেবতাত্মা হিমালয়

শ্রীজওয়াহরলাল নেহরুর ভূমিকা সম্বলিত

প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি

১ম খণ্ড। ৬ষ্ঠ সং। সাত টাকা। ২য় খণ্ড। সাড়ে নয় টাকা

'সোনার বাঙলা' গ্রন্থমালা

সম্পাদক। গোপাল হালদার

এ দেশের সাধারণ মানুষ যাতে বাঙলা দেশকে সহজভাবে চিনতে পারেন, তার অতীত নিয়ে গর্ব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চঞ্চলতা অনুভব করতে পারেন, সেইজন্য বারোটি বইয়ের এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা। অজস্র ছবি। সহজ প্রকাশ-ভঙ্গি। তিন-চার শো পৃষ্ঠার গ্রন্থ। প্রতি বই দু-টাকা।

১। 'জল-মাটি-পাহাড়'। ২। 'অতীত ইতিহাস'। ৩। 'জনসঙ্গম'

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	মানস মিথিলা ৩৲
বারীন্দ্রনাথ দাশ	বেগম বাহার লেন ৩৲
দেবেশ দাশ	ইয়োরোপা ২৷৷০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	অন্য নগর ৩৲

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট। কলিকাতা বারো

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- "গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।
- সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬৷০ হইতে ৮৷০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে।
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২ (Central Library, The University, Calcutta 12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	৩০৲ ত্রিশ টাকা প্রতিবার
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲ ষোল টাকা "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	১০৲ দশ টাকা "
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ পঞ্চাশ টাকা "
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ ছাব্বিশ টাকা "
" তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০৲ চল্লিশ টাকা "
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	২২৲ বাইশ টাকা "
" চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲ ষাট টাকা "
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকা "

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	...	১৫০৲ দেড়শত টাকা
আজীবন সভ্য	...	৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক	৩৲ তিন টাকা
প্রতিষ্ঠান সভ্য	"	৪৲ চার টাকা

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

৩৩, হজুরিমল লেন, কলিকাতা—১৪ (সান্ধ্য কার্যালয়)

= বাক্ এর বই =

অন্তঃশীলা ঃ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

—উপন্যাস : মূল্য ৩৷৷০—

●

হে বিদেশী ফুল ঃ বিষ্ণু দে

—কবিতা-অনুবাদ : মূল্য ৫৲—

●

চক্ষুষাকাণঃ ঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

—প্রবন্ধ-গ্রন্থ : মূল্য ৩৲—

প্রকাশক : বাক্, ১০, চৌরঙ্গী, কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৩—৫১১৬

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা

দাম আড়াই টাকা।

জীবেন্দ্রনাথ বসুর

লাইব্রেরী সংরক্ষণ

দাম এক টাকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৩৩, হুজুরিমল লেন, কলিঃ ১৪

For

TEXT & REFERENCE BOOKS

●

Please Enquire

●

DEBI PUSTAKALAYA

65, Cornwallis Street,

CALCUTTA-6

॥ প্রতিটি পাঠাগারেই প্রয়োজন ॥

—নতুন চীনের পত্রিকা—

CHINA PICTORIAL

ইংরেজী ভাষায় নতুন চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির
বর্ণনায় সচিত্র মাসিক পত্র।

বার্ষিক ৩৲ প্রতিসংখ্যা ।৶০

★

PEOPLE'S CHINA

[ইংরেজী ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক]

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রিপোর্টাজ।

বার্ষিক ৫৲ ষাণ্মাসিক ২।০ প্রতিসংখ্যা ।০

★

CHINESE LITERATURE

নতুন চীনের সাহিত্য শিল্প বিষয়ক একটি ত্রৈমাসিক।

বার্ষিক ১৸৶০ প্রতিসংখ্যা ৸৶০

★

WOMEN OF CHINA

নিখিল চীন গণতান্ত্রিক নারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত
ইংরেজী ভাষায় সচিত্র ত্রৈমাসিক।

বার্ষিক ৸০ প্রতিসংখ্যা ।০

★

THE CHINESE MEDICAL JOURNAL

চায়নিজ মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত চিকিৎসা
বিজ্ঞানের উপর ইংরেজী ভাষায় দ্বিমাসিক পত্রিকা।

বার্ষিক ১২৲ প্রতিসংখ্যা ২৲

★

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

শাখা : ৩।১ ম্যাডান ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১৩

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] আশ্বিন : ১৩৬৩ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূত্র-সন্ধান

পারিজাত রায়চৌধুরী

"হ্যাঁ মশায়, একটা বই দিতে পারেন", বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে ওঠে গোয়ালাটি, "আমার সবচেয়ে দুধলো গাইটার রোগ ধরেছে—সারানো যায় এমন কোনো বই আছে?" গ্রন্থাগারিক তাকে ভেতরে ডেকে এনে বসতে বললেন। গো-চিকিৎসার গাদাখানেক বইয়ের সামনে তিনি তাকে ছেড়ে রেখে গেলেন না। ক্যাটালগ হাঁতড়ানোর পরামর্শও দিলেন না। সহানুভূতির সঙ্গে খুঁজে পেতে বের করে দিলেন ঠিক যা সে চাইছিল। যার ফলে গোয়ালাটি পরে সত্তর হাজার ডলার দান করেছিল মো ভারসভিলের সেই গ্রন্থাগারে।

গ্রন্থাগারে এ ধরণের খবরাখবরের সন্ধানে ব্যক্তিগতভাবে সাহচর্য দান করাকেই সূত্র-সন্ধান সহায়তা (Reference Service) বলা হয়। এটিকে গ্রন্থাগারের একটি প্রধান কাজ বর্তমানে একথা সকলেই স্বীকার করেন। বিশেষ করে আমাদের মত নিরক্ষর প্রধান দেশে এ সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। তাতে লোকের একদিকে যেমন উপকার হয় অপর দিকে সাধারণের সঙ্গে গ্রন্থাগারের দূরত্ব কমে যায়। লোকের সহানুভূতি গ্রন্থাগারের সফলতা সাধন করে।

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে সূত্র-সন্ধান সহায়তার আশানুরূপ কোনো ব্যবস্থা নেই। কর্মী ও উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব ছাড়াও সূত্র-সন্ধান সহায়তা সম্পর্কে গতানুগতিক অবাস্তব ধারণা তার অন্যতম কারণ।

প্রথম দুটি কারণের যৌক্তিকতা থাকতে পারে। কিন্তু তৃতীয় কারণটি অমূলক—কেন তা বলছি। অনেকের ধারণা যে সূত্র-সন্ধান সহায়তাকরণ খুবই খরচ সাপেক্ষ। সূত্র সহায়ক গ্রন্থাবলীর দুর্মূল্যই নাকি তার কারণ। এন-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বা বিশ্বকোষ না থাকলে কিংবা স্টেটসম্যান ইয়ারবুক না কিনলে সূত্র-সন্ধান সহায়তা করা যায় না—একথা অবাস্তব চিন্তারই পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে যার গ্রন্থ সংগ্রহ দু'এক

হাজারের কমবেশী, সেখানে এধরণের সহায়ক গ্রন্থের ব্যবহার ও প্রয়োজন যে কতদূর তা সন্দেহের অবকাশ রাখে তবে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ যে সাধ্যের অতীত তাতে কোনো দ্বিমত নেই।

অন্যদেশের অনুকৃতির পরিবর্তে দেশবাসীর প্রকৃত প্রয়োজন ও শিক্ষার মান অনুযায়ী এদেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে সূত্র-সন্ধান কাজের পরিকল্পনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে সম্বন্ধে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রথের সময় পুরীতে যেতে চান আপনার গ্রামের কোনো এক তীর্থকামী। কোথা থেকে কোন্ ট্রেণে যেতে হয় আর ভাড়াইবা কত তা তিনি জানতে চান। টাইম টেবল বা ব্র্যাডশ দেখে অনায়াসেই আপনি এধরণের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। দিনক্ষণ তারিখ সংক্রান্ত প্রয়োজনে গ্রন্থাগারে কেউ হয়ত উপস্থিত হয়েছেন। কোনো একটা পঞ্জিকা গ্রন্থাগারে রাখা উচিত, যা থেকে এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে। এমনিতর বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে বহু ব্যক্তিই গ্রন্থাগারে আসতে পারেন—পশ্চিম বঙ্গ সরকার শিল্প-ঋণ দিচ্ছেন, কোথায় কার কাছে দরখাস্ত করতে হবে, তার সন্ধান চাই হয়ত কারোর ;—রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে কোনো বিতর্ক সভায় কিংবা রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে কোনো এক ছাত্রের কয়েকটি তথ্যের দরকার ,—জাপানী চাষের পদ্ধতিতে নাকি ফসল ভাল হয়, পদ্ধতিটা কিরূপ তা জানতে চান কোনো এক কৃষক ;—মুরগীর মড়ক লাগলে কি উপায় অবলম্বন করতে হয়, তার খোঁজে এসেছেন একজন ;—এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন কিছু নয়। তার জন্যে সূত্র সহায়ক পুস্তকেরও খুব বিশেষ প্রয়োজন করে না।

সর্বপ্রকারের প্রশ্নের জবাব কর্মীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কোথায় গেলে জানতে পারা যায় তা বলে দিতে পারলেও প্রশ্নকারীর পক্ষে অনেক সুবিধে হয়। গ্রামে সাবান তৈরীর ছোট ভাঁটি বসিয়েছেন একজন। উৎপাদনের উন্নতির জন্যে তাঁর কয়েকটি খবরাখবর দরকার। আপনার গ্রন্থাগারে বই থাকলেও তাঁর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, কলকাতার কমার্শিয়াল লাইব্রেরীতে গেলে সহজে তা জানা যেতে পারে এ সন্ধানটুকুই তাঁর পক্ষে অনেক। স্কুল ফাইনাল ও আই, এসসি পাশ করে আজকাল অনেকে কারিগরি কোনো বিষয়ে পড়তে চায়, কিন্তু কোথায়, কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা আছে তা জানা যায় এমন কোনো স্থানের খবর পেলেই তাদের প্রভূত উপকার সাধন হয়।

যে গ্রামে যে জীবিকার লোক বেশী সে গ্রামের গ্রন্থাগার কর্মীদের সে বিষয়ের ওপর বেশী ওয়াকিবহাল থেকে অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এ ধরণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা প্রমাণ করতে পারলে, বর্তমানে যাঁদের জীবনে গ্রন্থাগার অনাবশ্যক, তাঁদেরই কাছ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি অর্জন করা যাবে। সেজন্যে নানাবিধ প্রস্তুতির প্রয়োজন ঘটে।

তন্তুশিল্প প্রধান অঞ্চলে তুলোর উৎপাদন, সুতো প্রস্তুত, বাজার, বিক্রয় প্রভৃতি সম্পর্কিত নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সংবাদাদি পরিবেশনের অন্যতম মাধ্যম-স্বরূপ ছবি, চার্ট ও ম্যাপের নিয়মিত সাহায্য গ্রহণ খুবই ফলপ্রদ হবে তেমনি কৃষিপ্রধান অঞ্চলে আবহাওয়া, সেচ, সার, পোকামাকড়ের প্রতিশেধক কৃষিঋণ প্রভৃতি বিষয়ে খবরাখবর গ্রন্থাগার থেকে সুপরিকল্পিত ও নিয়মিতভাবে দেওয়া চলে।

সূত্র-সন্ধান সহায়ক বই কয়েকটি অবশ্যই থাকা দরকার। তা বলে নির্দিষ্ট বাঁধাধরা কয়েকটি বই যে রাখতেই হবে তা মনে করা ভুল। প্রয়োজন ও সাধ্যমত সহায়ক পুস্তক সংগ্রহ করাই সমীচীন। শুধু খবরের কাগজ থেকেই অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। সেজন্যে পুরনো খবরের কাগজগুলি অন্ততঃ ৬'একমাসের মত ফাইলে সাজিয়ে রাখা উচিত এবং দরকারী অংশবিশেষ কেটে একটা খাতায় এঁটে রাখা বিধেয়। তাছাড়া সরকারী বেসরকারী ও বৈদেশিক দপ্তরগুলি থেকে আজকাল গ্রন্থাগারে অনেক কাগজপত্র আসে যাতে টুকিটাকি বিস্তর দরকারী খবরাখবর থাকে। এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হবে। পুরনো মাসিক পত্রিকাগুলি থেকে, যা সাধারণতঃ বাঁধিয়ে রাখা হয়, অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে।

কোনো প্রশ্নকেই অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করা গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে অনুচিত। সকল প্রশ্নেরই সাধ্যমত উত্তর দিতে হবে। সঠিক উত্তর জানা না থাকলে অজ্ঞতা স্বীকার করা ভাল, কিন্তু ভুল খবর দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। প্রয়োজনে অপর কর্মীদের পরামর্শ ও স্থানীয় অন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারে নিরক্ষর লোকের আগমন বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেজন্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের তাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয় দেখে শুনে পড়ে দিতে হবে সেকথা তাঁরা যেন ভুলে না যান। সূত্র-সন্ধান

কর্মীদের স্বভাবতই অনেক কিছু বিষয়ে অবহিত থাকতে হয়। কোন্ প্রশ্নের জবাব কি উপায়ে দিতে হবে সে সম্পর্কে তাঁকে স্বকীয়তা অর্জন করতে হবে। বলাবাহুল্য কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর দক্ষতা বাড়বে। এছাড়াও সূত্র-সন্ধান কর্মীর কয়েকটি মৌলিক গুন থাকা দরকার সে প্রসঙ্গই এ প্রবন্ধের শেষ আলোচ্য বিষয়।

এতক্ষণের আলোচনায় একথা নিশ্চয় সুপরিস্ফুট যে আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে সূত্র-সন্ধান কাজের রূপ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরিই নতুন ও দেশোপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্যে সহায়ক কর্মীদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর নব-উন্মেষের প্রয়োজন। সেই সঙ্গেই চাই সূত্র-সন্ধান কাজে তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহ। ক্লান্তি ও বিরক্তিবিহীন সেবানুরাগ না থাকলে কোনো কর্মীর পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে কয়েকটি কথার পুনরুক্তি করি। বই লেনদেনই আজকের দিনে গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ নয়। সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের ব্যাপক ও বহুমুখী ব্যবহার সম্ভব। আলোচিত উপায়ে সর্বসাধারণের নিত্য ব্যবহারে তার অংস্থান ও কার্যকারিতা গ্রন্থাগারের সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে তুলবে।

জীর্ণোদ্ধার

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

কাগজপত্র, বিশেষ ক'রে মানচিত্র, ছোট্ট পত্র পত্রিকা প্রভৃতি অযত্নে ভুল ভাবে রাখার ফলে কিংবা ক্রমাগত ব্যবহারে জীর্ণ হ'য়ে পড়ে। যথা সময়ে, যথা-নিয়মে সেগুলোর সংস্কার সাধন না ক'রলে ঐ পত্র পত্রিকা অব্যবহার্য হ'য়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকেরই এই সমস্ত জীর্ণ পত্র পত্রিকা সংস্কারের সাধারণ নিয়মগুলো জানা দরকার।

আমরা অনেক সময়ই কাগজ পত্রগুলোকে মুড়ে বা ভাঁজ ক'রে রেখে থাকি। কালক্রমে দেখা যায় ঐ ভাঁজের রেখা ধ'রে কাগজটা কেটে যেতে আরম্ভ ক'রেছে।

যথাসময়ে এই দিকে নজর না দিলে ঐ কাগজ পুরোপুরি নষ্ট হ'য়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

ভাঁজ-হ'য়ে-যাওয়া পত্র পত্রিকার সংস্কার সাধন ক'রতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন একে সোজা ক'রে তোলা। Pettifogger নামে এক রকম যন্ত্র আছে তার সাহায্যে কাগজপত্রকে প্রথমে সিক্ত ক'রে নিতে হয়। Pettifoggerএর ব্যবহার সবচেয়ে কল্যাণকর হ'লেও সাধারণ ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে এই যন্ত্র সংগ্রহ বা আরোপণ করা সম্ভব নয়। স্পঞ্জের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে ভাঁজের কাটলে সামান্য জলকণা প্রয়োগ ক'রে নেওয়া এই সব গ্রন্থাগারের কর্তব্য। তার পর ব্লটিং কাগজের মধ্যে ঐ জীর্ণ জলসিক্ত কাগজটিকে সোজা ক'রে রেখে ইস্ত্রির সাহায্যে সোজা ক'রে নেওয়া দরকার। পরে ফাটলের ধারে ধারে প্রয়োজনানুযায়ী সাধারণ সংস্কার ক'রে নিতে পারলেই মোটামুটি কাগজটা ব্যবহার্য হ'য়ে ওঠে।

এবারে প্রশ্ন ওঠে এই কাগজটাকে রাখব কেমন ক'রে। একথা সত্যি যে-সমস্ত পত্র পত্রিকা কোন বইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেগুলোকে বইয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে তাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক ক'মে যায়। তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন Butlerএর Indian Palaeographyর Chartএর মত বইয়ের অঙ্গীকৃত Chartএর ক্ষেত্রে—আমরা পাঠকের আপাতঃ সুবিধার জন্য পত্র পত্রিকাকে নষ্ট হ'তে দিতে পারিনা। কেননা ঐ চার্ট দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং ঐগুলোকে আমাদের ভিন্নভাবে রেখে দিতেই হবে। বইয়ের সঙ্গে আমরা মাত্র একটা নির্দেশ দিতে পারি—যে ব্যাখ্যামূলক পত্রের জন্য এই স্থানে খোঁজ করুন ইত্যাদি। যাই-হোক্ পাঠককে কেমন ক'রে ঐ সব পত্রপত্রিকা ব্যবহার ক'রতে দেওয়া হবে, সে প্রশ্নের আলোচনা না ক'রে আমরা ব'লতে পারি যে, যে পত্র পত্রিকা ভাঁজ ক'রে রাখায় খারাপ হ'য়ে গেছিল, তাকে ফের কখনও ভাঁজ ক'রে রাখা উচিত হবে না। তাকে সোজা অবস্থায় ভিন্ন আবরণে, নূতন শিরোনামা দিয়ে আলাদা ক'রে রাখতে হবে। যদি এই সব পত্র বিশেষ জীর্ণ হ'য়ে থাকে—অথচ তাদের গুরুত্ব এবং ব্যবহার খুব বেশী হয় তাহ'লে অন্য আবরণের মধ্যে যেমন ক'রে হোক্ ফেলে রাখাও সঙ্গত হবে না। ঐ সব পত্র পত্রিকার সঙ্গে কাগজ জুড়ে তাকে পৃথক্ আবরণের সঙ্গে সেলাই ক'রে রাখতে হবে। ঐ আবরণের উপর যথারীতি পত্রের বিবরণাদি লিখে রাখতে হবে।

ভাঁজ করা পত্র পত্রিকার সমস্যা সাধারণ গ্রন্থাগারের নিত্যকার সমস্যা নয়।

কিন্তু প্রয়োজনীয় বই ব্যবহারের ফলে ফেটে গেল, এবং সেলাইয়ের পাশ থেকে বইয়ের প্রত্যেক পাতা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল এই সব বইয়ের সমস্যাই গ্রন্থাগারিকের প্রধান সমস্যা। যে সব ক্ষেত্রে ঐ সব বই সহজ প্রাপ্য, কিংবা ছেঁড়াও তেমন বেশী কিছু নয়, সে সব ক্ষেত্রে নতুন বই কিনে বা সাধারণ দপ্তরীর কাছে বই বাঁধাতে দিয়েই গ্রন্থাগারিক অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। কিন্তু Epigraphica Indicaর মত পত্রিকা যা দুর্লভ অথচ অমূল্য, অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে যার প্রায় প্রত্যেক পাতাই ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে এর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক কী করবেন? বস্তুতঃ আমাদের দেশে এই জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। হয়ত বলা যাবে যে microfilmএর সাহায্যে কোন ভাল বই থেকে ঐ সব বইয়ের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা খুব কঠিন কিছু নয়। কিন্তু microfilm এর ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও সুপ্রচলিত হয় নি'। এবং microfilm এর যতই উপকারিতা থাক্ না কেন এই সমস্ত পত্র পত্রিকার উদ্ধার বা সংস্কার সাধনের সাধারণ নীতিগুলির বিষয়ে অবহিত হওয়া গ্রন্থাগারিকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

যে কোন গ্রন্থ সংস্কারের প্রথম এবং প্রধান উপাদান—আঠা। আঠা ব্যতীত কোন ছেঁড়া, ফাটা কাগজের সংস্কার হ'তে পারে না। তাই কোন্ জাতীয় আঠা গ্রন্থের সংস্কারের পক্ষে উপযোগী আমাদের সে বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আঠা সাধারণতঃ আমরা চার রকমে তৈরী ক'রে থাকি। (১) ময়দার আঠা (২) ডেক্সট্রিনের আঠা (৩) গঁদের আঠা (৪) সিরিশের আঠা। গঁদ ও সিরিশের আঠা গ্রন্থ-সংস্কারের জন্য কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। গঁদ বা সিরিশ জল দিলে ফুলে ওঠে আবার শুকনো অবস্থায় কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে যায়। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সঙ্গে এর আয়তনও ক'মে যায়। যদি কোন পত্র পত্রিকার সংস্কারে আমরা গঁদ বা সিরিশের আঠা ব্যবহার করি তা'হলে গঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রও শুষ্ক অবস্থায় সঙ্কুচিত হবার পুরো সম্ভাবনা থাকবে—ফলে কাগজের স্বাভাবিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যাবে।

ঘুঁত প্রভৃতি কীট নিবারক জিনিষ প্রয়োগ ক'রে তৈরী ক'রলে সাধারণ সংস্কারের কাজে ময়দার আঠা খুবই উপযোগী। তবে ময়দার আঠা খুব পুরানো হ'লে তা' দিয়ে কাজ চলে না। তা' ছাড়া, ময়দার আঠা বেশ মোটা ব'লে এটা সর্বত্র নয়। যেখানে লেখা আছে তার উপরে এর প্রয়োগ চলে না। সেই সব জায়গায় আমাদের পাৎলা স্বচ্ছ ডেক্সট্রিনের আঠার ব্যবহার ক'রতে হয়। Tissu Paper বা Chiffon এর প্রয়োগ ক'রে যেখানে পত্র পত্রিকার মেরামত

ক'রতে হয়, যাতে লেখার উপর কাগজ বা কাপড় দেওয়া একান্ত আবশ্যিক, সেই সব ক্ষেত্রে এই আঠা প্রয়োগ ক'রতে হয়। এই আঠা তৈরী ক'রতে হলে জল এবং ডেক্সট্রিনের দরকার একে কীট নিবারক করবার জন্য এই আঠার সেক্রেণ, ক্লোভ অয়েল এবং লেড্ কার্বোনেড যোগ ক'রতে হয়।

আঠার পর গ্রন্থ সংস্কারের প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান কাগজ বা কাপড়। সুনির্বাচিত কাগজের ব্যবহারেই জীর্ণ গ্রন্থের যথাযথ সংস্কার হ'তে পারে। যে কাগজে বহুল পরিমাণে এসিড্ আছে, কিংবা যার সহ্যশক্তি কম সেই কাগজ কখনই গ্রন্থের সংস্কারের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের শক্তি পরীক্ষা করা সম্ভব হ'য়েছে। হাতে তৈরী, শক্ত মজবুত কাগজ ময়দার আঠা লাগিয়ে একপিঠ লেখা পাতার অলেখা পাতায় লাগালে ঐ কাগজের রক্ষা বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু যেখানে কাগজের দু'পিঠেই লেখা আছে সেখানে আমাদের Tissue কাগজ বা Chiffon লাগান ছাড়া উপায় নেই। ভাঙ্গা টুকরা কাগজের অংশগুলিকে ঠিক মত জোড়া লাগিয়ে, জল দিয়ে পরিষ্কার ক'রে সাবধানে tissue বা chiffon কাগজের দু'পিঠে লাগাতে হবে। লেখা যদি স্পষ্ট থাকে tissue লাগালেই চ'লবে। কিন্তু লেখা অস্পষ্ট হ'য়ে গেলে দু'দিকে chiffonই লাগাতে হবে —কেননা, chiffon, tissue কাগজের চেয়ে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এর মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট লেখা পড়া তত বেশী কষ্টকর হবে না।

আজকাল Cellulose Acetate foil এর সাহায্যে জীর্ণ কাগজের উপর tissue লাগান হ'চ্ছে। জীর্ণ কাগজের উপরে acetate কাগজ রেখে তার উপর tissue রেখে acetone দিয়ে ঘসা হয়। ফলে tissueটি ঐ কাগজের সঙ্গে সুন্দরভাবে লেগে যায়। Acetate foil এর সাহায্যে সংস্কার সাধন ক'রলে পত্র পত্রিকার অলেখ অংশের ক্ষতির সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না। তা' ছাড়া যে সব ক্ষেত্রে জলের সংস্পর্শে কালির চুপ্‌সে যাবার ভয় আছে সে সব ক্ষেত্রে tissue আর chiffon ব্যবহার না ক'রে acetate foil ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

Cellulose Acetate foilটি কাগজের মধ্যে গ'লে মিশে যায় ব'লে অনেকে বলেন যে যেসব কাগজ ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে সেগুলোতে tissue না লাগিয়ে শুধু acetate এর সাহায্যে সংস্কার করলে সেগুলো আবার সবল হ'য়ে উঠ্‌বে। তবে এর জন্য lamination এর সাহায্য দরকার, কেননা tissue ছাড়া acetone ব্যবহার ক'রলে acetate foil গুলো গ'লে যায়। তবে acetate foil এর ব্যবহার সবে সুরু হ'য়েছে, এর গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও এখনও একমত হ'তে পারেন নি।

কোন বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিচ্ছিন্ন কাগজগুলোকে সারালেই কিন্তু গ্রন্থাগারিকের সমস্যার সমাধান হয় না ; কেন না ঐ বিচ্ছিন্ন পাতাগুলোকে কের বইয়ের মত ক'রে বাঁধান দরকার। Tissue or Chiffon দিয়ে সারিয়ে তোলা পাতাগুলোকে বইয়ের আকারে বাঁধিয়ে তোলা খুব সহজ কথা নয়। সেলাইয়ের পাশ দিয়ে পাতাগুলো কেটে বেরিয়ে আসে ব'লে বাঁধাবার মত খালি অলেখা জায়গা এসব বইয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। পাতাগুলোর সঙ্গে বাড়্তি কাগজ যোগ ক'রে বাঁধালে মোটা জায়গার ধার দিয়ে পাতাগুলো আবার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। তাই এই সব পাতাগুলোকে বইয়ের আকারে বাঁধাবার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন কর্তে হয়। পারিভাষিক শব্দে এই পদ্ধতিকে বলে inlaying. পদ্ধতিটি মোটামুটি এইরূপ। শক্ত বড় কাগজকে দু ভাঁজ ক'রে নিয়ে প্রত্যেক ভাঁজে একখানা ক'রে tissue, chiffon or acetnte foil এর সাহায্যে সারান পত্র রাখ্তে হবে। সাধারণতঃ উপরের দিকে দু' ইঞ্চি এবং মধ্যের ভাঁজ থেকে দেড় ইঞ্চি দূরে প্রত্যেক দিকের কাগজের মধ্য ভাগে ঐ পত্রটির অবিকল আকারের অংশ কেটে নিতে হবে। পত্রটিকে রেখে একটা পেন্সিলের সাহায্যে পত্রের প্রত্যেক ধার বরাবর রেখা টেনে নিয়ে - ঐ রেখা ধ'রে ব্লেডের সাহায্যে কেটে ফেল্লেই এই কাজ সহজে সম্পন্ন হ'তে পারে। তারপর যে আকারের কাগজ থেকে পত্রের আকার মত অংশ কেটে ফেলা হ'ল ঐ আকারের আর একখানা শক্ত কাগজে ময়দার আঠা মাখিয়ে ঐ আগের মাঝ-কাটা কাগজকে এঁটে দিতে হবে। দুটি কাগজই শুকিয়ে গেলে পুরো কাগজের যেখানে কাটা কাগজ জোড়া আছে সেখানে কাটা কাগজের চেয়ে প্রত্যেক দিকে ৳ ইঞ্চি কম ক'রে কেটে ফেল্তে হবে। এইবারে যে ফ্রেম তৈরী হ'ল সেই ফ্রেমে ঐ ৳ ইঞ্চি জায়গায় ময়দার আঠা লাগিয়ে সারিয়ে তোলা জীর্ণ কাগজটি লাগিয়ে দিতে হবে। বলা বাহুল্য এই কাগজ লাগাবার সময় পত্র-বিন্যাসের দিকে নজর রাখ্তে হবে। সাধারণতঃ দুখানা ফ্রেম অর্থাৎ চারখানা কাগজ অর্থাৎ ৮ পৃষ্ঠায় একটি স্বতন্ত্র যুজ্ তৈরী ক'রে বই আকারে বাঁধান হয়। জীর্ণ কাগজকে এই রকম বই আকারে বাঁধিয়ে নিতে পার্লে তবেই গ্রন্থাগারিক জীর্ণোদ্ধার-বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পারেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল গ্রন্থে একটি বাক্যে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে। তার কারণ, পরিকল্পনা কমিশন হয়তো গ্রন্থাগার উন্নয়নকে দেশে শিক্ষা প্রসারের মূল পরিকল্পনা থেকে পৃথক করে দেখেন নি। শিক্ষার উদ্দেশ্যেই যখন গ্রন্থাগার, তখন শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রশ্ন যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তা অস্বীকার করা যায় না। তথাপি গ্রন্থাগারের এমন কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে যা বিশদরূপে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের শিক্ষার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। দেশের গ্রন্থাগার উন্নত না হলে স্কুল-কলেজের শিক্ষা বহুলাংশে অর্থ ও সময়ের অপচয় ঘটার মাত্র। লাইব্রেরি থেকে বই পড়বার সুযোগ না থাকলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনে যথাযথরূপে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ; বিদ্যালয়ের মতো কয়েকজন শিক্ষক ও বিশেষ একটি পরিবেশের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রভাবকে জাতির জীবনে কি ভাবে সুষ্ঠুতম উপায়ে ফলপ্রসূ করা যায় সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পথের ইঙ্গিত মূল পরিকল্পনায় থাকলে আমরা আনন্দলাভ করতাম। অনেক বিষয়েরই তো এরূপ আলোচনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছেন। কয়েক মাস পূর্বে 'Libraries in India' নামক আর একটি পুস্তিকায় আমাদের গ্রন্থাগার উন্নয়ন কোন পথে হবে শিক্ষা-দপ্তর সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই দুটি বিবরণ থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যাবে।

যতদূর হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে ভারতে সকল প্রকার গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় বত্রিশ হাজার। অবশ্য এসব গ্রন্থাগারের অধিকাংশই

গ্রন্থাগার নামের যোগ্য নয়। অল্প কয়েকখানি বইয়ের সংগ্রহকেও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব বই 'মৃত সংগ্রহ' বলা যায়। যে উৎসাহ নিয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, এখন আর তা নেই। সংগৃহীত বই পড়া হয়ে গেছে, নতুন বই কেনার সঙ্গতি নেই; সুতরাং লাইব্রেরি প্রাণহীন।

এই সব গ্রন্থাগার যাতে কার্যকরী হতে পারে তার জন্য নিয়মিত নতুন পুস্তক সরবরাহের প্রয়োজন। একটি বিশেষ কোনো গ্রন্থাগারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলে স্থায়ী ফলাফল পাওয়া যাবে না। সমগ্র দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে চিরপ্রবহমাণ নদীর মতো গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সর্বদা জীবন্ত থাকবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর এই উদ্দেশ্যে মোটামুটি তিন স্তরের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন; বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে গ্রামের লাইব্রেরির উপর; গ্রামের লাইব্রেরির উপরে থাকবে জেলা লাইব্রেরি; জেলা লাইব্রেরির উপরে থাকবে রাজ্যের জাতীয় বা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। যে সব রাজ্যে একাধিক ভাষার প্রাধান্য আছে (যেমন বোম্বাই) সেখানে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিবর্তে দু'টি বা তিনটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার থাকতে পারে।

গ্রামের লাইব্রেরিতে নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ না থাকলে ক্ষতি নেই। থাকলেও সামান্য কিছু থাকবে। জেলা লাইব্রেরিগুলির প্রধান দায়িত্ব হবে গ্রামের প্রত্যেক লাইব্রেরিতে নিয়মিতভাবে পুস্তক সরবরাহ করা। রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগারের উপরে থাকবে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষদেশে থাকবে কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগারের। জাতীয় গ্রন্থসূচী সংকলন এবং দেশের পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি সংরক্ষণের দায়িত্বও থাকবে এই গ্রন্থাগারের।

গ্রামের লাইব্রেরি শুধু পুস্তক আদান-প্রদানই করবে না। লাইব্রেরি সমাজ শিক্ষার কেন্দ্রও হবে। বই সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করে গ্রামের সমাজকে বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে। জেলা লাইব্রেরি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করে পাঠকদের মন আকৃষ্ট করবে। যে-সব গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে গাড়ী করে

নিয়মিত বই পাঠানো জেলা লাইব্রেরির কাজ। জেলার অধিবাসীদের মধ্যে কি ধরণের বইয়ের চাহিদা আছে তা নির্ধারণ করে পুস্তক নির্বাচন করা এবং বর্গীকরণ ও তালিকা নির্মাণ করাও জেলা লাইব্রেরির দায়িত্ব। গ্রামের লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানদের তাদের কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার দায়িত্বও জেলা লাইব্রেরির। রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার কপিরাইট লাইব্রেরিরূপে গণ্য হবে। ঐ প্রদেশে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বইয়ের কপি আসবে এই গ্রন্থাগারে। এ ছাড়াও নানা প্রকারের বইয়ের বৃহৎ সংগ্রহ থাকবে। জেলা লাইব্রেরিগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে বই দিয়ে সাহায্য করা এবং রাজ্যের সকল গ্রন্থাগার পরিচালনার তত্ত্বাবধান করা এই লাইব্রেরির প্রধান কর্তব্য হবে। এ ছাড়া রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য প্রথম শ্রেণীর শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগারের। পাঠকদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থসূচী ইত্যাদি প্রণয়ন করবেন।

এই পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮৮,৯১,৪৯৯৲ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই টাকার সাহায্যে নয়টি রাজ্য জাতীয় গ্রন্থাগার ও ১৬টি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; এবং ৫২টি জেলা গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। আমাদের দেশের মতো বিরাট দেশের পক্ষে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য এই বরাদ্দ খুবই সামান্য। সেই জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কিছুই হয়নি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য মোট এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে (দিল্লী রাজ্য ছাড়া)। এই টাকার অর্ধেকেরও বেশী দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার; বাকি টাকা দিতে হবে রাজ্য সরকার-গুলিকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্বনির্দিষ্ট পথ অনুসারেই উন্নয়নের কাজ করা হবে। ভারতের মোট ৩২০টি জেলার মধ্যে ১০০টি জেলায় জেলা লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অথবা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। ২২০টি জেলা লাইব্রেরি, বিভিন্ন রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হলো দ্বিতীয় পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সব কাজে ১৯৫৬-৫৭ সালে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে কুড়ি লক্ষ টাকা দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার; দশ লক্ষ টাকা দিতে হবে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারকে।

এ ছাড়া ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তর একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেছেন। তার জন্য দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিস্তৃত পরিকল্পনা আছে কিনা জানি না। যে সামান্য বিবরণ আমরা পেয়েছি তা থেকে পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করা কঠিন। তবু কয়েকটি প্রধান ত্রুটি প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে মনে হয়।

সর্বাগ্রে এই পরিকল্পনার যে ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে তা হলো এই যে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গ্রন্থাগার আইন এবং সেই আইন অনুসারে লাইব্রেরি অথরিটি স্থাপনের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। গ্রন্থাগার উন্নয়ন সরকারী দপ্তরের উপর একান্তরূপে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে কতটুকু সার্থকতা লাভ করবে তা চিন্তার বিষয়। যে-সব দেশে আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে সরকারী প্রভাব নেই বললেই চলে। তাছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন গ্রন্থাগার প্রসারের ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই।

আলোচ্য পরিকল্পনায় গ্রামের লাইব্রেরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রামে লাইব্রেরি এখনই সার্থক হয়ে উঠতে পারে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সেখানে শিক্ষিতের হার কম, এবং সবচেয়ে বড় কথা গ্রামবাসীদের উপযোগী বইয়ের একান্ত অভাব। উপযুক্ত বই না থাকলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব হতে পারে? বর্তমান অবস্থায় প্রতি গ্রামে প্রথমে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা কর্তব্য। সেই সব কেন্দ্রে অবশ্যই কিছু বই থাকবে। কিন্তু তাকে গ্রন্থাগার বলা চলে না। গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাষায় সাধারণ পাঠকের উপযোগী বই লেখাবার ব্যবস্থা না হলে গ্রামে লাইব্রেরী প্রসারের কোনো পরিকল্পনাই সার্থক হবার সম্ভাবনা নেই; অর্থবল এবং লোকবল বিশেষ সাহায্য করবে না। পরিকল্পনায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই দেখে আমরা হতাশ হয়েছি।

অপরপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলের বাসিন্দারা তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত, ইংরেজী ও বাংলায় বই পড়তে তাদের অনেকেই সক্ষম; অথচ পরিকল্পনায় মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। গ্রামের লাইব্রেরি ও রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরির প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। বর্তমান অবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় উপযুক্ত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলে দেশের সত্যিকারের উপকার হবে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা হয়তো দিল্লীতে অবস্থিত হবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রদের দিল্লীতে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করা কতটা সুবিধাজনক হবে তা ভেবে দেখবার বিষয়। বর্তমানে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার সমিতি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করছে তাদের আর্থিক সাহায্য করলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের মান উন্নত করা সহজেই সম্ভব হত।

পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদা সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হয়নি।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিস্তৃত বিবরণ পেলে এই সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করব।

পরিষদ কথা

নবদ্বীপ গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির

কোনও একটি গ্রন্থাগারকে সংগঠনের মাধ্যমে তদঞ্চলের অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন বিষয়ে সচিত্র মোটামুটি হাতে কলমে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পরিষদ শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে মালদহ ও মেদিনীপুর জেলায় উক্ত প্রকারের দুটি শিবির পরিচালনের সাফল্য বহু গ্রন্থাগার কর্মীর মনে এ সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে শিবির সংগঠনের আমন্ত্রণ আসে।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণে পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা আগামী ১৬ই অক্টোবর থেকে একটি পক্ষকালীন গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির স্থাপনের আয়োজন করেছেন। এই শিবির নদীয়া জেলায় অদূর ভবিষ্যতে এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার গ্রন্থ সম্পদে সমৃদ্ধ, প্রাচীনত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত। এই শিবির সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হলে এই মূল্যবান গ্রন্থাগার ভবিষ্যতে ব্যাপকতর জনকল্যাণের উপযোগী হয়ে সার্থকতা লাভ করবে। পক্ষান্তরে জেলার গ্রন্থাগার কর্মীগণ শিক্ষা লাভ করে সর্বসাধারণকে উন্নততর ও ব্যাপকতর সেবাদানে সক্ষম হবেন। ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমে বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

রুশীয় কিশোর গ্রন্থাগার কর্তৃক আলেখ্য গ্রন্থ দান

সোভিয়েত ইউনিয়নের পাতিগোরস্ক বিপাবলিকে অবস্থিত জেরঝিনস্কোভো শহরের কিশোর গ্রন্থাগারের সভ্য ও সভ্যাগণ কলকাতার কিশোরদের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার স্মারক হিসেবে একটি আলেখ্য গ্রন্থ (Album) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট প্রেরণ করেছে। আলেখ্য গ্রন্থটি উক্ত শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তু ও স্থানের মনোরম আলোক-চিত্রে সুশোভিত। কলিকাতার কিশোরদের উদ্দেশে রুশ ভাষায় লিখিত এক পত্রে নিজেদের কার্যাবলী বর্ণনা ও ভারত-রুশ মৈত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে কতিপয় কিশোর কিশোরী নাম স্বাক্ষরিত করেছে। আলেখ্য গ্রন্থটি পরিষদ গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ ॥ ৪, চার্চ রোড ॥ হাওড়া।

গ্রন্থাগার পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের ইতিহাস ও কার্যক্রম বিশদভাবে প্রবন্ধাকারে আলোচনা করেন সঙ্ঘেরই সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়। গত জুন মাসে সঙ্ঘের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পূর্ণ হয়। সঙ্ঘ কর্তৃক রেলপথে ও গ্রন্থযান মারফৎ দূর-দূরান্তরে গ্রন্থ সরবরাহের সুযোগ এবার ১০২টি গ্রন্থাগার গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রতি সদস্য-গ্রন্থাগারকে এককালীন ২৫ খানি গ্রন্থ ঋণ দেওয়া হয় লোকের ক্রমবর্ধমান গ্রন্থপাঠ প্রবৃত্তির ফলে গ্রন্থের চাহিদা বর্ধিত হয়েছে। সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ সে জন্যে গ্রন্থ সরবরাহের সংখ্যা বর্ধন করার বিষয় বিবেচনা করছেন। সঙ্ঘের নানাবিধ কার্যাবলীর মধ্যে লোকে কী পড়ে—তার পরিসংখ্যান প্রণয়ন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয়। ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের তৃতীয় পরিক্রম আগামী পূজার পর সুরু হবে।

বালী আশুতোষ গ্রন্থাগার ॥ ২৯, পল্লবাবু রোড ॥ বালী হাওড়া

বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষীণ ধারায় শিশু গ্রন্থাগারের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবহেলিত। এই অভাবটি সবিশেষ অনুভব করে এক কিশোর গ্রন্থাগার স্থাপনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ থেকে বাইশ বছর আগে এক শিশু-দরদী যুবক বালীতে তরুণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন—তাঁর নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু অকাল মৃত্যু তাঁকে সেদিনকার স্বপ্নের পরিণত রূপ দেখে যেতে দেয়নি। পরে তাঁরই স্মৃতি-রক্ষা করে সঙ্ঘের নাম আশুতোষ গ্রন্থাগার রাখা হয়। একনিষ্ঠ কর্মীদের নানাবিধ প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের অর্থ সমস্যা ক্রমে হ্রাস পায়। পরে পৌর প্রতিষ্ঠান ও সরকারের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। বর্তমানে সেজন্যে পুস্তক ক্রয় খাতে অধিক অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়েছে। সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রেখে গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রফুল্ল পাঠাগার ।। বদনগঞ্জ ।। হুগলী ।

গত ১৫ই আগষ্ট বদনগঞ্জ মুদুই ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীগোলক বিহারী ঘটক মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বদনগঞ্জের সার্বজনীন পাঠাগার ও প্রফুল্ল পাঠাগারকে সংযুক্ত করে সারদামণি পাঠাগার নাম রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নবগঠিত পাঠাগারের এক কার্যনির্বাহক সমিতিও ঐ দিনের সভায় নির্বাচিত হয়।

উদয়ন সঙ্ঘ ।। সোনামাগুরী ।। লক্ষ্মণপুর ।। হুগলী ।

গত ৭ই জুলাই সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় গ্রন্থাগার বিভাগের কার্যক্রম নির্ধারণ ও সঙ্ঘকে সোসাইটি আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী করার সিদ্ধান্ত হয়। গত রবীন্দ্র সপ্তাহে এক অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথের 'নকলগড়' ও 'নরকবাস' অভিনয় করেন।

সালেপুর নগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার ।। সালেপুর ।। হুগলী

ছোট গ্রাম। নিরক্ষরদের সংখ্যাই স্বভাবতঃ বেশী। সেজন্যে নিরক্ষর ও স্বল্প-সাক্ষরদের জ্ঞানার্জনে যথাসাধ্য সহায়তা করার ব্রত এ পাঠাগারটি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৮৩৮, পত্রিকার সংখ্যা ৭২ ও সদস্য সংখ্যা ৩৬। সরকারের অর্থ সাহায্যের ফলে বর্তমানে পাঠাগারটির অর্থসমস্যা পর্যাপ্ত না হলেও কিছুটা উপশম হয়েছে।

মানকুণ্ডু সাধারণ পাঠাগার ।। মানকুণ্ডু, হুগলী ।

পূর্বাপেক্ষা এদেশে মানুষের গ্রন্থানুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে একথা সকলেই স্বীকার করেন। গ্রন্থাগারের চাহিদাও সে কারণে বেড়েছে। মানকুণ্ডু গ্রামেও তেমনি একটি ভাল গ্রন্থাগারের অভাব ও চাহিদা ছিল বহুকাল। জন দশ পনের লোকের উৎসাহ ও উদ্যমে ৫০ খানি বই নিয়ে বছর বার আগে এ পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে পাওয়া যায় নানা জনের সাহায্য ও সহানুভূতি। দেখা দেয় ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা গৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। অন্যান্য উপায়েও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে গ্রন্থ সংখ্যা ১১৫০, সদস্য সংখ্যা ৮০। বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে গ্রন্থাগারটিকে আধুনিকীকরণের বর্তমান প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

নেতাজী গ্রন্থাগার ॥ কোগাছি ॥ মেদিনীপুর।

গত ২৫শে শ্রাবণ কোগাছি উদ্বাস্তু পল্লীর নেতাজী গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে স্থানীয় মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী ভাষণ প্রদান করেন। অপরাহ্নে এক সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক শ্রীগিরীন্দ্র কুমার মজুমদার গ্রন্থাগার সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন ও উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কয়েকজন ভাষণে অংশ গ্রহণ ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপিত করেন সম্পাদক শ্রীনদীয়া বিহারী কলাই। সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি সেদিনকার অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তুলেছিল।

রামগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ও টাউন হল ॥ রামগঁা ॥ চব্বিশ পরগণা

গত ১লা জুলাই গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরে ২৪শে এপ্রিল গ্রন্থাগারের দ্বিতল গৃহের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়। নতুন নিজস্ব গৃহে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয়েছে। বিগত বছরের কার্যবিবরণীতে সম্পাদক শ্রীউদয়েন্দু সরকার সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। সাধারণ কার্যাবলী ছাড়াও নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি গ্রন্থাগারটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লাব ॥ দক্ষিণেশ্বর ॥

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ পাঠাগারে "দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা" বিষয়ে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধান বক্তা রাজস্ব ও আইন সচিব শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন যে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অঙ্কুর, দেশের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দূরীকরণে তাদের অংশ গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চ-শীলের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আদর্শ বিশ্লেষণ করেন।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়গ্রাম। বর্ধমান।

আমাদের দেশের ষোল আনা গ্রন্থাগারই চাঁদার ওপর নির্ভরশীল। নইলে সেগুলি পরিচালনা করা দুষ্কর। তবুও এদেশে যে সব গ্রন্থাগার চাঁদা দিতে অক্ষম লোকেদের সদস্যপদ দানে কুণ্ঠিত হন না তাদের মধ্যে জাড়গ্রাম মাখনলাল গ্রন্থাগার একটি। সর্বজনের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সাধ্যমত প্রসারের চেষ্টা এ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ করে থাকেন। পাঠাগারের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ হতে ৪০ জন লোক নিয়মিত আসেন। নানাধরণের সেবাকার্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া গ্রন্থাগার ভবনে স্থানীয় নানা নিদর্শন সমন্বিত মিউজিয়াম সংরক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামবাসীদের পূর্ণ সহানুভূতি, পৌর ও সরকারী সাহায্য অর্জন পাঠাগারটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে।

বিরজাচরণ গ্রন্থ মন্দির ॥ মুগবেড়িয়া ॥ মেদিনীপুর।

মুগবেড়িয়ার পরলোকগত চিকিৎসক বিরজাচরণ নন্দের পুত্রগণ পিতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিরজাচরণ গ্রন্থমন্দির নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন ও বিরজাবাবুর প্রায় দুইশত অমূল্য গ্রন্থ উক্ত গ্রন্থাগারে দান করেছেন। গত ৬ই শ্রাবণ গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করেন শ্রীহরিপদ মজুমদার (নীহার, কাঁথি)।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

পেপসুতে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উদ্বোধন

গত ২৩শে জুলাই পাতিয়ালায় পেপসু রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন পেপসুর রাজ্যপাল শ্রীসি, পি. এন, সিং। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুঁথি ও পুস্তক সংগ্রহে ইহা উত্তর ভারতের সুসংগঠিত বৃহত্তম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ব্রীশ ভান তাঁর ভাষণে বলেন যে রাজ্যে একটি ভাল গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠার এক স্বপ্ন ছিল তাঁর বহুদিন থেকে—এখন তা বাস্তবে রূপায়িত হল। এবং এই গ্রন্থাগার এ রাজ্যের আগামী দিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির নবোন্মেষে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে ও রাজ্যের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যস্থান পূরণ করবে।

Archives বিভাগের Director মহীর গাঙ্গা সিংহের পরিচালনায় গ্রন্থাগারটির সংগঠন কাজ সম্পন্ন হয়। ইহার গ্রন্থ সংগ্রহ ২১,৪০০। তন্মধ্যে কয়েক শ' সুবিখ্যাত ও প্রাচীন পুঁথিও আছে। ১৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জৈন পুঁথি 'বিপাক সূত্র' সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করেছেন পাতিয়ালা মহেন্দ্র কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীঠক্করদাস জন্দ্।

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় ইউনেস্কোর সহযোগিতা

গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে মাদ্রাজ ভারতের অগ্রণী রাজ্য। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। আইন অনুযায়ী মাদ্রাজ শহরের এগ্‌মোর অঞ্চলে অবস্থিত ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন পাবলিক লাইব্রেরীটি রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। উক্ত আইনের বলে রাজ্যে প্রকাশিত প্রত্যেক পুস্তক ও পত্রিকার চারখানি করে কপি উক্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সর্বসাধারণের ব্যবহারে গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত। গত বছর ইউনেস্কো এই গ্রন্থাগারটিকে তার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রন্থাগারের ৭০ হাজার গ্রন্থের মধ্যে ৬৫,১৮০ খানি গ্রন্থ ইস্যু করা হয়। পাঠকক্ষে পঠিত হয় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার পুস্তক। লক্ষাধিক লোকের উক্ত সময়ে গ্রন্থাগারে আগমন ঘটে। দক্ষিণ ভারতীয় সকল ভাষার স্বতন্ত্র বিভাগ পরিচালন ছাড়াও ভূতত্ত্ব নৃতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কিত শুষ্ক-গ্রন্থের এক বিরাট সংগ্রহ রয়েছে।

অন্যান্য দেশের খবর :

পশ্চিমী দেশগুলির গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নানাবিধ খবরাদি আমরা অনেক পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির খবর বিশেষ পাই না।

গ্রন্থাগার পত্রিকার বিগত সংখ্যাগুলিতে যেজন্যে আমরা ভারতের নিকটস্থ তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির গ্রন্থাগার সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। এ সংখ্যায় মালয়, সিঙ্গাপুর ও শ্যামদেশের সংবাদ দেওয়া হোল।

মালয় ও সিঙ্গাপুর

মালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশের মতই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম ও অর্থানুকূল্যেই দানা বেঁধে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মালয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইতোমধ্যে দেশব্যাপী এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। বিরাশীটি ছোট শহর ও গ্রামে অন্যূন এক হাজার পুস্তক সম্বলিত একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কুয়ালালামপুর শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহিত সংযোগ, গ্রন্থ-ঋণ ও বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এর জন্যে এশিয়া ফাউণ্ডেশন অর্থ সাহায্য করছেন। তাছাড়াও পেনাঙ, মালাকা প্রভৃতি স্থানে চৌদ্দটি গ্রন্থাগারের মধ্যে কুয়ালালামপুর বুক ক্লাবের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থ প্রেরণের ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার তিন সহস্রাধিক সদস্যের মধ্যে চারশ' জনকে উক্ত গ্রন্থাগার থেকে ডাকযোগে গ্রন্থ সরবরাহ করা, এবং দূর দূরান্তরে বাসে পুস্তক প্রেরণেরও এক বন্দোবস্ত আছে। বলা বাহুল্য এ সমুদয় ব্যবস্থাই সংগৃহীত চাঁদায় পরিচালিত হয়ে থাকে। পেনাঙের Adult Education Association কেবল বিনা চাঁদায় একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত করেন। সরকারী দপ্তরগুলি ব্যতিরেকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও পেরাক মিউজিয়ামে নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি গ্রন্থ সংগ্রহে রীতিমত সমৃদ্ধ। এ বছরের মার্চমাসে প্রতিষ্ঠিত নানিয়াঙ বিশ্ববিদ্যালয়েও গ্রন্থাগারের সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে। মালয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ দানেরও ব্যবস্থা করেছেন।

মালয়ের অংশ হলেও সিঙ্গাপুর দ্বীপটি নিজস্ব বিধান সভা কর্তৃক শাসিত হয়। ১৮৪৪ সালে স্থাপিত সিঙ্গাপুরের ব্যাফেল লাইব্রেরীটি সংগৃহীত চাঁদার অর্থেই চলে। দেশীয় ভাষায় অধিক গ্রন্থ মুদ্রিত ও সংগৃহীত হতে থাকায় লোকের গ্রন্থানুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় শ্যামদেশের অগ্রগতি

বছর দুয়েক আগে ইউনাইটেড নেশনসের পাঁচটি বিভাগ যথা—UNESCO, UNTAA, ILO, WHO এবং FAO'এর সঙ্গে শ্যামদেশের সরকার একটি স্থলগত শিক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্যে চুক্তি করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ করে দেশের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণের সুপারিশ এবং বিশেষজ্ঞ ও কর্মী সৃষ্টি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। গত বছরের মত এবারও মে মাসে উবল নামক স্থানে অনুষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রে সর্বসমেত ষাটজন শিক্ষার্থী উপনীত হন। কৃষি, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প ও সমাজ কল্যাণ ছাড়া সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার শিক্ষা দান সেখানকার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দু'বছরব্যাপী উক্ত শিক্ষার বারটি সপ্তাহে গ্রন্থাগার পরিচালন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বক্তৃতার সঙ্গেই হাতে কলমে যাবতীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেজন্যে কেন্দ্রের গ্রন্থাগারটিকে সর্বপ্রকার আয়োজনে সুসজ্জিত করা ছাড়াও সেটিকে একটি মডেল লাইব্রেরী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চাশটি বইয়ের একটি করে বাক্স দু'টি গ্রামে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। লোকের পাঠানুরাগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি অনুভূত হলে অন্যান্য গ্রামেও অনুরূপ বাক্স পাঠানো হবে।

বিবিধ বার্তা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সফরে এগারজন ভারতীয় গ্রন্থাগারিক

বছর পাঁচেক আগে ভারতের খাদ্য সংকট যখন এক চরম অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতকে লোহা নব্বই কোটি টাকার গম ধার দিয়েছিলেন; এবং ঋণ দাতাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে মোট সুদ থেকে সাত কোটি টাকার মত অর্থ ভারতে ও কিছুটা যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষার জন্যে ব্যয় করা হবে। সেই অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের বৃত্তিজীবী ছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গত বছর এগারজন গ্রন্থাগারিককে U.S. States Department যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্যে মনোনীত করেন। তদনুরূপ এবছরও এগারজন গ্রন্থাগারিক গত ২৯শে সেপ্টেম্বর পাঁচ মাস যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণের জন্যে রওনা হয়েছেন। তন্মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও জাতীয় গ্রন্থাগারের এক নম্বর ক্যাটালগিং

ডিভিশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্তও আছেন। প্রথমে এঁরা ইলিনোয়া শহরে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ে পূর্ব ব্যবস্থিত এক সেমিনারের বক্তৃতা-মালায় যোগদান করবেন। পরে সেখানকার সমাজ ও জীবনযান প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করবেন। অবশ্য তাঁদের প্রত্যেকেই মাস তিনেকের মত নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থাগারে নিজ বিষয় ও প্রয়োজনানুযায়ী অনুশীলনে নিযুক্ত থাকবেন। যাত্রার প্রাক্কালে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে গত বছরের ভ্রমণকারীদের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হন। ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী জনাব কে. জি. সৈয়দাইন এক বিদায়ী ভাষণ দান করেন।

গান্ধী রচনাবলীর পূর্ণ সংস্করণ

ভারত সরকার মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও প্রদত্ত ভাষণের এক সম্পূর্ণ সংস্করণ তিনটি গ্রন্থ-মালায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রথমটি মুদ্রিত হবে যে ভাষায় গান্ধীজী প্রথম লেখেন; এবং বাকি দুটি গ্রন্থ-মালা ইংরিজি ও হিন্দিতে প্রকাশিত হবে। কালানুক্রমে রচনাগুলি বিন্যস্ত হবে। বিশেষ কোনো একটি সংস্থার পক্ষে এ বৃহৎ কাজ সম্ভব নয় বলেই ভারত সরকার কাজটি হাতে নিয়েছেন। শ্রীভারতন কুমারাপ্পা প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নবজীবন প্রেস থেকে গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হবে এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বইয়ের হাসপাতাল

বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থাগার মস্কোর লেনিন লাইব্রেরীর, গ্রন্থ সংগ্রহ এক কোটি ছিয়াশি লক্ষের কাছাকাছি। এ বৃহৎ গ্রন্থাগারে বইয়ের স্বাস্থ্য ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারে একটি বিশেষ বিভাগ আছে যেটিকে বইয়ের হাসপাতাল বলা যেতে পারে। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের জন্যে যেমন বিশেষজ্ঞ থাকেন তেমনি বইপত্তরের নানাবিধ সমস্যার জন্যে উক্ত গ্রন্থাগারে নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আছেন। তন্মধ্যে নির্দিষ্ট আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্যে একদল আবহাওয়া বিশারদ ও নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেকটি বই নিয়মিত Vacuum Cleaner-এর সাহায্যে ঝাড়া হয় তবুও পোকামাকড়ের আক্রমণের আশঙ্কায় একদল কীটতাত্ত্বিক আনুষঙ্গিক সরঞ্জামসহ সর্বদাই সজাগ থাকেন। কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই প্রভৃতির স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞও আছেন সে কথা না বললেও চলে।

সম্পাদকীয়

মানব সমাজের বিবর্তনের মূল ধারাটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে সমাজকে হৃদয়াবেগ থেকে অল্পে অল্পে মস্তিষ্কের প্রাধান্যে স্থাপিত করাই একটা প্রধান সূত্রের কাজ করেছে। প্রকৃতি বন্দনার কবিতার মধ্য দিয়ে যে মানুষের মনোবিকাশের সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণতি এসেছে তথ্যপূর্ণ, গভীর চিন্তাপূর্ণ সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বর্তমানের কাব্যে পর্যন্ত হৃদয়াবেগের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তার উপাদান চালিয়ে দেওয়া হয়, এ সত্যও আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার জিনিষ।

হয়তো অনেকে বলবেন যে কাব্য উপভোগ করবেন যাঁরা তাঁদের মত করে করতে গিয়েই তার মধ্যে আবেগ ছাড়াও অন্য উপাদান এসে পড়ে। কিন্তু পরিমাণের তারতম্য লক্ষ্য করলেই স্বীকার করবো যে মূলতঃ হৃদয়াবেগ কেন্দ্রিক এই সব সৃষ্টিতে অন্য অনুভূতি মেশানোর অনুপাতের তফাৎ ঘটেছে।

ইতিহাসে অল্পে অল্পে মস্তিষ্কের এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা তার বিজয় অভিযানেরই নির্দেশ দেয়। এই বিজয় অভিযানে অপর যে জিনিষ মানুষকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে তা হচ্ছে তার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত করে রাখার, তাকে প্রয়োজনমত কাজে লাগানোর ক্ষমতা ; এক পুরুষ বা দুই পুরুষের অভিজ্ঞতাকে, একদল বা দু'দলের সংগৃহীত জ্ঞানকে হয়তো মুখে মুখে অবিকৃত ভাবে সঞ্চারিত করে দেওয়া সম্ভব হোত। কিন্তু বহু জনের এবং বহুকালের অভিজ্ঞতাকে সকলের কাছে সহজ লভ্য করার সম্ভাবনা এলো অন্য পথে।

সমস্ত ইতিহাসকে ধাপে ধাপে অনুসরণ করার উদ্দেশ্য এ প্রবন্ধের নয়। কাজেই এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে কাগজের ও ছাপাখানার অবাধ ব্যবহারই মূলতঃ ঐ সব বহুযুগের এবং বহুজনের সংগৃহীত জ্ঞান ভাণ্ডারের রক্ষাকে সম্ভব করেছে বর্তমানের গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে।

বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগারের এই সংগ্রহ ভাণ্ডার ছাড়াও আর একটা রূপ আছে। জনসাধারণের প্রয়োজন ঘটলেই সংগৃহীত জ্ঞানের সঞ্চারক কেন্দ্রের কাজ করাই হ'চ্ছে এ রূপ।

সমাজের মানুষকে আবেগ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার একটা সাধারণ কাঠামোয় গড়ে তোলার জন্য সমাজে শিক্ষায়তন প্রভৃতির প্রয়োজন ঘটে। তার পরেও প্রত্যেকের পরিপূর্ণ বিকাশের যেটুকু করে বাকি থাকে তা সম্পূর্ণ করার উপায় এই বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগারেই আছে। গ্রন্থাগার কি ভাবে তার এই মহৎ কর্তব্য পালন

করতে পারবে এই চিন্তাতেই উত্তর কালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। এ' বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারকে সুসজ্জিত করে আনন্দিত হওয়া নয়, এ' বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে গ্রন্থাগারকে সর্বতোভাবে, সকলের কাছে, সবচেয়ে সহজে ব্যবহার করার উপযোগী করে তোলা।

তাই দেখি বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগার তার শ্রেণী বিভাগের মধ্য দিয়ে, তার সূচীলেখের মধ্য দিয়ে এই পাঠকদলেরই তৃপ্তি সাধনে উদ্যত। অনেক সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রন্থাগারকে এই আগত বা অনাগত পাঠকের উপযোগী করে রাখা গ্রন্থাগার পরিচালকদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

কিন্তু সমস্ত চেষ্টার পরেও সমস্যা আসে। গ্রন্থাগারকে যত নিপুণ ভাবেই সংগঠিত করা যাক না কেন, তার সূচীলেখ বা অন্য সরঞ্জাম যতই বিশদ বা ত্রুটিহীন হোক না কেন তাদের সামর্থ্যকে ছাড়িয়েও মানুষের কাছ থেকে প্রশ্ন আসে। এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যই বর্তমানের গ্রন্থাগারের সজীব ও নির্জীব সমস্ত সরঞ্জামকে যেন আর এক অতি সংগঠনে পরিণত করা হয়। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের এই এক সংগঠনে সংগঠিত হয়ে যাওয়া এও এক অভিজ্ঞতার জিনিষ। কারণ আগে জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সমাজ দেহে জ্ঞান সঞ্চারণে গ্রন্থাগারিকের এত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন ঘটেনি।

সূচীলেখ বা শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বইয়ের যে অংশকে বা যে তথ্যকে পাঠকের কাছে তুলে ধরা সম্ভবপর হল না সেই সব আড়ালের জিনিষকে পাঠকের প্রয়োজন মত এগিয়ে দেওয়াকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সূত্র-সন্ধান নাম দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজ মনে যত কৌতূহল বাড়তে থাকে, জীবনকে নিরঙ্কুশ ভাবে জানার ইচ্ছা যত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, এই সূত্র-সন্ধানের প্রশ্নও গ্রন্থাগারে তত ব্যাপকভাবে আসতে থাকে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি নানা কারণে সমাজে উপযুক্ত মর্যাদায় এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এক দ্রুত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে চলেছে। কাজেই নানা ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার উপায়ের সঙ্গে বর্তমানের গ্রন্থাগারিকদের পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে। এই প্রশ্নগুলির সমস্তই দেশ-কাল পাত্রের মধ্য দিয়ে উঠে আসে। কাজেই তার একটা মোটামুটি রূপ কল্পনা করা অসম্ভব নয়। এবং এর জন্য প্রস্তুত হওয়া চলে। আমাদের গ্রন্থাগারিকেরা এর জন্য সচেতন হোন এই আমাদের একমাত্র কামনা।

"চারিদিকে বইয়ের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকাতে একটা উপকার আছে। বই চক্ষিশ ঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবীতে চামড়ায় ঢাকা মন নামক একটি পদার্থ আছে।"—প্রমথ চৌধুরী

অতএব

বই কিনুন। বই পড়ুন। বই উপহার দিন।

॥ উপন্যাস ॥

সূর্যগ্রাস (২য় সংস্করণ — ৩৷৷০
সুশীল জানা

তাপসী—
প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

॥ অনুবাদ উপন্যাস ॥

রাত্রিশেষ — ২৷৷০
চেন তোং-কে

দুরন্ত নদী — ৪৷৷০
আনা সুই স্ট্রং

॥ প্রবন্ধ ॥

বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা - ৪৲
কপিল ভট্টাচার্য

॥ সাহিত্যিকের জীবনকথা ॥

চলমান জীবন : ১ম খণ্ড— ৫৲
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ রম্য-রচনা ॥

পথে প্রান্তরে— ৩৷৷০
'বেতুইন'

॥ কিশোর-সাহিত্য ॥

দারু-মূর্তির রহস্য— ১৷৷০
যতীন্দ্র দত্ত

সুন্দরবনের চিঠি— ১৷৷০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সোনার কমল— ২৲
পান্ডুলেখক

উজালা - ২৲
বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতের কথা ও কাহিনী— ১৷৷০
নীলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আনন্দমঠ (সংক্ষেপিত — ২৲
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কঙ্কাবতী (সংক্ষেপিত)— ২৲
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

জগৎজোড়া খেলার মেলা— ২৲
শ্রীখেলোয়াড়

সেকালের গল্প (১ম খণ্ড) — ১৲
সেকালের গল্প (২য় খণ্ড)— ১৷৷০
সেকালের গল্প (৩য় খণ্ড)— ১৷৷০
সুশীল জানা

॥ *শিশু-সাহিত্য* ॥

ছোটদের ছোই বই (বোবো, মিনুনি, কাটুষ ও বাঘমামা—৪টি বই একত্রে) —শৈল চক্রবর্তী—১৲। **নীলপাখি** (নূতন সংস্করণ)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—১৲। **চীনের উপকথা**—শ্রীজয়ন্তকুমার—২৷৷০ **শিশুরঞ্জন রামায়ণ**—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—১৲।

॥ *ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ* ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত—কাপড়ে বাঁধাই—৩৲, বোর্ড বাঁধাই—৩৷৷০।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ হ্যারিসন রোড ঃ কলিকাতা ৯

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা

Regd. No. C-3910

গ্রন্থাগার ॥ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন—১৩৬৩

প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

জেনারেলের গ্রন্থ-চয়ন

মোহিতলাল মজুমদারের

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

বহুপ্রত্যাশিত চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য পাঁচটাকা

●

সদ্যপ্রকাশিত জ্যোতির্ময়ী দেবীর

আরাবল্লীর আড়ালে

রাজস্থানের একটি রাজ্যের অন্তঃপুরের কয়েকটি কাহিনী। মূল্য দেড়টাকা মাত্র

●

ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পি-এইচ-ডি কৃত

প্রাচীন রাজ্যশাসন পদ্ধতি

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। চাণক্যের রাজ্যশাসন পদ্ধতির অনুসরণ আজও চলিতেছে,—পার্থক্য কিছু হইয়াছে কি? প্রত্যেকেরই এই গ্রন্থ পাঠকরা উচিত। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

●

ডাঃ বসাকের আর একখানি গ্রন্থ

রা ম চ রি ত

১২০০ খৃষ্টাব্দের বাঙালী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত সংস্কৃত ভাষার তালপত্রে লিখিত ঐতিহাসিক জীবন চরিতের ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থখানি পাল যুগের প্রামাণ্য ইতিহাস এবং গৌড়াধিপ রামপালের জীবন-আলেখ্য। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

●

জে না রে ল

প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আমাদের বিস্তারিত মূল্য তালিকার জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ ॥ পৌষ : ১৩৬৩ ॥ ৯ম সংখ্যা

সম্পাদক : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

: সূচী :

পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস	১৯৯
গ্রন্থাগার ভবন—বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	২১৩
চিঠিপত্র ...	২২০
হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন	২২১
মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন	২২২
পরিষদ কথা	২২৩
গ্রন্থ-সমালোচনা	২২৭
সম্পাদকীয়	২৩০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলা ভাষায় রুশ সাহিত্য পরিবেষণ

মূল রুশ হইতে অনূদিত

সাহিত্য

১। তলস্তয়ের গল্প

॥ অফসেটে ছাপা চারিখানি বহুরঙা ও চারিখানি একরঙা চিত্র এবং বহুরঙা প্রচ্ছদপট ॥

দাম এক টাকা দুই আনা

২। উক্রাইনীয় উপকথা

॥ অফসেটে ছাপা চারিখানি বহুরঙা ও তিনখানি একরঙা চিত্র ও বহুরঙা প্রচ্ছদপট ॥

দাম এক টাকা দুই আনা

৩। নাজাত্যা ও তার বন্ধুদের অভিযান

এন. নসভ

॥ পাতায় পাতায় ছবি।

শীঘ্রই বাহির হইবে ॥

৪। মুমু

ইভান তুর্গেনেভ

॥ পাতায় পাতায় ছবি। যন্ত্রস্থ ॥

বিজ্ঞান

১। মানবজাতির উদ্ভব

গ. গুরেভ

॥ অসংখ্য চিত্র সম্বলিত জনশিক্ষার উপযুক্ত প্রামাণিক বিজ্ঞানের বই।

শীঘ্রই বাহির হইবে ॥

২। বিশ্ব ও পরমাণু

ভ. মেজেন্‌ৎসিয়েভ

॥ সাধারণের পক্ষে পদার্থবিজ্ঞানে জ্ঞানলাভের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়। সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত সচিত্র গ্রন্থ। যন্ত্রস্থ ॥

৩। বিশ্ব-পরিচিতি

অধ্যাপক স. ক. ফ্‌সেখস্‌ভিয়াৎস্কি

॥ সহজবোধ্য ভাষায় বিশ্বজগতের রহস্য ব্যাখ্যা।

শীঘ্রই বাহির হইবে ॥

সর্বপ্রথম বাংলায় অনূদিত

সেবাস্তপোলের কাহিনী

লেভ তলস্তয়ের এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে অনুবাদ করিয়াছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক শ্রীসরোজকুমার দত্ত। বাংলা সংস্করণে মূল রুশ সংস্করণে প্রকাশিত চিত্রগুলির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীসূর্য্য রায়। ডবল রয়াল ষোল পেজী ১৬৭ পৃষ্ঠা।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী

বুক্‌স্ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্‌স্

৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আপনার দেশের সেবায় নিরত

ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্

প্রস্তুত কারক ঃ

পলি থিন কোটেড পলি ক্রাফ্‌ট্ পেপার এবং পলি বোর্ড

প্যাকিংয়ের জন্য

(ক) এম. জি. রিবড্ ক্রাফ্‌ট্
(খ) এম. এফ্. আনরিড্ ক্রাফ্‌ট্
(গ) ওয়াটার প্রুফ ক্রাফ্‌ট্
(ঘ) ক্রেপ ক্রাফ্‌ট্

লেখা ও ছাপার জন্য

(ক) হোয়াইট প্রিন্টিং
(খ) ক্রিম লেড
(গ) সেমি ব্লিচ্‌ড
(ঘ) আনব্লিচ্‌ড

প্যাকিং ও মোড়কের জন্য

ব্রাউন র‍্যাপিং

বাক্স ও কার্টুন তৈরীর জন্য

(ক) কার্টুন বোর্ড
(খ) এম. জি. গ্রে বোর্ড
(গ) এম. এফ. গ্রে বোর্ড
(ঘ) ট্রিপ্লেক্স
(ঙ) ডুপ্লেক্স
(চ) কার্টিজ
(ছ) টিকেট বোর্ড
(জ) কভার বোর্ড

ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্ লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস্

বিড়লা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড্

৮, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-জীবনী

"বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত রবীন্দ্র-জীবনীর চতুর্থ বা শেষ খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

"এই ঘটনাটি বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ব্যাপার যেমন স্মরণীয় চার খণ্ডে সমাপ্ত এই জীবনী বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসে। এখন নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, এই জীবনী রচনার দ্বারা প্রভাতবাবু সমগ্র বাঙালী সমাজকে ঋণ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, আর নিজেকে সাহিত্যিক অমরতার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কবিগুরু আশী বছরের তথ্য ও স্বপ্নবহুল মহৎ জীবনের যোগ্য আধার চারি খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ পুস্তক।

"সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ বই উপভোগ্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য-জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে এ বই একেবারেই অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কম বই বাংলা ভাষায় লিখিত হয় নাই, আর নিত্য নূতন বই প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। সকল লেখকের তথ্যনিষ্ঠা সমান নয়। কখনো বা স্বভাবের শিথিলতায়, কখনো বা উদ্দেশ্যবিশেষের প্রয়োচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ও কাল্পনিক তথ্যের সমাবেশ দেখা যায় অনেক গ্রন্থে। এবারে সে পথ বন্ধ হওয়া উচিত। প্রভাতবাবু চার খণ্ডের চার হাতে কালানুক্রমিক সজ্জিত তথ্য (সেই সঙ্গে স্বকীয় মন্তব্যও আছে) বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। ভবিষ্যতে যিনিই রবীন্দ্র-সাহিত্য বা রবীন্দ্র-জীবন সম্বন্ধে লিখুন-না কেন, প্রভাতবাবুকে লঙ্ঘন করিয়া চলিবার পথ বন্ধ হইল।"—কমলাকান্তের আসর। আনন্দবাজার পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড ॥ ১২৬৮—১৩০৮ ॥ ১৮৬১—১৯০১ ॥ **মূল্য সাড়ে আট টাকা**

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৩০৮—১৩২৫ ॥ ১৯০১—১৯১৮ ॥ **মূল্য দশ টাকা**

তৃতীয় খণ্ড ॥ ১৩২৫—১৩৪১ ॥ ১৯১৯—১৯৩৪ ॥ **মূল্য দশ টাকা**

চতুর্থ খণ্ড ॥ ১৩৪২—১৩৪৮ ॥ ১৯৩৫—১৯৪১ ॥ **মূল্য দশ টাকা**

বিশ্বভারতী • ৬।৩ দ্বারকনাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- "গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র; প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।
- সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত হইলে ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬।০ হইতে ৮।০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে।
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় চিঠিপত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২ (Central Library, The University, Calcutta 12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই রাখিবার মত বই

শ্রীসুধেন্দুশেখর সরকারের

লালু

যারা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরে ধ্বংসের মুখে চলেছে, তবুও জীবনের মহাসার্থক পথে চলার যাদের বিরাম নেই; সেই মধ্যবিত্ত ঘরের কলেজী ছাত্রের ব্যথাভরা এক অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব কাহিনী। প্রখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত।

১০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য—১৸০, বোর্ড বাঁধাই।

প্রাপ্তিস্থান:

সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী

১০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হিন্দুস্থান ষ্টুডেণ্টস্ বুক ডিপো (প্রাইভেট) লিঃ

১৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ক্ষণ সত্য ও যুগ সত্য

"ক্ষণ সত্য ক্ষণস্থায়ী শেষ পর্যন্ত যুগ ও সত্যের জয় অবধারিত"—বলেছেন লেখক ফাদায়েভ। আর এই ঘোষণাই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি রাউট্'-এ।.....কাপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় লাল-ফৌজের পরাজয় কমাক বাহিনীর হাতে। কিন্তু যুগ সত্যের পতাকাবাহী লালফৌজের এই বিপর্যয় কি স্থায়ী হতে পারে? এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন ফাদায়েভ তাঁর এই বইখানিতে।

The Rout - এ ফাদায়েভ ১৸৵০

আর দুটি আধুনিক সোবিয়েত উপন্যাস

ভি কাভেরিন
Open Book

একটি ছোট্ট মেয়ের কাহিনী। বয়স বাড়ার সাথে সাথে যে মেয়ের পরিণতি হল এক সার্থক বিজ্ঞানীতে। কিন্তু বিজ্ঞানীর জীবনের সীমা কি কেবলমাত্র পুঁথি আর ল্যাবরেটারীতে, প্রেম ভালবাসা কি থাকবেনা? সে তাই ভালবাসল, আর সেই কাহিনীই বলেছেন ভি, কাভেরিন তাঁর Open Book উপন্যাসে। ৪/০

ভি গ্রোমিল
Those who seek

এমন একটি উপন্যাস যার নায়কের শৈশব থেকে মনে ছিল বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা আর যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের কল্পনা। কিন্তু সে পথে এলো কত বাধা, কত বিঘ্ন। এমন কি জীবনের ব্যক্তিগত প্রেমও পারল না তার সাথে আপোস করতে। ২৸০

মস্কো থেকে বাংলা ভাষায় নাটক

আলেক্সান্দ্র নিকোলায়েভিচ অস্ত্রোভ্স্কি
বেলুগিনের বিবাহ

অনুবাদক : নীরেন্দ্রনাথ রায়

শীঘ্রই আসবে।

দাম : ১৸০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শাখা : ৩২ ম্যাডান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ]　　পৌষ : ১৩৬৩　　[৯ম সংখ্যা

পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার দিবস

বিভিন্ন জেলায় বিপুল উদ্দীপনার সহিত উদযাপন। জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বেসরকারী প্রতিনিধিমূলক পরিচালন সংস্থা গঠনের দাবী।

গত ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে সারা পশ্চিম বাংলায় বিপুল উদ্দীপনার সহিত গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। পরিষদের নির্দেশে স্বীয় সুবিধা অনুযায়ী ঐদিন হতে পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠান উক্ত দিবস পালনে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাচীর পত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, জনসভা ও প্রমোদানুষ্ঠান সর্বত্র ঐদিনের কর্ম-সূচীর প্রধান অঙ্গ হিসাবে দেখা যায়।

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় জনসভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে কলেজ স্কোয়ারে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে এক কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভার মাননীয় স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

এতদুপলক্ষে ২১শে ডিসেম্বর কুমার সিং হলে আয়োজিত এক পুস্তক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

কেন্দ্রীয় জনসভার প্রারম্ভে পরিষদ সম্পাদক শ্রীকবিভূষণ রায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও পরিষদের গত তিরিশ বছরের কর্ম ধারার পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পরিষদ

গঠনের মূল আদর্শ ও স্বপ্ন ছিল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অভ্যুন্নতি। এই স্বপ্নকে সফল ও সহজে রূপায়িত করার তাগিদে দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন আন্দোলনের পথিকৃতগণ। কুশলী কর্মী সৃষ্টি, পত্র পত্রিকা প্রকাশনা, কর্মীদের ভেতর সংযোগ স্থাপন প্রভৃতি প্রধানতঃ তৎকালীন কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল, যার এক পরিবর্ধিত রূপ পরিলক্ষিত হয় বর্তমান কর্মসূচীতে। অর্থাভাব ও বহুবিধ অসুবিধাজনিত কারণে পরিকল্পিত বহু কাজই অসম্পূর্ণ থেকে গেলেও পরিষদ তার বাংলা মুখপত্র গ্রন্থাগার পত্রিকাটিকে ষাণ্মাসিকে রূপান্তরিত ও বিভিন্ন জেলায় শিবির শিক্ষণের কাজে অবতীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে পরিষদের অজস্র অভাব অসুবিধার উপলব্ধির মধ্যেও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্যোগ ও আয়োজনে পরিষদ আনন্দিত।

প্রধান অতিথি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন যে—গ্রন্থাগার শুধু কিছু সংখ্যক পুস্তকের সংগ্রহ মাত্র নয়—মানুষের চিন্তাকে বলিষ্ঠ ও সুগঠিত করার এবং তাকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান—যে কারণে গ্রন্থাগারকে সমাজ শিক্ষায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মীর—যাঁদের কাজ গতানুগতিক হলে চলবে না—পাঠক সমাজকে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে হবে তাঁদের এবং নির্দেশ দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সকল কর্মীকেই।

পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপনকালে এক ভূমিকা দান করেন ও গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রকৃতির পর্যালোচনা করেন :

কেন্দ্রীয় জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

"দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনের উপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহু কাল যাবৎ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছেন এবং এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাতেই

এতাবৎকাল দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সভা মনে করে যে, সরকার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সমস্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত জনসাধারণের অধিক সংখ্যক উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সংযুক্ত করিয়া জনসাধারণের সর্বাধিক সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে, কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সাফল্য সহকারে সমন্বিত করিতে পারিলে এবং গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কার্যে নূতন কর্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে তবেই সরকারী শুভ প্রচেষ্টা যথোচিত সাফল্য লাভ করিবে।

এই সভা আরও মনে করে যে, প্রতি জেলায় গ্রন্থাগার সংগঠন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইতেছে তাহা পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান দ্বারা যাহাতে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুপরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য সরকারের সহিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই সভা উপরি উক্ত বিষয়গুলির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উদ্যোগী হইয়া এবিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।"

প্রস্তাব সমর্থন করে শ্রীবি, এস, কেশবন বলেন যে সরকার জনকল্যাণের জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন এটা আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের কথা। আগেকার আমলে সরকার কখনও কোন ভাল কাজে হাত দিলেও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে করতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় পুস্তক রেজেষ্ট্রীর আইনে আজ আমাদের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও ঐ আইন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্যেই তৎকালে প্রণয়িত হয়। সরকারের জেলা গ্রন্থাগার পরিকল্পনা প্রভৃতি খুবই আশা ও আনন্দের বিষয়। কিন্তু সরকার স্বীয় প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হবার সময় যে সংস্থা ও যাঁরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মনিরত রয়েছেন এবং যথাযথ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলে সার্থক পথের সন্ধান ও সুষ্ঠু সুপরিচালনের কাজে উপকৃত হবেন। আমরা বলছিনা যে সরকার শুধু আমাদের পরামর্শই নিন, পুস্তক নির্বাচনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করাও উচিৎ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র প্রস্তাব সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন যে সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যা কিছু করছেন তাকে সফল করতে হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য ও পরামর্শ

একান্ত আবশ্যক। গ্রন্থাগার দিবসে উপস্থিত সকলকে পরিষদের সদস্য বৃদ্ধি ও পরিষদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা স্থাপনের সঙ্কল্প নিতে বলেন।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা কাঠামো যেমন জনসাধারণের সৃষ্টি তেমনি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলিও জনসাধারণের সৃষ্টি। আমরা দশ বছর স্বাধীনতা পেয়েছি—সরকার আমাদের অনেক উদ্দেশ্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, গ্রন্থাগারকে অবশ্য সরকার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেননি। সমাজ শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে মাত্র গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা স্বীকার ক'রেছেন। আমরা এতে দুঃখিত নই। গ্রন্থাগার সমাজ-শিক্ষার প্রধান মাধ্যম একথা আমরাই বরাবর প্রচার ক'রে এসেছি। গ্রন্থাগার স্বীকৃতি পেয়েছে—এতেই আমাদের আনন্দ। কিন্তু এই স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি সুগঠিত জনমতের জন্য। এই জনমত গঠনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে চেষ্টা ক'রেছে তাতে যদি পরিষদের চেষ্টায় সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন মনে করা হয় তা'হলে হয়ত খুব অন্যায় করা হবে না। কিন্তু সরকারী স্বীকৃতির কতটুকু সুবিধা আজ আমরা পেতে পারছি? সরকারের কাজকে কি আমরা ঠিকভাবে চালনা ক'রতে পারছি। সরকারী নিয়ন্ত্রণ সর্বাংশে ভাল হ'তে পারে না। পুস্তক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার না পেলে কর্মীদের কাজে উৎসাহ আসে না। তা'ছাড়া প্রত্যেক অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যা থাকে. সেই সব সমস্যার সমাধানের ভার স্থানীয় কর্মীদের উপর দেওয়াতেই ভাল ফল পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আজ মেকলের "filtration theory" বা শিক্ষাক্ষেত্রে "পরিস্রুতিবাদ" চ'লতে পারে না। জনসাধারণের সকলের মধ্যেই প্রথম শিক্ষাপ্রচার করা প্রয়োজন—উৎকর্ষ হ'বে তার পরে। বস্তুতঃ সরকার আজ জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এই আমাদের আবেদন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুবার সরকারকে সহযোগিতা দিতে চেয়েছেন। আমরা অভিমানভরেই ব'লছি আমাদের সে সহযোগিতা সরকার গ্রহণ করেন নি।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণে বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি ব'লতে পারি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের প্রচেষ্টার ফল। আমি স্বীকার ক'রতে বাধ্য দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি আমরা ক'রতে পারি নি'।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টা নেই একথা আমি ব'লছি না—কিন্তু কেন আমরা যথোচিত আগ্রহের সৃষ্টি ক'রতে পারছি না ? সরকার আজ কোন কাজেই সফল হ'তে পারেন না, যদি জনসাধারণের উপযুক্ত সহযোগিতা না পান। সরকারের যেমন কর্তব্য জনকল্যাণের জন্য জনসাধারণের মঙ্গলের চেষ্টা করা জনসাধারণেরও উচিত তেমনই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। বেসরকারী জনমত আজ সম্পূর্ণভাবে সরকারী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে। দেশের কল্যাণসাধন করা আজ সমস্ত দেশের লোকের কাজ—সরকারী কয়েকজন লোকের মাত্র কাজ নয়। পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ বিচারশীল—অন্য রাজ্যের লোকের মত এরা উন্মাদনার সঙ্গে সরকারের সব পরিকল্পনাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে না। গ্রন্থাগারিকদের আজ প্রধান দায়িত্ব জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ-প্রীতি সৃষ্টি করা। আজকে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হ'য়েছে এ প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপদেশ ও সাহায্য সরকারের উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রবে।

পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কুমার সিং হলে আয়োজিত পুস্তক প্রদর্শনীটি পরদিন ২১শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। পরিষদ প্রনয়িত গ্রন্থাগারে সংগ্রহিতব্য ১৩০০ আরম্ভিক গ্রন্থ তালিকার গ্রন্থ ও ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রায় সমুদয় গ্রন্থই প্রদর্শিত হয়। দুটি ভাগে বিভক্ত প্রদর্শনীটি বর্গীকৃতভাবে সাজানো হয় ও পরবর্তী সাত দিন খোলা থাকে।

প্রদর্শনী উদ্বোধন কালে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে এই জাতীয় প্রদর্শনীতে যেমন পাঠক, প্রকাশক, লেখক ও মুদ্রাকরদের আগ্রহ থাকে গ্রন্থাগারিকেরও তেমনি এক বিশেষ আগ্রহ থাকে। পুস্তক নির্বাচনে পুস্তকে লিখিত বিষয়ের যেমন গুরুত্ব আছে পুস্তকের বহিরঙ্গেরও তেমনি গুরুত্ব আছে। এই বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনে বাংলাদেশের বিপুল উন্নতি হয়েছে। অনেক সময় সমসাময়িক গ্রন্থের খবর পাঠকদের নিকট পৌঁছায় না। এই প্রদর্শনীকে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখানর বন্দোবস্ত করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। একাজে প্রকাশকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন।

সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রনী, কিন্তু বাংলাদেশে গ্রন্থের বিক্রয় সীমাবদ্ধ। আজ

অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রন্থ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে ১২ হতে ১৬ বছরের কিশোরদের উপযুক্ত বইয়ের খুবই অভাব। এ বিষয়ে প্রকাশক সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে। লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় এ ধরণের প্রদর্শনী ও অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণের গ্রন্থ পাঠ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হোক এ আমার একান্ত কামনা।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশকগণ আমাদের প্রদর্শনী আয়োজনে সহযোগিতা করায় তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি :

ঈষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং
শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
কমলা বুক ডিপো
রীডার্স কর্ণার
বেঙ্গল পাবলিসার্স
এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ
চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ
মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী
বিশ্ব ভারতী
জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড
পাবলিসার্স
উদ্বোধন
র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
অরবিন্দ পাঠ মন্দির
ভট্টাচার্য সন্স (প্রাঃ) লিঃ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
প্রেসীডেন্সী লাইব্রেরী
থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
ক্যালকাটা বুক ক্লাব
ওরিয়েণ্ট লঙম্যানস লিঃ
সাধারণ পাবলিসার্স
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ
পশ্চিমবঙ্গ ভূদান যজ্ঞ সমিতি
সিগনেট প্রেস
ওরিয়েণ্ট বুক কোং
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস

বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের সংবাদ

পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পরিষদ কার্যালয়ে এসেছে। কিন্তু যথাসময়ে অনুষ্ঠানের বিবরণ সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে না পাওয়ায় অল্প কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হল:

বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী ॥ কুটিঘাট রোড ॥ কলিকাতা-৩৬।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বরাহনগরের পৌর প্রধান শ্রীকানাই লাল ঢোলের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এই সভায় বরাহনগরের গ্রন্থাগারগুলিকে লইয়া "বরাহনগর গ্রন্থাগার সঙ্ঘ" গঠনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত ঢোল পৌর প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা এই সভায় ব্যক্ত করেন ও উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পর বরাহনগরের গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে পৌর প্রতিষ্ঠানের সর্ববিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

মহাজাতি পাঠাগার ॥ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২।

মহাজাতি পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও ভূমিকা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। উক্ত দিনে গ্রন্থাগারের কর্মীরা নতুন সদস্য বৃদ্ধি ও পুস্তক সংগ্রহের জন্য স্থানীয় অঞ্চলে সবিশেষ চেষ্টা করেন।

সিঁথি ঘুঘুডাঙ্গা গ্রন্থাগার দিবস পালন কমিটি

সিঁথি ও ঘুঘুডাঙ্গা অঞ্চলে অবস্থিত দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগার, সিঁথি বনমালী বিপিন সাধারণ পাঠাগার, কিশোর মহল, বিদ্যুৎচক্র সাধারণ পাঠাগার ও নবজাতক পাঠাগারের সম্মিলিত উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালনের জন্য এক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি উক্ত অঞ্চলে সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী গ্রহণ করেন। জনসভা ও প্রমোদানুষ্ঠান কর্মসূচীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন।

প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বেলঘরিয়া ॥ চব্বিশ পরগণা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বেলঘরিয়া প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী সপ্তাহকালব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ২০শে ডিসেম্বর শ্রীননীগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক সভা হয়। সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এক ভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিনে এক প্রাচীর পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ২২শে ডিসেম্বর শ্রীরাইমোহন সাহার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীরবীন রায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আয়োজিত কবিতার অংশ গ্রহণ করেন। পরদিন ২৩শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এক সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য এক নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅনাদি প্রসাদ সিংহ। স্থানীয় শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রের এক প্রদর্শনী হয় ২৭শে ডিসেম্বর। পরবর্তী দিনগুলিতে যথাক্রমে সাংস্কৃতিক প্রমোদানুষ্ঠান, বিতর্ক সভা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহে যোগদান করেন।

আনন্দমঠ ॥ ইছাপুর ॥ চব্বিশ পরগণা

গ্রন্থাগার দিবসে পুস্তক, অর্থ এবং যোগাযোগ রক্ষা করিয়া স্থানীয় পাঠাগার-গুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার নিমিত্ত জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইয়া প্রাচীর পত্র প্রকাশ করা হয়। এবং গ্রন্থাগার দিবসে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অর্থ এবং পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই পরিক্রমায় মোট ৪০ খানা পুস্তক এবং ১১৸৵০ আনা সংগৃহীত হয়।

আনন্দমঠ কল্যাণ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার ভবনে রাত্রিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, এর পরিচালন পদ্ধতি ও গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার দিবসে যাঁরা পুস্তক ও অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পাঠাগারের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা শৃঙ্খলা ও পরিচালকগণের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

প্রেক্ষাগার দিবসে স্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

(ফটো ও ব্লক আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে কুমার সিং হলে আয়োজিত গ্রন্থ-প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়।

ফটো : সুব্রত দত্ত

গ্রন্থ-প্রদর্শনীর সাহিত্য বিভাগের একটি অংশ

প্রদর্শনীতে শিশু সাহিত্য বিভাগ

ফটো : গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে কলিকাতায় শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটে শান্তি ইনষ্টিটিউট ভবনে আয়োজিত গ্রন্থ, প্রাচীর-পত্র ও গ্রন্থ-প্রচ্ছদ প্রদর্শনীর একাংশ।

হাওড়ায় মাজু গ্রামে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের শেষের দিকে সভাপতি ডঃ নীহার রঞ্জন রায় চলিয়া যাওয়ায় জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীরতন মণি চট্টোপাধ্যায় এম,এল,এ, মহাশয়কে সভাপতিত্ব করিতে চিত্রে দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীশশিভূষণ রায় মহাশয়কে (বাম দিক হইতে দ্বিতীয়) সভামঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে।

রামগঞ্জ নারায়ণী পাঠাগার ॥ বিশ্বনাথপুর ॥ চব্বিশ পরগণা।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগার ভবন সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে এক সভায় আলোচনাদি ও আবৃত্তি, পঠন ও গল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীকমলাকান্ত ভারতী। পুস্তক ও এক প্রাচীন পত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়। এই দিনে গ্রামবাসীদের নিকট হতে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়।

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার ॥ চাকদহ ॥ নদীয়া।

২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠিত এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়: ১। এই সভা পুস্তকের উপর বিক্রয় কর তুলিয়া দিতে সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। ২। গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের জন্য ত্রুটিযুক্ত প্রচ্ছদের পরিবর্তে মজবুত বাঁধাই এবং ভাল কাগজ দ্বারা গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে এই সভা প্রকাশকদের অনুরোধ করিতেছে। ৩। এই সভা সরকার পরিচালিত জেলা গ্রন্থাগার পরিষদে অধিক সংখ্যায় বেসরকারী প্রতিনিধি নিতে অনুরোধ করিতেছে।

শ্রীগদাদের গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ঐদিন অপরাহ্নে এক জনসভা আহূত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীশক্তিপদ কুণ্ডু। গ্রন্থাগারিক শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে স্বাধীন দেশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এক ভাষণ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে সরকারী শৈথিল্য ও দেশের স্বতঃস্ফূর্ত গ্রন্থাগার পরিচালনে আর্থিক অনটনের প্রসঙ্গও তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনে শিক্ষিত যুবকদের সবিশেষ সচেষ্ট হতে পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে আন্দোলনের উন্নতিবিধানের দায়িত্ব একা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নয়। এর নৈতিক দায়িত্ব সকলেরই রয়েছে।

নোয়াড়া-গোয়াড়া জ্ঞানেন্দ্র গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্দ্ধমান।

২০শে ডিসেম্বর নোয়াড়া-গোয়াড়া জ্ঞানেন্দ্র গ্রন্থাগার গৃহে গ্রন্থাগার দিবস সমারোহের সহিত পালিত হয়। অনুষ্ঠিত এক সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীগৌরহরি কুমার। সম্পাদক শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯শে আগষ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস তারিখের পরিবর্তন করার কারণ সুন্দরভাবে

ব্যাখ্যা করেন। পল্লীজীবনে গ্রন্থাগারের অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি একটি ভাষণ দান করেন। সভাপতি প্রত্যেক গ্রামে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

পারহাট এডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবসে পারহাট এডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী এক প্রভাত ফেরীর আয়োজন করেন। তাতে যোগদান করেন গ্রন্থাগারের শতাধিক সভ্য ও সভ্যা। কর্মীরা সারাদিনে গ্রন্থাগার তহবিলের জন্যে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সায়াহ্নে গ্রামের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীবলাইচন্দ্র গোস্বামী, ডাঃ সচ্চিদানন্দ কর্মকার, শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুধীরচন্দ্র হালদারও বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সংগঠন সঙ্ঘ ॥ সীতাহাটী ॥ বর্দ্ধমান।

গ্রন্থাগার দিবস পালনার্থ ঐদিন সীতাহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভা আহূত হয়। পৌরোহিত্য করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও প্রভাব সম্পর্কে শ্রীমাধুরা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক ভাষণ দান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার মানুষকে শিক্ষায় ও সমাজ সচেতনতায় কী ভাবে সহায়তা করে তা বিশ্লেষণ করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তিনি সকলকে যথাযথ অংশ গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। স্থানীয় কিশোরগণ কর্তৃক প্রকাশিত হস্তলিখিত একটি পত্রিকা সমবেত সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির ॥ শ্রীখণ্ড ॥ বর্দ্ধমান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দিরে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রাচীর পত্র প্রদর্শনী, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ ও সায়াহ্নে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের কর্মীরা ঐদিন গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বহু লোকের সহিত মিলিত হন ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সকলকে উৎসাহী হতে অনুরোধ জানান।

বিবেকানন্দ পাঠ ভবন ॥ দারাপুর ॥ বাঁকুড়া।

গ্রন্থাগার দিবসে বিবেকানন্দ পাঠ ভবনের উদ্যোগে এক জনসভা আহূত হয়। শ্রীসুধীর চন্দ্র নন্দী সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন। সভাপতি মহাশয় শিক্ষা বিস্তার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা গ্রামের সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের জন্যে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে সচেষ্ট হবার অনুরোধ করেন। পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

পান্নুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার ॥ লেগো ॥ বাঁকুড়া।

গত ২৩শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় পান্নুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারে। দিনটিকে পালনের জন্যে পূর্ব হতেই প্রাচীর পত্র লাগানো হয়েছিল। প্রত্যূষে গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার গৃহ পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করেন। অপরাহ্নে আহূত এক সভায় পাঠাগারের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা ও স্থানীয় মনীষীদের পুঁথি ও পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করবার কথাও আলোচিত হয়। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে বেসরকারী প্রতিনিধিত্ব মূলক পরিচালন সংস্থা গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সজ্জনয় নেতাজী লাইব্রেরী ॥ পাত্রসায়র ॥ বাঁকুড়া।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে প্রত্যূষে এক প্রভাত ফেরী আয়োজিত হয়। গ্রন্থাগার ভবন সুসজ্জিত ও এক গ্রন্থ প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম পরিক্রম করে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়। এতদুপলক্ষে সায়াহ্নে আহূত এক সভায় পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

নেতাজী সুভাষ গ্রন্থাগার ॥ পাঁচাল ॥ বাঁকুড়া।

পাঁচাল বান্ধব সমিতির সভ্যগণ গ্রন্থাগার দিবসে এক প্রভাত ফেরীর অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁদের কর্মসূচী সুরু করেন। সকালেই উদ্বোধন করা হয় এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর। গ্রামের ছাত্র ছাত্রী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী সকলেই সমবেত হন সায়াহ্নে আহূত জনসভায়। সভাপতি শ্রীজীবন কৃষ্ণ বাজপেয়ী পাঁচাল বান্ধব সমিতি পরিচালিত নেতাজী সুভাষ গ্রন্থাগারের ইতিহাস প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের কার্যাবলী বিবৃত করেন। সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারটিকে আলোক সজ্জিত করা হয়।

কারকবেড়ে পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বাঁকুড়া।

গত ২০শে ডিসেম্বর কারকবেড়ে পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য এবং গ্রন্থাগারটি যাহাতে উক্ত ইউনিয়ন তথা থানার একটি আদর্শ গ্রন্থাগাররূপে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তজ্জন্য যুবকদিগকে উৎসাহিত করেন।

বড়া বয়েজ লাইব্রেরী ॥ বড়া ॥ বীরভূম।

বড়া বয়েজ লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস অনাড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সভার মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল জনসাধারণের সহিত গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।

সীতারাম-মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী ॥ খড়ার ॥ মেদিনীপুর।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সীতারাম মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী গত ২০শে ডিসেম্বর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগারটিকে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আবেদন জানান। তিনি প্রতি গ্রামে এইরূপ একটি একটি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা সম্বন্ধে একটি চিত্তগ্রাহী ছবি জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরেন। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মান্না মহাশয় তাঁর অভিভাষণে বলেন যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের এদেশে আরও গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের আবেদনে আগামী বৃহস্পতিবার (২৭।১২।৫৩) গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা করিয়া নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে কিছু জ্ঞান সঞ্চার করা যায় কিনা এই আবেদন করিলে সহৃদয় ডাক্তার শ্রীহিমাংশু ভূষণ ঘোড়ুই মহাশয় উক্ত কাজের ভার গ্রহণ করেন।

পট্টগ্রাম পাঠচক্র ও জলসা ঘর ॥ পাঁশকুড়া ॥ মেদিনীপুর।

২০শে ডিসেম্বর পট্টগ্রাম পাঁশকুড়া, পট্টগ্রাম পাঠচক্র ও জলসা ঘরে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের আয়োজন করা হয়। সভাপতি 'মালীবুড়ো' তাঁহার স্বভাব সুলভ সহজ ভাষায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

আলোচনার পর গ্রন্থাগারের উন্নতি ও গ্রন্থ সংগ্রহের কয়েকটি সুন্দর ও সহজ পন্থার কথা বলেন। সকলে শিশুসাহিত্যিক 'মালীবুড়ো'র যুক্তি সমর্থন করেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির ॥ পাঁড়ুয়া ॥ হাওড়া।

'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গত ২০শে ডিসেম্বর উক্ত পাঠাগারে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে গঠনমূলক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ঐদিন পাঠাগারের কর্মীরা একটি প্রভাতফেরী বাহির করেন। পাঠকক্ষে পুস্তক ও পত্রিকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

কুন্দাপাড়া শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী ॥ কোটবাড়ী ॥ মেদিনীপুর।

উক্ত গ্রন্থাগারে গত ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। এই সভাতে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পানুরাগী, গ্রন্থাগারমোদী, ও গ্রন্থাগার উন্নয়নে উৎসাহী কর্মী, বহুগণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ পাঁচ শতাধিক লোক যোগদান করেন। সম্পাদক শ্রীরামেশ্বর মিত্র মহাশয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও প্রসারকল্পে জাতীয় সরকার যে বিশেষ অগ্রণী হইয়াছেন তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কেটেরা তরুণ পাঠাগার ॥ কেটেরা ॥ তারকেশ্বর ॥ হুগলী।

গত ২০শে ডিসেম্বর কেটেরা তরুণ পাঠাগার 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করেন। এই উপলক্ষে সকাল ৮টায় শোভাযাত্রাসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। বৈকাল ৩টায় জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সম্পাদক, গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তা পাঠাগারের ইতিবৃত্ত ও গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ রাজবলহাট ॥ হুগলী।

উক্ত পাঠাগারের 'গ্রন্থাগার দিবস' মর্য্যাদাসহকারে পালিত হয়। এই উপলক্ষে ৩২ খানি পুস্তক এবং ১৮৲/১৫ সংগৃহীত হয়। জনসভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। "এই জনসভা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনার পূর্ণ সাফল্য কামনা করে এবং গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থায় অঞ্চলস্থ বে-সরকারী গ্রন্থাগারকর্মী ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যকীয়"।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট ॥ হুগলী।

২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে প্রগতি পাঠাগার ইহার নিজস্ব গৃহে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতিকল্পে এক সভারও আয়োজন হয়। তাহাতে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী।

'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গত ২৫শে ডিসেম্বর উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠাগারের সম্পাদক গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ও পাঠাগারের সংক্ষিপ্ত এক বিবরণী দেন। প্রধান অতিথি দেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও বিশেষ ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। এতদুপলক্ষে গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এবং আঞ্চলিক পরিচালন সংস্থায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী ও সংগঠকদের প্রতিনিধি অধিক সংখ্যায় গ্রহনের জন্যে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাইড রোড ইনষ্টিটিউট ॥ কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠান ॥ খিদিরপুর।

গত ২০শে ডিসেম্বর ইনষ্টিটিউট ভবনে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, এতদুপলক্ষে এক প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী ও সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছিল।

তপেন্দ্র স্মৃতি আসর ॥ ১১১, বৈঠকখানা কাষ্ট লেন ॥ কলিকাতা-৯।

আসর পাঠাগার বিভাগের উদ্যোগে ২১শে ডিসেম্বর আসর কার্য্যালয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সভানেত্রীত্ব করেন আসরের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী জয়শ্রী বসু। সোমেন পাল, উৎপল বসু, মিনু দাশগুপ্তা প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বই এবং পত্রিকা প্রদর্শিত হয়। সব শেষে সঙ্গীত সন্ধ্যাদিকা রুনু দাশগুপ্তার পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।

গ্রন্থাগার-ভবন

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংগঠনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন গৃহ বা আশ্রয় কিন্তু গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত ভবন সংগ্রহ বা নির্মাণ করা সহজ নহে। প্রথমতঃ গ্রন্থাগার ক্রম-বর্ধমান প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রতি বৎসরই সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠক ও পুস্তক সংখ্যা বর্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে পরিমাণ লোকের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়, অত্যল্পকাল মধ্যে ইহার পাঠক-সংখ্যা তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। পাঠক সংখ্যা বা পুস্তক সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়িয়া যাইবে বুঝিলেও এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন, কোন কর্তৃপক্ষই কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা কিরূপ বাড়িবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানে গৃহনির্মাণ খাতে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগার, গবেষণার সহায়ক গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির পক্ষে এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সাধারণ গ্রন্থাগারে যেমন নূতন বই কেনা হয়, তেমনই পুরাতন বইয়ের এক অংশকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে নূতন বই রাখিবার স্থানের সমস্যা অনেকখানি লঘু হইয়া যায়। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থাগার সমূহে বই বাতিল করার ক্ষেত্র বা প্রসঙ্গ অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত। ফলে এইসব গ্রন্থাগারের সংগ্রহ কেবল বাড়িতেই থাকে এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে শীঘ্রই স্থান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই জাতীয় গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনায় সেইজন্য বর্তমানের প্রয়োজনের কথাও যেমন ভাবা দরকার তেমনই ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা দরকার।

গ্রন্থাগার-ভবনের পরিকল্পনা নির্মাণের সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কার্যোপযুক্ত হওয়াই এই ভবনের প্রধানতম গুণ। নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের মধ্যে, পরিমিত অর্থ ব্যয়ে গ্রন্থাগারের সর্ববিধ প্রয়োজন মিটান খুব সহজ কাজ নহে। তাই গ্রন্থাগার-ভবন সুষ্ঠু, সুন্দর করা সব সময় হয়ত সম্ভব হইয়া ওঠে না, কিন্তু কার্যোপযুক্ত করিয়া ইহাকে তুলিতে না পারিলে ইহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রন্থাগার-ভবন নির্মাণ করিতে হইলে সেইজন্য প্রতি পদে গ্রন্থাগারিক ও স্থপতির

মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা আবশ্যক। এই সহযোগিতা ব্যতীত প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উপযুক্ত গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা অসম্ভব।

গ্রন্থাগার ভবন বিশেষ করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন যতদূর সম্ভব সহরের কেন্দ্রস্থলে নির্মাণ করিতে হয়। সহরের গোলমাল হইতে দূরে নিস্তব্ধ পরিবেশে গবেষণার গ্রন্থাগার স্থাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু কর্মব্যস্ত মানুষের আরও উন্নতির, আরও জ্ঞানের বা অবসর বিনোদনের সহায়ক হইয়া উঠাই যে গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য, সে গ্রন্থাগার সাধারণ যাতায়াতের রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগারের প্রকৃতি অনুসারেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে হয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এ কথা মনে রাখিতে হইবে।

সহরের কেন্দ্রস্থলের মধ্যেও যথাসম্ভব শব্দমুখর কারখানা, অগ্নিভয়যুক্ত স্থান, কিংবা চারিদিকে গাড়ীর রাস্তা ঘেরা জায়গায় গ্রন্থাগার-ভবন নির্মাণ না করাই ভাল। যেখানে লোকে বেড়াইতে, বাজার করিতে বা অন্য কারণে সাধারণতঃই আসিয়া থাকে, তাহার নিকটে গ্রন্থাগার হইলে উহার ব্যবহার হওয়ার আশা বেশী থাকে। মনে রাখিতে হইবে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রথম সূত্রই হইতেছে যে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ ব্যবহারের মধ্যেই সার্থক হইয়া উঠে।

গ্রন্থাগার-ভবনের অন্যান্য সমস্যা আলোচনার পূর্বে আমাদের স্থির করিতে হইবে ইহা অবাধ অধিগম্য (Open access) হইবে, না সঙ্কুচিত অধিগম্য (closed access) হইবে। বস্তুতঃ এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তের উপরই গ্রন্থাগারের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করে। যদি গ্রন্থাগার সঙ্কুচিত অধিগম্য হয়, তাহা হইলে যেখানে পুস্তক-সংগ্রহ থাকে, তাহারই পাশে বসিয়া গ্রন্থাগারের সাধারণ নিত্যকর্ম করিতে কর্মীদের খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থগুলি রাখিতে জায়গাও হয়ত কম লাগিতে পারে। কেননা গ্রন্থাগারের ২।১ জন কর্মীই শুধু যদি নির্দিষ্ট বই আনার উদ্দেশ্যে পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে যায়, তাহা হইলে দুই দিকের তাকের মাঝে যাতায়াতের রাস্তা খুব চওড়া না রাখিলেও চলে, তাহা হইলে তাকগুলিকে খানিকটা বেশী উঁচু করিয়া তৈয়ারী করিলেও খুব ক্ষতি হয় না। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ গ্রন্থাগারই ক্রমান্বয়ে অবাধ অধিগম্য হইয়া উঠিতেছে। সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে স্থানের দিক্ দিয়া যেটুকু সুবিধাই পাওয়া যাক্ না কেন, ইহার দ্বারা গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ পাঠকেরা যদি ভাল বই দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহাদের পড়িবার ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে ভদ্রলোক সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে আসেন না,

প্রয়োজন বশে বা বন্ধু-সংসর্গে একদিন দৈবক্রমে গ্রন্থাগারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে গ্রন্থ-সূচীর কোনরূপ আকর্ষণ থাকিতে পারে না—কিন্তু অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির মধ্যে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, জুয়ার নেশার মত বইয়ের নেশা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে। তিনিও গ্রন্থাগারের পাঠক হইয়া পড়িতে পারেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থ-সূচী যত বিস্তৃত ও সুন্দর করিয়াই রচনা করা হউক না কেন, পুস্তক দেখিয়া পাঠক আপন প্রয়োজন যেমন সহজে নির্ণয় করিতে পারেন গ্রন্থ-সূচীর সাহায্যে কখনও সেরূপ পারেন না। সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে পাঠক কেবল পূর্ব-হইতে-জানা বইগুলিই চাহিতে পারেন। তাঁহার নিজের বিষয়েরও অজানা নূতন বই জানিবার ও দেখিবার সুযোগ তাঁহার আসে না—ফলে পাঠস্পৃহাও ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া উঠে না।

উদ্দেশ্য সাধনে উল্লিখিত ব্যর্থতা ছাড়াও সঙ্কুচিত অধিগম্য গ্রন্থাগারে কর্মী বেতনের খাতে পৌনঃপুনিক ব্যয় কিছু বেশী পড়িবার সম্ভাবনা। কেননা এই জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রতিটি পুস্তক বাহির করিবার এবং উঠাইবার জন্য প্রতিবারই কর্মীর প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারে পাঠক নিজের ইচ্ছামত বই দেখিয়া বাছিয়া লন, ফলে এই কাজের জন্য কর্মীর প্রয়োজন হয় না।

গ্রন্থ-সূচী ভালভাবে নির্মাণ করিতে গিয়া দেখা যাইতেছে এই খাতে স্থানের বা অর্থের প্রয়োজন কম নয়। সেইজন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত সূচীর (simplified catalogue) এবং নির্বাচিত গ্রন্থের সূচী (selective catalogue) নির্মাণের বন্দোবস্ত করা যাইতেছে। যদি গ্রন্থাগার সঙ্কুচিত অধিগম্য হয় তাহা হইলে এই জাতীয় সূচী দ্বারা কখনই কাজ চলিতে পারে না। সুতরাং এই খাতেও গ্রন্থাগারের পক্ষে কোনরূপ ব্যয় সঙ্কোচের সম্ভাবনা থাকে না।

অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারের বিরুদ্ধে প্রবলতম আপত্তি হইতেছে যে, এই ব্যবস্থায় গ্রন্থ হারাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগার গৃহে উপযুক্ত দ্বারবান্ নিযুক্ত করিলে এই ভয়ও খুব কমিয়া যায়। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেকেরই প্রতিবাসীর গৃহে প্রবেশের যেরূপ অবাধ যাতায়াতের প্রচলন আছে তাহাতে আমাদের দেশে পল্লীর গ্রন্থাগার গুলিতে চেষ্টা করিলে গ্রন্থ চুরি নিবারণ করা কঠিন নহে।

অবাধ-অধিগম্য-গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করিলে আমাদের পল্লী অঞ্চলে মাত্র একটি প্রকোষ্ঠেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজ চলিতে পারে। সাধারণতঃ

পল্লীর গ্রন্থাগার গুলিতে পুস্তক-সংখ্যা খুব বেশী থাকে না। প্রকোষ্ঠের দেওয়ালের ধারে ধারে তাকের উপরই এই বইগুলি সাজাইয়া রাখা যায়। এক পাশে তাক গুলিকে দেওয়াল হইতে ঘরের মাঝের দিকে খানিকটা আগাইয়া দিলে দেওয়াল ও তাক পরিবেষ্টিত আর একটি ছোট্ট কক্ষ নির্মিত হইয়া যায়। ঐ ছোট্ট কক্ষে বসিয়া গ্রন্থাগার-কর্মীরা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিতে পারেন। প্রকোষ্ঠের মধ্যখানে একজন লোক থাকিলেই বই লেন-দেনের কাজ, পাঠকদের বই বাছিয়া লওয়ায় সাধারণ সাহায্য বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ করিতে পারেন। একজন লোক যাতায়াতের দরজায় থাকিলেই বইয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। যে গ্রন্থাগারে বই লেন-দেন কম সেখানে অবশ্য ঐ প্রকোষ্ঠে বসিয়াই গ্রন্থাগার পরিচালনার আনুষঙ্গিক কাজ করা এবং যাতায়াতের পথে নজর রাখা অসম্ভব নয়। পল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগারে বয়স্কদের বই পড়িয়া শুনান দরকার বটে—তবে সাধারণতঃ সভা-সমিতির জন্য স্থান সংরক্ষণ অপরিহার্য নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। বর্ষাই কৃষকদের দুরন্ত পরিশ্রমের সময়। দেশের যাতায়াতের একমাত্র সম্বল কাঁচা রাস্তাগুলি এই সময় এতই পিচ্ছিল ও কর্দ্দমময় হইয়া উঠে যে বর্ষায় পল্লীর সমস্ত অঞ্চল হইতে লোকেদের একস্থানে বই শুনার জন্য আসা এখনই সর্বত্র খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময় অপরাহ্নে রৌদ্র পড়িয়া গেলে গ্রন্থাগার-সংলগ্ন খোলা জায়গায় বসিয়া বই পড়া কিছুই কঠিন কাজ নয়। যে অঞ্চলে লোকেদের উৎসাহ বেশী, বর্ষায়ও যেখানে লোকেদের ভাল বই শুনিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে, সে অঞ্চলে অবশ্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে উপযুক্ত আয়তনের ঘর আর একখানি বাড়াইয়া লইতেই হইবে।

তবে একটি মাত্র ঘরেও পল্লীর ছোট গ্রন্থাগারের কাজ চালাইয়া লওয়া সম্ভব হইলেও ইহাতে আমাদের শেষ পর্যন্ত চলিবে না। পল্লীর গ্রন্থাগার হইবে পল্লীর সকলের মিলন কেন্দ্র। তাই আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-খুশী, খেলা-ধূলার জন্য একটি ঘরের অভাব সকলে শীঘ্রই বোধ করিবে। এই আর একটি ঘর গড়িয়া তুলিতে পারিলেই গ্রন্থাগারে জিজ্ঞাসু পাঠকদের আলাদা করিয়া খেলা সম্ভব হইবে। তখন দৈনিক খবরের কাগজ পড়াও ঐ খেলা-ধূলার ঘরে বেশ চলিতে পারে। ফল কথা অবস্থা বিবেচনা করিয়া খুব কম খরচেও গ্রন্থাগার আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত এর সম্প্রসারণ করা যায় সুরুতেই বহু টাকা না হইলে কিছুই করা যাইবে না মনে করিয়া হতাশ হওয়ার কারণ নাই। তবে প্রথম হইতেই বর্তমানের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখিতে হইবে।

জনবহুল সহর বা নগরে যখন গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করিতে হয়, তখন গ্রন্থাগারিককে মোটামুটি তাঁহার সমস্ত প্রয়োজনটিই বলিয়া দিতে হয়। গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক, পুস্তক সংখ্যা বা বিভিন্ন আয়োজনের ব্যবহার বাড়ে বটে কিন্তু আয়োজন যাহা করা হইবে তাহা পূর্ণ হইতেই স্থির থাকে। গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য আমাদের গ্রন্থাগার ভবনে নিম্নলিখিত কার্যগুলির জন্য স্থানের আবশ্যক হয় :

১। পাঠ-কক্ষ
- (ক) সাধারণের জন্য সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র পড়িবার স্থান
- (খ) শিশু ও কিশোরদের পড়িবার স্থান

২। গবেষণা ও অনুসন্ধান বিভাগ
- (ক) গবেষণা-কক্ষ
  - (১) সাধারণ
  - (২) আলোক-চিত্র পাঠ কক্ষ
  - (৩) রেকর্ড শুনিবার ঘর
- (খ) অনুসন্ধান-স্থান

৩। পুস্তক লেন-দেনের বিভাগ
- (ক) অবাধ-অধিগম্য বইয়ের তাক রাখিবার জায়গা
- (খ) দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য এবং চিত্রবহুল গ্রন্থের তাক রাখিবার জায়গা
- (গ) বই লেন-দেনের জায়গা

৪। পরিচালনা বিভাগ
- (ক) পরিচালক সমিতির ঘর
- (খ) কর্মীদের দপ্তর
- (গ) গ্রন্থাগারিকের কক্ষ
- (ঘ) পুস্তক-বাঁধাই বিভাগ
- (ঙ) গুদাম-ঘর
- (চ) কর্মীদের বিশ্রাম ও জলযোগের স্থান
- (ছ) দর্শনার্থীদের অপেক্ষার স্থান

(৫) সম্প্রসারণ বিভাগ
- (ক) সভা-প্রকোষ্ঠ
- (খ) গ্রন্থ দান বিভাগ

(৬) গোডাউন প্রভৃতি

ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলিতে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারগুলির সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত থাকিবে।

এক্ষণে প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য কিরূপ স্থানের প্রয়োজন হইবে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। গ্রন্থাগার-ভবনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে লক্ষ্য

রাখা আবশ্যক যে অঞ্চলের জন্য গ্রন্থাগার—সে অঞ্চলে লোকসংখ্যা কিরূপ। কোন দেশেই শিক্ষিত জনসংখ্যার প্রধান অংশ গ্রন্থাগার ব্যবহার করে না—আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাই মোট জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। সুতরাং বর্তমানে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ জনের জন্য সেবার ব্যবস্থা করিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। ফলে ২০,০০০ অধিবাসীর সহরে মোটামুটি ১০০০ জনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট। ঐ সহরে একাধিক গ্রন্থাগার থাকিলে সেই অনুপাতে প্রতি গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা কম হইয়া যাইবে। পাঠক পিছু তিনখানা করিয়া বই ধরিলে লেন-দেন বিভাগে ৩০০০ বইতেই কাজ চলিয়া যাইবে। তাকগুলি সাধারণতঃ তিনফুট লম্বা হইয়া থাকে, প্রতিফুটে সাধারণ বই ৮ খানি করিয়া ধরিয়া হিসাব করিলে এক তাকে প্রায় ২৪ খানি বইয়ের জায়গা হইবে। প্রতিটি তাক ১০ ইঞ্চি অন্তর করিয়া তৈয়ারী করিলে ৬।০ ফুট উঁচু তাকেই ২০০ খানি বই ধরিতে পারে। ইউরোপ আমেরিকার গ্রন্থাগারে তাকগুলি ৭।০ ফুট উঁচু করার রীতি থাকিলেও আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত খর্বকায় ব্যক্তিদের জন্য তাক ৭ ফুটের চেয়ে বেশী উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেহেতু বাড়ীতে লেন-দেনের অধিকাংশ বইই ৯ ইঞ্চির বেশী উঁচু হয় না—সেই হেতু ১০ ইঞ্চির মধ্যে অধিকাংশ বইই ধরিয়া যাইবে। তবে কোন গ্রন্থাগার ইচ্ছা করিলে আরও উঁচু বইয়ের জন্য একটি তাক ১২ ইঞ্চি উঁচু করিয়া তৈয়ারী করিতে পারে। সে ক্ষেত্রেও তাকের উচ্চতা ৬ ফুট ৮ ইঞ্চির বেশী হইবে না। সবচেয়ে নীচের তাকটিকে মাটি হইতে ৪ ইঞ্চি উঁচু করিয়া নির্মাণ করিলে মোট ৭ ফুট উঁচু তাকেই কাজ হইবে। এইরূপ ২৪টি তাক ধরাইতে পারিলেই ৩০০০ বইয়ের স্থান হইয়া গেল। আরও ৪টি এইরূপ তাকের জায়গা থাকিলেই ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের বন্দোবস্তও করা হইল সুতরাং তাকের জন্য লাগিল মোট ২০×৩=৬০ ফুট লম্বা জায়গা। দু' দিকে মুখ-ওয়ালা তাক ব্যবহার করিতে পারিলে ৩০ ফুট লম্বা জায়গায়ই কাজ হইতে পারে। দুই সারি তাকের মাঝে অবশ্য অন্ততঃ ৪ ফুট করিয়া রাস্তা রাখিতে হইবে। বই লেন-দেনের জন্য একটি ঘর রাখিলেই চলিয়া যাইবে। ঐ ঘরের মধ্যেই বই সাজাইয়া রাখিয়া এক জায়গায় লেন-দেনের কাজ করা যায়। দুষ্প্রাপ্য বা বহুমূল্য বই সাধারণতঃ বাড়ীতে পড়িবার জন্য দেওয়াই হয় না। সেইজন্য সেই বইগুলিকে গবেষণা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করাই সাধারণ প্রথা হওয়া উচিত।

গ্রন্থাগার যদি দ্বিতল বাড়ীতে পরিচালনা করিতে হয়, তাহা হইলে নীচের তলায় পাঠকক্ষ, লেন-দেন বিভাগ, শিশু-বিভাগ এবং অনুসন্ধান-বিভাগ রাখিতে

হইবে। শিশু পাঠকদের প্রবেশের জন্য ভিন্ন প্রবেশদ্বার করার অনুকূলে অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগে প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য একটি মাত্র দরজা রাখিলে কাজের যে অনেক সুবিধা হয় একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় তলে পরিচালনা বিভাগ, গবেষণা বিভাগের অপরাপর অংশগুলি এবং সভাপ্রকোষ্ঠ রাখিতে হইবে। সভাপ্রকোষ্ঠের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নির্গমদ্বার রাখিতে পারিলে সর্বাপেক্ষা সুবিধা হয়। রেকর্ড শোনার বন্দোবস্ত রাখিলে, তাহা যতদূর সম্ভব সাধারণ পড়িবার জায়গা হইতে দূরে রাখা দরকার। সভাপ্রকোষ্ঠটিকে এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে এখানে আলোকচিত্রের প্রদর্শন হইতে পারে। গ্রন্থাগার বিভাগটি রাস্তার উপরেই অবস্থিত হওয়া দরকার।

পাঠকক্ষের চারিদিকে সংবাদপত্র পড়িবার জন্য উঁচু টেবিলের বন্দোবস্ত করা ভাল। ঘরের মধ্যে অবশ্যই সাময়িক পত্রিকাদি পড়িবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সাময়িক পত্রিকাগুলিকে টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখার চেয়ে সাময়িক পত্রের তাকের মধ্যে রাখিতে পারিলে দেখিতেও ভাল হয়—শৃঙ্খলাও থাকে।

গবেষণা বিভাগে পড়িবার জন্য পাঠক প্রতি ১৫ স্কোয়ার ফুট জায়গার বন্দোবস্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। গবেষণা বিভাগের বইগুলি সাধারণতঃ বড় হইয়া থাকে। সুতরাং এই বইগুলিকে সাজাইয়া রাখিতে স্থানের প্রয়োজন বেশী। লেন-দেন বিভাগে যেমন বইয়ের এক বিপুল অংশ মধ্যে মধ্যে বাতিল করিয়া দিতে হয়—অনুসন্ধান বিভাগ ব্যতীত গবেষণা বিভাগের অন্যত্র তেমন হয় না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া নানাবিধ বহুসংখ্যক ক্রমবর্ধমান পুস্তক রাশিকে এখানে স্থান দিতে হয়। তাহা ছাড়া আলোকচিত্র পাঠের ঘর এবং রেকর্ড শুনিবার ঘরকেও একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে নির্মাণ করিতে হয়।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের স্থানের বন্দোবস্ত করা ব্যতীত গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের সময় যাহাতে মেজেগুলিতে শব্দ কম হয় তাহার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। মেজের উপর রবার বিছাইয়া দিলেই এই ব্যবস্থা হইতে পারে। কলিকাতার এক বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে উই নিবারণের জন্য বাড়ীর বালি ছাড়াইয়া ফেলিয়া নূতনভাবে বালি কাজ করা হয়। এই সময় বালি সিমেন্টের সঙ্গে ক্রিয়োজোট মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রন্থাগারিক বলিয়াছেন তাহার পর হইতে সেই ঘরে উইয়ের উপদ্রব হয় নাই।

যাহাই হউক গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের প্রকারের উপর যদি উইয়ের আক্রমণ নিবারণের উপায় হয়, তাহা হইলে গ্রন্থাগারিক সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন না।

———

চিঠিপত্র

[চিঠিপত্র বিভাগে কোনও চিঠি প্রকাশ করা না করা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন]

'গ্রন্থাগার' সম্পাদক মহাশয়েষু,

গ্রন্থাগার পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'গ্রন্থাগার ও প্ল্যানিং' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন তা আমার মতে ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত ও যুক্তি বহির্ভূত।

প্রথমতঃ গ্রন্থাগারের আদি ও বিবর্তনের যে রূপ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তাকে নির্ভুল বলা চলে না।

প্ল্যানিং সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও মতামতের জন্যেই প্রধান আপত্তি। প্ল্যানিং কথাটা বলতে খুবই গালভরা—কিন্তু ব্যক্তির ও সমাজ জীবনের খুবই একটি মৌলিক ও মামুলি বিষয় হল প্ল্যানিং। আয় অনুযায়ী ব্যয় করবার প্রয়োজনেও প্ল্যানিংয়ের দরকার হয় সাধারণ একটা মানুষের। রাষ্ট্রের মত বৃহৎ ক্ষেত্রেতো হবেই। কি ব্যক্তি, কি রাষ্ট্র, উভয়েরই পক্ষে পরিকল্পনা-বিহীন অবস্থান বিশৃঙ্খল ও ভারসাম্যহারা হতে বাধ্য।

সীমিত অর্থ ও সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু প্রণালীতে আদর্শ ও উন্নত লক্ষ্যমানে পৌঁছবার তাগিদেই প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন ঘটে। তাতে সমাজের বিকাশ সমানুপাতিক, সর্বাঙ্গীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ও পক্ষান্তরে অর্থ, সময় ও মেহনতের অপচয় নিবারিত হয়; ঈপ্সিত আদর্শের পথ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচারে আবদ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে না। আর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমান (standard) অনুযায়ী প্ল্যানিং করার অর্থ এই নয় যে তাতে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা বিনষ্ট হবে। রাষ্ট্র ও সমাজ বন্ধনের মূলগত সার্থকতাই হল ব্যক্তির নিরঙ্কুশ বিকাশ ও উন্নতি। ব্যক্তি সত্তা ও মানবিক মূল্যহীন সমাজ-কল্যাণ অলীক ও অবাস্তব। প্ল্যানিংয়েও উদ্দেশ্য ব্যক্তির মঙ্গল তথা দেশ ও দশের সামগ্রিক অভ্যুত্থান সাধন।

তবে প্ল্যানিংয়ের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তার জন্যে সচেতন ও সতর্ক হওয়া দরকার। দেহের কোনও অংশে দূষিত ক্ষত দেখা দিলে শরীরটাকে বাতিল না করে যেমন আমরা চিকিৎসা করি ঠিক তেমনি প্ল্যানিংয়ের দোষ ত্রুটিও শোধন করে নিতে হবে।

লাইব্রেরী প্ল্যানিং ও অন্যান্য প্ল্যানিং বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্ল্যানিং এক ব্যাপার নয়। উভয়ের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ বিদ্যমান।

লাইব্রেরী প্ল্যানিং সীমিত সময় ও অর্থে সর্বজনের জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত সুযোগ ও ব্যবস্থা প্রবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকে—অর্থাৎ অর্থের সংকুলান সাধন, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, কুশলী কর্মী নিয়োজন, পরিচালন সংস্থা সংগঠন ও সর্ববিধ সামঞ্জস্য বিধানই লাইব্রেরী প্ল্যানিংয়ের লক্ষ্য। আভ্যন্তরীন কাজকর্মে, বিশেষ করে গ্রন্থ নির্বাচন ও সংগ্রহে প্ল্যানিংয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। লোকের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী জ্ঞানার্জনে প্ল্যানিং হস্তক্ষেপতো করেই না, বরঞ্চ সুযোগ ও সুবিধার পথ সুগম করে তোলে। চিন্তা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ব্যক্তিত্বের উদয় ও সৃজনি শক্তির বিকাশ তথা সমগ্র সমাজের পূর্ণাঙ্গ অভ্যুন্নতিই যখন লাইব্রেরী প্ল্যানিংয়ের লক্ষ্য তখন সকলেই এক ধাঁচে গড়ে উঠবে এ আশঙ্কা অমূলক। ইতি—

কলিকাতা, ৩০-১২-৫৬। চৈতালী সেন

হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন

গত রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ মাজু পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রায় দুইশত প্রতিনিধি ভিন্ন বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, সমাজ-সেবী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী কর্মী যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনন্দীধন সরকার তাঁহার সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমবেত সকল গ্রন্থাগার-প্রেমীকে স্বাগত জানান। হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৫-৫৬ সালের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণে সাধারণ গ্রন্থাগারের নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপন করেন। তিনি বলেন, যে পরিকল্পনা তৈরী করছেন তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে কর্মীদের, তার ভাল-মন্দ বিচার করার ভার বিশেষজ্ঞদের। প্রয়োজন হ'লে পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হবে।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅনিলভূষণ রায়, পল্লীবার্তার সম্পাদক শ্রীশুভেন্দু বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীরা সকালে এক কর্মী-বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার "ভ্রাম্যমাণ কার্যের সম্প্রসারণ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে ইহার আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁহার ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ১৯৫৫-৫৬ সালের পরিষিত হিসাব অনুমোদিত হয়। সম্মেলনে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যের পরিসংখ্যান ও তথ্য সমন্বিত প্রাচীর পত্রের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

বেলডাঙ্গা প্রসন্ন স্মৃতি পাঠাগারের (স্বাগ্রী) উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বিগত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৬) মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগারকর্মী তথা সমাজসেবা কর্মীগণের এক সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান অতিথিরূপে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সম্মেলনে যোগদান করেন।

জেলার ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান দুরবস্থা, সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বস্তরের গ্রন্থাগার-সংস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের উপযোগিতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সম্মেলনের আলোচনা মূলতঃ কেন্দ্রীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির সংস্কার সাধনের জন্যে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের গ্রন্থাগার সম্মেলনের গুরুত্বের প্রতি প্রধান অতিথি শ্রীদাশগুপ্ত এবং সভাপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁহাদের ভাষণে সমাজসেবা কর্মীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে প্রসন্ন স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীরটন্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন।

সম্মেলন মণ্ডপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রেরিত প্রাচীর পত্রগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

পরিষদ কথা

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ

গত ২৩শে ডিসেম্বর সায়াহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালে পরিষদ পরিচালিত সপ্তাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগার শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী।

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ সমাপনান্তে ডঃ চক্রবর্তী এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বপূর্ণ বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সচেতন হবার উপদেশ দেন ও তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্য ও উজ্জ্বলতা কামনা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

অভিজ্ঞানপত্র বিতরণের পর পরিষদের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর প্রস্তাবক্রমে পরিষদের পৃষ্ঠপোষক ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে, উপস্থিত সকলে দুই মিনিটকাল নিরবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একটি শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

বিগত বছরের কার্যবিবরণী, আয়ব্যয়ের হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। বিষয় সূচী অনুযায়ী পরে নিম্নলিখিত পদাধিকারী ও সংসদ সদস্যগণকে পরবর্তী বছরের জন্যে নির্বাচিত করা হয়:

সভাপতি —	শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু
সহ সভাপতি—	শ্রী বি, এস, কেশবন
	শ্রী তিনকড়ি দত্ত
	শ্রী শচীন্দ্র নাথ রুদ্র
	শ্রী যতীন্দ্র মোহন মজুমদার
	শ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব—	শ্রী ফণিভূষণ রায়

মুখ্য কর্মসচিব—	শ্রী রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যার্ণব
সহ কর্মসচিব—	শ্রী ননীগোপাল বসাক
গ্রন্থাগারিক—	শ্রীমতী অশোকা ঘর
কোষাধ্যক্ষ—	শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
পত্রিকা সম্পাদক—	শ্রী সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত সদস্য, দাতা ও আজীবন সদস্যগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি

জনাব মহম্মদ আসাদ আলি	শ্রী গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়
শ্রী প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী নির্মল চৌধুরী
শ্রীমতী বাণী বসু	শ্রী শিবরঞ্জন ঘোষ
শ্রী ধামরঞ্জন ভট্টাচার্য	শ্রী বিমলেন্দু মজুমদার
শ্রী সুধীর ব্রহ্ম	শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী অজিত কুমার চক্রবর্তী	শ্রী শক্তিদাস রায়

ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়

প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণের প্রতিনিধি

বাঁকুড়া—(১টি আসন)	সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী, পাত্রসায়র
বীরভূম—(১টি আসন)	জুবিলী লাইব্রেরী, সিউড়ি
বর্দ্ধমান—(১টি আসন)	ঝাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, ঝাড়গ্রাম
কলিকাতা—(২টি আসন)	মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, খিদিরপুর
	তরুণ সঙ্ঘ, ঘোষ লেন
কুচবিহার—(১টি আসন)	ত্রিপল ভিক্টর নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব, হলদিবাড়ী
হুগলী—(২টি আসন)	বৈদ্যবাটি ইয়ংমেন্‌স এ্যাসোসিয়েশন, সেওড়াফুলি
	গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী, গরলগাছা
হাওড়া—(১টি আসন)	আমব মেমোরিয়ল লাইব্রেরী, সালকিয়া
জলপাইগুড়ি—(১টি আসন)	বাবুপাড়া পাঠাগার, জলপাইগুড়ি
মালদহ—(১টি আসন)	বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চন্দ্রপুর

মেদিনীপুর—(২টি আসন)	রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, কাঁথি কাঁথি ক্লাব, কাঁথি
মুর্শিদাবাদ—(১টি আসন)	পঙ্কজিনী স্মৃতি পাঠাগার, সাহানগর
নদীয়া—(১টি আসন)	আদর্শ সঙ্ঘ পাঠাগার, মদনপুর
চব্বিশ পরগণা—(২টি আসন)	বান্ধব লাইব্রেরী, কমলগর ইছাপুর অনুশীলনী, ইছাপুর
পশ্চিম দিনাজপুর—(১টি আসন)	বালুরঘাট সাধারণ পাঠাগার, বালুরঘাট

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির একজন করিয়া মনোনীত প্রতিনিধি :

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর　　কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
জাতীয় গ্রন্থাগার　　বিশ্বভারতী

বার্ষিক সভায় বিবিধ পর্যায়ে সমবেত সদস্যগণ ও প্রতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিগণের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাদির উত্থাপন ও পর্যালোচনা করেন। বিষয়গুলি সংসদের ('Council') সভায় উপস্থাপিত করা হবে। সর্বশেষে খিদিরপুরে অনুষ্ঠিত নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আয়োজিত শিশু উৎসবে মনুস্মৃতি মণিমেলা অভিনীত নাটকের জন্য পরিষদ কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত একটি রৌপ্য পদক এই সভায় দেওয়া হয়।

সংসদের প্রথম অধিবেশন :

গত ৬ই জানুয়ারী জাতীয় গ্রন্থাগারে 'নবনির্বাচিত সংসদের' (Council) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সংবিধান অনুযায়ী সংসদের নিম্নোক্ত সাতজন সদস্যকে কার্য্য নির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত করা হয় :

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ
শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীঅভয় সরকার
শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়

সংসদের সভায় নিম্নলিখিত কমিটিগুলিও গঠিত হয় :

প্রকাশন উপ-সমিতি

সর্বশ্রী যতীন্দ্রমোহন মজুমদার (সভাপতি), সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (আহ্বায়ক, পরমেশ বসু, অরুণ দাশগুপ্ত, রাধালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, জিনকড়ি দত্ত।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ উপ-সমিতি

সর্বশ্রী বি. এস. কেশবন (সভাপতি), প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), সুবোধ মুখোপাধ্যায়, বিমলেন্দু মজুমদার, গোবিন্দভূষণ ঘোষ, নির্মল চৌধুরী, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর আদিত্যকুমার ওহদেদার, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

গ্রন্থ-নির্বাচন উপ-সমিতি

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত (সভাপতি), সর্বশ্রী বিমলেন্দু মজুমদার, এস. বি. ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, অশোকা ধর।

গ্রন্থাগার উপ-সমিতি :

সর্বশ্রী শচীন্দ্রনাথ রুদ্র (সভাপতি), অশোকা ধর (আহ্বায়ক), অমল সরকার, বাণী বসু, ননীগোপাল বসাক, অপূর্ব কুমার দত্ত, শক্তিদাস রায়, জ্যোতিষ ঘোষ।

প্রচারণ উপ-সমিতি

সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু (সভাপতি), নগেন্দ্র দত্ত (আহ্বায়ক), ইন্দ্রনাথ মজুমদার, শিবরঞ্জন ঘোষ, সৌরেন গাঙ্গুলী।

সংযোগ ও সংগঠন উপ-সমিতি

সর্বশ্রী গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস (আহ্বায়ক), শিবরঞ্জন ঘোষ, নির্মল চৌধুরী, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, জনাব আসাদ আলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসদে মনোনীত প্রতিনিধি ও সংসদে প্রতি জেলার প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণ।

টেকনিক্যাল উপদেষ্টা উপ-সমিতি

সর্বশ্রী সুবোধ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), সুধীর ব্রহ্ম (আহ্বায়ক), গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বিমলেন্দু মজুমদার, বিনয় সেনগুপ্ত, অমলকুমার সরকার, ডক্টর আদিত্যকুমার ওহদেদার।

অর্থ ও হিসাব উপ-সমিতি

সর্বশ্রী তিনকড়ি দত্ত (সভাপতি), বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক) অনাথবন্ধু দত্ত, অজিত চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, নবকুমার চৌধুরী।

সভায় ১৯৫৭ সালের বাজেট উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী সরোজা নাইডু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ গ্রহণে সম্মতি দান করেছেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

বয়স্ক সদ্য-সাক্ষরের বই :

লেখাপড়া শেখানর নূতন পদ্ধতি (গণিত শেখানসহ) । বিজ্ঞান ভিক্ষু । বেঙ্গল ম্যাস এডুকেশন সোসাইটি ; কলিকাতা ৪ । ৭২ পৃঃ । দাম দশ আনা ।

শরীর ভাল রাখতে হলে । অশোককুমার সেনগুপ্ত । ওরিয়েন্ট লংম্যান্স । কলিকাতা ॥ ৬৩ পৃঃ, সচিত্র । দাম বার আনা ।

পুরাণ কথা । বাণী গুপ্ত । ওরিয়েন্ট লংম্যান্স ॥ কলিকাতা । ৬৪ পৃঃ ; সচিত্র । দাম বার আনা ।

মোরগ ও মুরগী । শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত । ওরিয়েন্ট লংম্যান্স । কলিকাতা । ৪৮ পৃঃ ; সচিত্র । দাম বার আনা ।

গ্রামের সমাজ । চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস । ওরিয়েন্ট লংম্যান্স । কলিকাতা । ৪০ পৃঃ ; সচিত্র । দাম বার আনা ।

ভারতের শতকরা ৭৫ জন লোক এখনও নিরক্ষর । তাদের অক্ষর জ্ঞান দেওয়াটা বর্তমানে এদেশের বয়ঃ শিক্ষার (Adult Education) একটা প্রারম্ভিক ও প্রধান কাজ । চর্চার অভাবে অর্জিত যে কোনও বিদ্যাই মানুষের পক্ষে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক । সদ্য সাক্ষরদের (Neo-Literate) ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি উপযোগী বইপত্তর অক্ষর জ্ঞান আয়ত্ব করার পর না পেলে বিস্মৃতির অতলে তাদের নবলব্ধ অক্ষর জ্ঞান তলিয়ে যেতে বাধ্য । তাই বয়ঃশিক্ষা কেন্দ্রগুলির কর্মীদের সবচেয়ে বড় একটা দুশ্চিন্তা বাংলায় সদ্য-সাক্ষরদের উপযোগী বই পর্যাপ্ত না থাকায় । আশা ও আনন্দের কথা এই যে ইদানিং সরকারী ও কিছু সংখ্যক বেসরকারী প্রকাশন সংস্থা সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী পঠিতব্য বই প্রনয়নে অল্প বিস্তর নজর দিয়েছেন ।

প্রথম বইটিতে বয়স্কদের সীমিত সময়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে লিখতে ও পড়তে শেখানর অভিনব ও সুন্দর প্রনালীর পরিচয় পাওয়া যায় । শূন্যের সাহায্যে সংখ্যার প্রকাশ, আগে অঙ্ক পরে অক্ষর, অঙ্ক থেকে অক্ষর গড়া প্রভৃতি অংশগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক । এবং ক্রম বিন্যাসে লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও নৈপুন্য সুপরিস্ফুট । ভাষা সহজ ও সরল, ছাপা ও বাঁধাই ভালো ।

পরের চারখানি বই সদ্য-সাক্ষরদের জন্যে বিশেষভাবে প্রনীত । বইয়ের নামগুলি থেকেই তাদের বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় । বইগুলির ভাষা সহজ ও সাবলীল । ছবির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সুবোধ্য হয়ে উঠেছে প্রতিটি বইতেই । বইগুলি সকল গ্রন্থাগারেই সংগ্রহিতব্য ।

ক্রিকেট খেলার অ. আ. ক. খ ॥ ডন ব্র্যাডম্যান ॥ অনুবাদক—পরীক্ষিৎ ॥ আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিসার্স ॥ ১৪৪ পৃঃ ; সচিত্র ॥

শিক্ষণ ও উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবেই মূলতঃ আমাদের দেশের খেলাধূলার মান বর্তমানে অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে অনেক বেশী পেছিয়ে রয়েছে। প্রাগ্রসর দেশগুলিতে খেলাধূলার ক্লাব কিংবা ষ্টেডিয়ামে রীতিমত একটা করে গ্রন্থাগার থাকে। সেসব গ্রন্থাগারে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই অজস্র বই পাওয়া যায় তার কারণ সে সব দেশে খেলাধূলার ওপর বই লেখা হয়, ছাপা হয় এবং পাঠকের সংখ্যাও অগণিত। অথচ আমাদের কোনও গ্রন্থাগারে কেউ একজন বাংলায় খেলাধূলা বিষয়ক বই চাইতে এলে গ্রন্থাগারিককে খুবই মুস্কিলে পড়তে হয়। যাহোক একটা শুভলক্ষণ দেখছি ইদানিং যে আমাদের প্রকাশকরাও ক্রমে এ বিষয়ে যত্নবান হচ্ছেন। খেলাধূলা বিষয়ে বইয়ের একটা পরোক্ষ প্রভাব এই যে গ্রন্থবিমুখ লোকেদের গ্রন্থপাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করা যায় ও ভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থপাঠেও লোককে প্রবৃত্ত করে তোলা সম্ভব হয়। আলোচ্য বইটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডন্ ব্র্যাড্ম্যান লিখিত 'How to play cricket' এর বাংলায় সার্থক ও সুন্দর তরজমা করেছেন পরীক্ষিৎ। প্রায় ১০০ খানা ছবির সাহায্যে ব্যাট ধরা, বল মারা ও দেওয়া ও ফিল্ডিং করবার কৌশলগুলি সহজভাবে বুঝান হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। ভবিষ্যতে এ ধরণের আরও বই প্রকাশকের নিকট হতে আশা করি। বইটির বহুল প্রচার হোক। **(সিরাজুর রহমান)**

সাময়িক পত্রিকা :

Calcutta Citizen ; Vol. 1. Part 1. December, 1956 ; Organ of Calcutta, Citizens' Association.

মহানগরী কলকাতা। লোক সংখ্যার অনুপাতে সহরটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বাড়ছে যাবতীয় সমস্যা—অসুখ-বিসুখ, আবর্জনা, জলকষ্ট, অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, খেলাধূলার স্থানের অসংকুলান প্রভৃতি অজস্র অসুবিধা ও অভিযোগ। এবং সর্বোপরি মহীরুহের মত বিরাজ করছে কলকাতার বাসিন্দাদের ঔদাসিন্য ও নাগরিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। কলকাতাবাসীদের সুখ, স্বাস্থ্য শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধির ব্রত নিয়ে জন্ম নিয়েছে ক্যালকাটা সিটিজেন্স

এসোসিয়েসন। দায়িত্বে, কর্তব্যে ও অধিকারে নাগরিকদের সচেতন করে তোলার জন্যে অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে আলোচ্য পত্রিকাটি প্রকাশে এ্যাসোসিয়েসন নিরত হয়েছেন। তাই তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে, মুখপত্রটির দীর্ঘ আয়ুষ্কাল কামনা করি এবং বাংলা ভাষাতেও অনুরূপ প্রকাশনে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানাই। আলোচ্য সংখ্যাটি কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদ ও মুদ্রনে পত্রিকাটি মনোরম হয়েছে।

গ্রন্থ-জগৎ ॥ দ্বিতীয় বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ ডিসেম্বর ; ১৯৫৬।

বঙ্গীয় প্রকাশক সভার ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র গ্রন্থজগৎ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করায় আমরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে, গ্রন্থ ব্যবসায়ের সঙ্গে এদেশের বিরাট এক জনসংখ্যার জীবিকা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। লেখক, শিল্পি ও প্রকাশকদের কথা বাদ দিলেও কাগজ, মুদ্রন, বাঁধাই প্রভৃতি বহুবিধ আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ গ্রন্থ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হামেশাই শুনতে পাই যে বইয়ের ব্যবসায় বর্তমানে লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। স্বভাবতই লাভ না হলে বইয়ের ব্যবসায়ে মূলধন লগ্নীকরণে কেউ প্রবৃত্ত হবেন না। তাতে অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে চিন্তা করলে প্রশ্নটা খুবই আশঙ্কা ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষী জনসংখ্যা যদিও একটি প্রকাণ্ড অঙ্ক, তবুও পুস্তক ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি না হওয়ার একমাত্র কারণ জন-সাধারণের শিক্ষার অনুন্নত মান। শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সর্বজনকে গ্রন্থমুখী করে তোলার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হ'ল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থ-ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধন করে। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে পুস্তক প্রকাশকদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও সক্রিয় যোগাযোগ থাকা দরকার। এ বিষয়ে বঙ্গীয় প্রকাশক সভা ও তাঁদের মুখপত্র গ্রন্থজগৎ আশা করি সচেষ্ট হবেন। পূর্বের সংখ্যাগুলির ন্যায় আলোচ্য সংখ্যাটিও সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও তথ্যবহুল বিষয়াদিতে পূর্ণ।

সম্পাদকীয়

গত ২০শে ডিসেম্বর থেকে সুরু করে এক সপ্তাহ কালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রন্থাগারে "গ্রন্থাগার-দিবস" উদ্‌যাপিত হয়েছে। পরিষদ কার্যালয়ে এযাবত যেসকল আমন্ত্রণ-লিপি, অনুষ্ঠানের বিবরণী এবং জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর প্রতিলিপি এসে পৌঁছেছে তাতে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অন্য বৎসরের মতো এবৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ "গ্রন্থাগার দিবস" পালনের আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। পরিষদের এই আহ্বানের সোৎসাহ সাড়া মিলেছে দূর পল্লী-অঞ্চল থেকেও। পরিষদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা যে ধীরে ধীরে ব্যাপকতর জনসমর্থন লাভ করছে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে পরিষদেরই প্রতিষ্ঠা-দিবসটিকে "গ্রন্থাগার দিবস"-এর স্মরণীয় মর্যাদা দানের ব্যাপকতায়।

ব্যাপকতার মধ্যেই শুধু নয়, "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে আয়োজিত সভা-সমিতির মূল আলোচনার ধারাটির মধ্যে যে একটা সুসংহতির পরিচয় পাওয়া গেছে—তার জন্যেও এবারের "গ্রন্থাগার-দিবস" অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা-কাল শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল সুরু হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের যতটুকু অগ্রগতিই ঘটুকনা কেন, গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা-স্থাপন বিষয়ে অগ্রগমন যে আশানুরূপ হয়নি—একথা বহু কর্মী-বৈঠকে এবং জনসভায় দুঃখের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে গ্রন্থাগারকর্মী তথা সমাজসেবাকর্মীদল নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পূর্ণনিষ্ঠা সহকারে দীর্ঘদিন ধরে জনসেবার ব্রত পালনের চেষ্টা করে এসেছেন—তাঁদের এই মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর যথাযথ সুযোগের অভাব এই শ্লথ-গতির অন্যতম কারণ বলে বর্ণিত হয়েছে।

সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে জন-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে :—

"..... In the past voluntary agencies depended entirely on donations from private persons. In the larger interest of the community these voluntary agencies have to be encouraged and assisted in extending the scope of their activities ....."

পরিকল্পনা কমিশনের মতে—সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে (local authorities), এবং "..... to bring about a measure of coordination between the efforts of public authorities and of voluntary organisations"—পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসেবা সমাজকল্যাণমূলক কাজের অন্যতম। এই কারণে "গ্রন্থাগার দিবসের" সভা-সমিতিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে "সরকার প্রবর্তিত সর্ব-স্তরের গ্রন্থাগার-সংস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত গ্রন্থাগার কর্মীগণের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের"—যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নীতির সমর্থন রয়েছে।

এ-সম্পর্কে পরিষদের ধারণাও অনুরূপ। যে-গাছ মাটির বুক থেকে প্রাণ-রসের জোগান পায় না, মাটিকে নিবিড়ভাবে আশ্রয় করে দাঁড়াতে পারে না সুস্থ-সবল ভাবে,—সে-গাছ দুর্বল, ক্ষীণায়ু হতে বাধ্য ; ওপর থেকে ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে তাকে বাঁচানো যাবে না ; ফুলে-ফলে-পাতায় বিকশিত হয়ে ওঠার আশা তার সুদূরপরাহত।

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯শে—২১শে এপ্রিল (১৯৭৭) অনুষ্ঠিত হইবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শীঘ্রই উক্ত অধিবেশনের স্থান-নির্বাচন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

এই স্থান নির্বাচন বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানান যাইতেছে যে তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে এই সম্পর্কে পরিষদ-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

সম্পাদক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণ

পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধ-জয়ন্তী কমিটি রাজ্যের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের 'বৌদ্ধ নীতি সুধা' গ্রন্থটি এবং সকল গ্রন্থাগারকে বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক আরও দুটি গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। শ্রীশুভেন্দু বসু, দপ্তর-সম্পাদক, বুদ্ধ জয়ন্তী কার্যালয়, রাজভবন, কলিকাতা এ আবেদন পত্র পাঠাতে হবে।

চলমান জীবন

বাংলা-সাহিত্যের তিনটি যুগের সম্মিলনের প্রতীক **পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়**। কৈশোরের সাহিত্য পিপাসা থেকে শুরু করে তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকা ও বাংলা-সাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে হৃদ্যতার কাহিনী নিয়ে লেখা **চলমান জীবন : ১ম খণ্ড**। সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। **দাম পাঁচ টাকা**।

বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা

নদী-মেখলা বাংলা দেশ। এই নদ-নদী একদিকে যেমন বয়ে আনে ফসলের আশীর্বাদ অন্যদিকে আবার ডেকে আনে মৃত্যুরূপা বন্যা আর প্লাবন। এই জলধারাকে শাসন সংযত করার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দিয়েছেন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার **কপিল ভট্টাচার্য** তাঁর **বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা** বইয়ে। **দাম চার টাকা**।

সূর্যগ্রাস

মুদাবিত্ত পরিবারের বিধবা কন্যা কল্যাণী পিতার মৃত্যুর পর সংসার প্রতিপালনের জন্য চাকুরি নিল সাহেব-কোম্পানিতে। কিন্তু সেখানে যখন ধর্মঘটীরা দাবি আদায়ের সংগ্রামে পথে নেমে এল, কল্যাণী তখন চুপ করে থাকতে পারল না—তাদের সঙ্গে সে-ও নেমে এল। **সুশীল জানা** ঘটনাবিন্যাসে এদের জীবন্ত করে তুলেছেন **সূর্যগ্রাস** উপন্যাসে। **দাম সাড়ে তিন টাকা**।

তাপসী

পতিতা-সমাজের কন্যা নীলা শিক্ষা ও আদর্শের গুণে জয়ী হল সকল প্রকার ঘৃণা আর নীচ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল সুস্থ পরিবেশ মণ্ডিত একটি পরিবারে। **প্রফুল্ল রায়চৌধুরীর** উপন্যাস **তাপসী** বইয়ে এই কাহিনী সজীবতা লাভ করেছে। **দাম সাড়ে তিন টাকা**।

ছোটদের উপহার দিন

মণীন্দ্র দত্তের
দারু-মূর্তির রহস্য—১।০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের
সুন্দরবনের চিঠি—১।০
বিমলাপ্রসাদের
উজালা—২৲
শ্রীজয়ন্তকুমারের
চীনের উপকথা ২॥০
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
নীলপাখি—১৲
শৈল চক্রবর্তীর
ছোটদের ছোট বই ১৲

Dr. Dhirendranath Sen's
FROM RAJ TO SWARAJ
Price—Rs. 16/-
Dr. Suniti Kumar Chatterjee's
SCIENTIFIC & TECHNICAL TERMS IN MODERN INDIAN LANGUAGES
Price—Re 1/-

নিজে পড়ুন

আনা দুই স্টং-এর
দুরন্ত নদী—৪॥০
চেন তেং-কে'র
রাত্রিশেষ—২॥০
'বেদুইনের'
পথে প্রান্তরে—৩॥০
শীগ্‌গীরই বেরুবে
সুশীল জানা'র
গল্পময় ভারত
শৈল চক্রবর্তীর
বুদ্ধের সচিত্র জীবন কথা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২, হ্যারিসন রোড : কলিকাতা—৯

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদের প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. C-3910

গ্রন্থাগার ॥ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা পৌষ—১৩৬৩

প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

'জেনারেলে'র বই

উপন্যাস

অমরেন্দ্র দাশগুপ্ত—**ভেটিনিউ** ২৲

দেবেশ দাশ, আই-সি-এস—

অর্ধেক মানবী তুমি ৩৲

নবগোপাল দাস, আই-সি-এস—

অনবগুণ্ঠিতা ৩৲

সাগর দোলায় ঢেউ ৩৲

নরীমাধব চৌধুরী— **রাজনগর** ৪৲

প্রমথনাথ বিশী— **কোপবতী** ৩৲

শ্রীমতী বাণী রায়—

হাসিকান্নার দিন ২৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—

স্বর্গাদপি গরীয়সী (তিন খণ্ড)

প্রতিখণ্ড ৪৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়—**মহানগরী** ৪৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরী—**শৃঙ্খল** ২॥০

শতাব্দীর অভিশাপ ২॥০ **বন্ধনী** ২৲

ঘরের ঠিকানা ২॥০ **বসন্ত রজনী** ১॥০

নরেশ সেনগুপ্ত—**আমি ছিলাম** ৩৲

উমাপদ খাঁ— **স্মৃতি** ২৲

কাব্য

দেবেশ দাশ, আই-সি-এস—

প্রেমরাগ ২৲

প্রমথনাথ বিশী— **যুক্তবেণী** ২৲

মোহিতলাল মজুমদার—

বিস্মরণী ৪৲ **ছন্দ-চতুর্দশী** ২৲

ডাঃ সুনীলকুমার দে, এম-এ,পি-এইচ-ডি

ক্ষণ-দীপিকা ১৲

গল্প

জ্যোতির্ময়ী দেবী—

আরাবল্লীর আড়ালে ১॥০

জগদীশ গুপ্ত—**মেঘাবৃত অশনি** ২॥০

অতিকৃষ্ণ বসু—**জীবন সাহারা** ১।০

নবগোপাল দাস, আই-সি-এস—

তারা দুজন ২॥০

পরিমল গোস্বামী—

ট্রামের সেই লোকটি ২৲

ঐ সম্পাদিত— **মহামন্বন্তর** ৩৲

প্রমথনাথ বিশী **গালি ও গল্প** ১॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাস্তব ও অবাস্তব ৩৲ **বরযাত্রী** ২॥০

ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ **বর্ষায়** ৩৲

চৈতালী ৩৲ **বসন্তে** ৩৲ **বাসর** ২॥০

দৈনন্দিন ২॥০ **আগামী প্রভাত** ৩৲

কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার ২৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়—

দুঃস্বপ্ন ২৲ **মুহূর্তের মূল্য** ২॥০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী—

মনের গহনে ২৲

মণীন্দ্রলাল বসু—**সোনার হরিণ** ১।০

হারাপদ রাহা—**যোগিনীর মাঠ** ১॥০

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—

বুভুক্ষু মানব ২৲

নাটক

প্রমথনাথ বিশী—**মৌচাকে ঢিল** ২॥০

পরিমল গোস্বামী— **ঘুঘু** ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়—

উষা ও অনিরুদ্ধ ও

হৃদয়ের মৃত্যু ১॥০

সত্যেন্দ্রনাথ জানা—

পনেরো আগষ্ট ২৲

উমাপদ খাঁ—**নেতাজীর পদক্ষেপ** ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ

১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ ॥ ফাল্গুন : ১৩৬৩ ॥ ১১শ সংখ্যা

সম্পাদক : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ঃ সূচী ঃ

গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকা—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	২৫১
সমাজ শিক্ষায় চীনের একটি গ্রাম—চ্যাঙ য়ুনলী	২৬৫
পুরুলিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার—অভয়কুমার সরকার	৪৬৭
ডক্টর সয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন—তিনকড়ি দত্ত ...	২৭৩
পরিষদ কথা ...	২৭৩
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৭৪
গ্রন্থ-সমালোচনা	২৭৮
সম্পাদকীয়	২৮১

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলা ভাষায় রুশ সাহিত্য পরিবেষণ

মূল রুশ হইতে অনূদিত

১। তলস্তয়ের গল্প

॥ অফসেটে ছাপা চারিখানি বহুরঙা ও চারিখানি একরঙা চিত্র এবং বহুরঙা প্রচ্ছদপট ॥

দাম এক টাকা দুই আনা

২। ইউক্রাইনীয় উপকথা

॥ অফসেটে ছাপা চারিখানা বহুরঙা ও তিনখানি একরঙা চিত্র ও বহুরঙা প্রচ্ছদপট ॥

দাম এক টাকা

৩। নাজাস্তা ও তার বন্ধুদের অভিযান

এন. নসোভ

॥ পাতায় পাতায় ছবি ॥

দাম তিন টাকা

৪। মুমু

ইভান তুর্গেনেভ

বাহির হইল ॥

৫। তুড়ুক ও তুলতুল

আনাতোলী উস্তিউগভ

॥ আগুন নেই অথচ ধোঁয়া ! আশ্চর্য ! এমনি সাতটি আশ্চর্য আর মজার ব্যাপার আবার কথায় কথায় ছবি ॥

দাম এক টাকা

৬। মানবজাতির উদ্ভব

গ. গুরেভ

॥ অসংখ্য চিত্র সম্বলিত জনশিক্ষার উপযুক্ত প্রামাণিক বিজ্ঞানের বই ॥

দাম এক টাকা ছয় আনা

৭। বিশ্ব-পরিচিতি

অধ্যাপক স. ক. ক্‌সেখস্‌ভিয়াৎস্কি

॥ সহজবোধ্য ভাষায় বিশ্বজগতের রহস্য ব্যাখ্যা ॥

শীঘ্রই বাহির হইবে ॥

সর্বপ্রথম বাংলায় অনূদিত

সেবাস্তপোলের কাহিনী

লেভ তলস্তয়ের এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক শ্রীসরোজকুমার দত্ত। বাংলা সংস্করণে মূল রুশ সংস্করণে প্রকাশিত চিত্রগুলির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীসূর্য্য রায়। ডবল রয়াল ষোল পেজী ১৬৭ পৃষ্ঠা।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী

বুক্‌স্ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্‌স্

৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

DOVER PUBLICATIONS

We are pleased to announce that we have been appointed agents by Messrs. Dover Publications, Inc., 920 Broadway, New York-10, N.Y., This publisher is well-known for publishing scientific and technical books in paper backs in all field of Mathematics, Physics, Radio Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Earth Sciences, Aeronautical Engineering, Chemistry, and Chemical Engineering.

Complete list is available on application

Conversation rate Rs. 5/-to a dollar.

Library discount 10%.

Rupa & Co.

15, Bankim Chatterjee Street
CALCUTTA-12.

107, South Malaka,
ALLAHABAD-1.

11, Oak Lane Fort,
BOMBAY-1.

এই সাতটি বই শিক্ষা অধিকার কর্তৃক নির্বাচন পেয়েছে

এমিলজোলার
বহ্নি—৩৷৷০
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যারিসের এক অতিবাস্তব আখ্যায়িকা।

এমিলজোলার
স্বপনচারিণী—২৸০
আপনাকে এক অপূর্ব রসলোকে অনুপ্রবিষ্ট করবার উপযোগী ৭টি সুমধুর প্রেমের গল্প।

মোপাসাঁর
মোপাসাঁর একাদশ—৩৷৷০
আজ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত মোপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন।

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিক্রমা—৩৲

"পরিক্রমা বইখানি যে একখানি বিশেষ সুপাঠ্য বই, সে কথা সানন্দে প্রকাশ করছি।" —ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

"খাসা লিখেছেন, বলার ঢং, বলার ভাষা, বলার বিষয়, সবই মোগলাই বা মজলিসী।...পরিক্রমা সার্থক রচনা হয়েছে।" —অন্নদাশংকর রায়

"আশা করি পরিক্রমার অনেক পাঠক হবে।" —রাজশেখর বসু

"সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক 'পরিক্রমা' আরব্য উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকবে চিরদিন।" —নরেন্দ্র দেব

"A very welcome book is Parikrama". — Dr. Kalidas Nag

এমিলজোলার
বৈদেহী—৩৷৷০
(La honte বা লজ্জার অনুবাদ)

"বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে 'বৈদেহী' একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।" নরেন্দ্র দেব

"এই বইখানি সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল বাংলায় লিখিত হইয়াছে এবং আশা করি ইহা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে।" —ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

"...আর একটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী গ্রন্থ জোলার (Lahonte)-এর স্বচ্ছ সুন্দর অনুবাদ 'বৈদেহী'।" —ডাঃ কালিদাস নাগ

"...নারীর গভীরতম জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্তঃস্থলে ডুব দেওয়ার সামর্থে এমিলজোলা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আজও মনে হয় যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।" —সুভো ঠাকুর

বারনার দ্যাঁ দে সাঁ পীয়ারের
পল ও ভির্জিনি—৩৲
(Paul Et Virginie)

রবীন্দ্রনাথকেও যা অভিভূত করেছিল :

"...বিলাতী পৌলবর্জীনী (পল ও ভির্জিনি) পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন সাগরের তীর! সে কোন সমুদ্র সমীর কম্পিত নারিকেল বন! ছাগল চরা সে কোন পাহাড়ের উপত্যকা। কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত। আর সেই মাথায় রঙ্গীন রুমাল পরা বর্জীনীর (ভির্জিনী) সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙ্গালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল।"

কিরোর
হাতের গোপন কথা—৩৲

"বিশ্ববিশ্রুত কিরোর Secrets of the hands এর রমনীয় বাংলা অনুবাদ আগ্রহশীল পাঠক মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করবে। সরল রেখাঙ্কনগুলি বিষয়বস্তুর অনুধাবনে বিশেষ সাহায্য করে।..."

ডাঃ কালিদাস নাগ।

তিনটি নতুন বই

বিবাহিত প্রেম.....মারীষ্টোপস ৪৲
সোনালী মেয়েটি.....বালজ্যাক ২৲
ক্রিকেট খেলার অ,আ, ক,খ
ডন ব্র্যাডম্যান ৪৲

আর্ট ম্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

Since you desire valuable and indispensable books to be kept on your shelves why not then ask us to fill in your esteemed orders ?

We do supply books whether foreign or country, on all subjects including higher technical, Scientific, Educational and Applied cum Commercial Art books etc. etc. etc.

JUST OUT FOR THE FIRST TIME !!!

1. SREE SREE GAUDIYA VAISHNAVA DICTIONARY :: Das

It is an Encyclopedia in the field of Bengali and Sanskrit literature -Rs. 27/-

:: we solicit your kind co-operation ::

UNIVERSAL BOOK DISTRIBUTORS

8/2 Hastings Street :: 3rd Floor :: Calcutta-1.

Telephone : 23-2533

॥ ওরিয়েণ্টের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই ॥

॥ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ॥

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	৮৲
জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	১৸০

॥ গল্প-সঙ্কলন গ্রন্থমালা ॥

প্রবীরের নীরস গল্প-সঙ্কলন—প্রমথনাথ বিশী	৩৷০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের—গল্প-সঙ্কলন	৩৷০
সুমথনাথ ঘোষের—গল্প-সঙ্কলন	৩৷০
সুশীল রায়ের—গল্প-সঙ্কলন	৩৷০
স্বপন বুড়োর—গল্প-সঙ্কলন	৩৲
অগেন্দ্রনাথ মিত্রের—গল্প-সঙ্কলন	৩৲
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের—গল্প-সঙ্কলন	৩৲

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি : কলিকাতা-১২

প্রতিটি পাঠাগারে রাখার মত বই

চিরায়ত সাহিত্য

লিও তলস্তয়ের

CHILDHOOD, BOYHOOD, YOUTH

রুশ সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পালের কৈশোরের তিনটি অধ্যায়ের কাহিনী। ২৲

এ. পুশকীনের

THE CAPTAIN'S DAUGHTER ১৷৵০

THE TALES OF IVAN BELKIN ১৷৵০

ম্যাক্‌সিম গর্কি

FOMA GORDEYEV ২৷৵০

আধুনিক উপন্যাস

এ. সেরাফিমোভিচ্‌

IRON FLOOD

বিশুদ্ধল এক জনমণ্ডলীর ককেশাস পর্বতমালা অতিক্রম ও একটি সুশৃঙ্খল সেনা বাহিনীতে পরিণতির দুঃসাহসিক কাহিনী। ১৲

ভি. কাভেরিন

OPEN BOOK

এল. সবোলেভ

THE GREEN LIGHT ১৷৵০

ভি. কোনেটস্ক

THE ZHURBINS

ভি. গ্রানিন

THOSE WHO SEEK ২৸০

পি. জুৎনিস্কী

NISSO ২৸৵০

ভি. গোরবাটোভ

DONBAS ২৷৵০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শাখা : ৩/১ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] ফাল্গুন : ১৩৬০ [১১শ সংখ্যা

গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকা

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

বিব্‌লিওগ্রাফী বলিতে সচরাচর আমরা বুঝি গ্রন্থপঞ্জী। সাধারণ ক্যাটালগ্‌ বা গ্রন্থসূচী হইতে ইহা ভিন্ন। কিন্তু এই কথাটির গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও আরও দুই একটি অর্থ আছে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে বিব্‌লিওগ্রাফিয়া বলিতে "বই লেখা" বুঝাইত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে Fenning এর ইংরাজী অভিধানে "বিব্‌লিওগ্রাফার" কথাটির অর্থ করা হইয়াছে যে, "যিনি বই লেখেন বা বই নকল করেন।" বাক্যটির "বই লেখা" এই সংজ্ঞা ফরাসী দেশে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বদলাইয়া গিয়া দাঁড়ায় 'পুস্তক বা বইএর বিষয় লেখা।' ইংলণ্ডে বিব্‌লিওগ্রাফী কথাটির এই নূতন অর্থ বা সংজ্ঞা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে Rev. T. F. Dibdin বেশ ভালো ভাবেই চালু করেন কিন্তু মিঃ Southey নূতন অর্থে 'বিব্‌লিওলজি' কথাটিই অধিক সমর্থন করেন।

সাধারণ হিসাবে 'বিব্‌লিওগ্রাফী' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা (হিসাবে) ধরিলে দুইটি অর্থ করা যায়। প্রথম অর্থে ইহা পুস্তকের লেখক, বইটি লেখার সময় বা তারিখ ও স্থান, যেখান হইতে বইটি প্রকাশিত হইয়াছে, কিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—হস্তলিখিত পুঁথি অথবা ছাপা বা মুদ্রিত, উহার ভিতরকার চিত্র-বিচিত্র বা অলঙ্কারাদি, উহার বাঁধাই, উহার প্রকাশক, উহার বিক্রয় মূল্য ও বিক্রেতা ও বইটির প্রচারের পথে বিভিন্ন বাধা-বিঘ্ন ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ বা নির্দেশ বুঝায়। দ্বিতীয় অর্থে পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের উপর যত কিছু লেখা আছে তাহার দেশ কাল ও পাত্রের বা লেখকের বাচবিচার না করিয়া তাহাদের একত্র সঙ্কলন বুঝায়। শেষোক্ত অর্থে বিব্‌লিওগ্রাফী বলিতে বিশিষ্ট বিষয়ের উপর লেখা বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ ও আলোচনাদির তালিকা

প্রণয়ণও হইতে পারে। একটিকে অথার্ বিব্লিওগ্রাফী ও অপরটিকে সাব্জেক্ট বিব্লিওগ্রাফী বলা চলে। গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ্ বলিতে ইহা বুঝায় না, ক্যাটালগ্ সচরাচর গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের তালিকাই নির্দেশ করে। গ্রন্থাগারে নাই এমন পুস্তকের নির্দেশ গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে থাকে না। কিন্তু কোনো বিষয়ের বিব্লিওগ্রাফী বলিতে শুধু যে কোনো একটি বা কয়েকটি গ্রন্থাগারে রক্ষিত নির্দিষ্ট বিষয়ের পুস্তক তালিকা বুঝায় তাহা নহে—ঐ তালিকায় নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লিখিত যে কোনো লেখকের বই অথবা লেখা যে কোন দেশে প্রকাশিত, যে কোনো সময়ে প্রকাশিত এবং ব্যাপকভাবে বলিতে যে কোনো ভাষায় রচিত তাহারই সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রণীত তালিকা বুঝায়। যে কোনো একটি বা কয়েকটি গ্রন্থাগারে উক্ত নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লেখা সব বই সচরাচর থাকে না—কাজে কাজেই ক্যাটালগ ও বিব্লিওগ্রাফীতে প্রভেদ প্রচুর। ক্যাটালগকে সচরাচর গ্রন্থসূচী ও বিব্লিওগ্রাফীকে গ্রন্থপঞ্জী বলা হয়। গ্রন্থপঞ্জী সচরাচর যে কোনো লেখকের হইতে পারে, যে কোনো বিষয়ের হইতে পারে ইহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। গ্রন্থপঞ্জীর বদলে কেহ কেহ বিব্লিওগ্রাফীকে গ্রন্থ বিবরণীও বলিয়া থাকেন। বাংলার শরৎচন্দ্রের অথবা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ বিবরণী বলিতে উক্ত লেখকের লেখা সমস্ত বই, রচনা, আলোচনা, প্রবন্ধাদি সমস্ত কিছুরই সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রণীত তালিকা বুঝায়। সচরাচর এই তালিকা প্রনয়ণ করা হয় পুস্তক বা লেখার রচনা কালের ক্রম অনুযায়ী। অনেকে আবার এই তালিকা প্রণয়ন কালে রচনা কালের ক্রম বাদ দিয়া কেবলমাত্র পুস্তকের নামের বর্ণানুক্রমিক ভাবেই এই তালিকা লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষপাতি। যে কোনো পন্থাতেই হউক না কেন গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থ বিবরণীতে পুস্তক বা লেখার রচনা কাল অথবা প্রকাশের তারিখ সব সময়ই দিতে হয়।

Oxford অভিধানে 'বিব্লিওগ্রাফী' কথাটির অর্থ করা হইয়াছে যে পুস্তকের ধারাবাহিক গঠন বর্ণনা, পুস্তকের ইতিহাস, লেখক, প্রকাশক, মুদ্রণস্থান ও সন, সংস্করণ, বাঁধাই, সাইজ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ও চিত্রাদির বিবরণের সম্যক পরিচয়। গ্রন্থ বিবরণী হিসাবে গ্রন্থের প্রকৃষ্ট বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থ সম্বন্ধে এই জ্ঞানের বিশ্লেষ বা সম্যক আলোচনাই গ্রন্থ বিবরণী বা গ্রন্থপঞ্জী অথবা ইংরাজী বিব্লিওগ্রাফীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইংরাজীতে পুস্তকের আকার প্রকারাদির বিবরণকে Bibliography of

the form of books বলে এবং বিষয়ীভূত গ্রন্থবিবরণী বা গ্রন্থপঞ্জীকে Bibliography of their subjects বলা হয়। প্রথমোক্ত বিষয় অথবা গ্রন্থের আকার প্রকারাদির বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই বিজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে পুস্তকের প্রতিটি খণ্ডের সযত্ন পরীক্ষা ও তাহার যথাযথ বিবরণ। প্রাচীনকালের বই ছাপা আধুনিক যুগের বই ছাপা হইতে ভিন্ন রকম ছিল। সেযুগে প্রতিটি পুস্তকের খণ্ড প্রায় এক রকম হইত না। একই পুস্তক বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিত এবং বিভিন্ন প্রকাশকের প্রকাশিত বা মুদ্রণশালায় মুদ্রিত এক পুস্তকের আকার প্রকারও সব সময়ে এক রকম হইত না। সে কালে বই ছাপার প্রচলন অধুনা কালের মত সহজ ছিল না। পুস্তকের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। আজকাল যেমন হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বই ছাপা অল্পায়াসেই সম্ভব তখন তাহা ছিল না। দেশে যে ২।৪টি বা দু'দশটি মুদ্রণশালা ছিল তাহা হইতে বৎসরে শতাধিক বইও সচরাচর মুদ্রিত হইত না। এক লেখকের একই বই আজকাল একই স্থানে একই প্রকাশকের দ্বারা সচরাচর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডের বিশেষ কিছুই তফাৎ বা প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এমন কি পরবর্তী সংস্করণেও একটি বইয়ের খুব বেশী আকার প্রকার বদল করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। আজকাল পুস্তকের ছাপার তারতম্য ও হরফের রকম ফের ইত্যাদির নির্দিষ্ট পরিচয় সব বইয়ে সচরাচর পাওয়া যায় না—কিন্তু পুস্তক মুদ্রণের প্রথম যুগে ইহা বই ছাপার বিশেষ অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইত। সে কালের যে কোনো পুস্তকের বা আধুনিক কালের যে কোনো পুস্তকের সাহিত্যিক ও মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট বা যথাযথ বিবরণ উল্লেখ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ প্রয়োজন :

(১) যদি পুস্তকে আখ্যাপত্র থাকে তাহা হইলে তাহার আক্ষরিক অথবা অবিকল অনুলিপি এবং যদি পুস্তকে পুষ্পিকা (colophon) থাকে তাহার অনুরূপ প্রতিলিপি এবং পুস্তকের শিরোনামায় অথবা অন্য কোনো অংশে প্রভেদাত্মক যদি কিছু থাকে যাহা উক্ত পুস্তকের অন্য কোনো সংস্করণে বা খণ্ডে নাই তাহারও অনুরূপ উল্লেখের প্রয়োজন।

(২) পুস্তকের আকার তাহার অবয়ব, পৃষ্ঠার মিছিল (gatherings) সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাসংখ্যা, পুস্তকটির এবং আখ্যাপত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ—ইত্যাদির যথাযথ

বিবরণ। পুস্তকের বিভিন্ন অংশে যে বিভিন্ন প্রকারের টাইপ্ (type) বা হরফ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার টিপ্পনী বা টীকা এবং এবিষয়ে পূর্বে প্রামাণিক কিছু মুদ্রিত হইয়া থাকিলে তাহারও উল্লেখ করিতে হয়।

(৩) পুস্তকটির সাহিত্যিক প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর ও তাহাদের মুখবন্ধের সম্যক পরিচয় প্রদান প্রয়োজন।

(৪) ইহা ব্যতিরেকে যদি কোনো অতিরিক্ত টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন অনুভূতায় তাহাও সন্নিবেশ করিতে হইবে।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার কিছু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। পুস্তকের আখ্যাপত্রের অথবা অন্য কোনো অংশের অনুলিপি করিতে হইলে আরম্ভিক বাক্যগুলির সম্পূর্ণ বা পুরা উল্লেখ প্রয়োজন। পরবর্তী অংশে বাদ বা উল্লেখ না করিলে পর পর তিনটি বিন্দু (…) দ্বারা তাহা বুঝাইতে হয়। কোনো লাইনের সমাপ্তি দেখাইতে হইলে পূর্ণচ্ছেদের ন্যায় (upright stroke) সোজা দাঁড়ি ব্যবহার করিতে হয়। পুরাকালে মুদ্রিত পুস্তকের দীর্ঘ দ্বিতীয়চ্ছেদ (old long commas) গুলি দুইটি দাঁড়ি (double strokes) দ্বারা দেখানো হইয়া থাকে। মুদ্রণকালে পুস্তকে ব্যবহৃত হরফগুলি বা টাইপ্ গুলি রোমান অথবা গথিক্ (Roman, Gothic) সোজা হরফে (Letter) অথবা বাঁকা মুদ্রাক্ষরে (italics majascules—minuscles) নীচের কেসের অথবা উপরের কেসের—ইহার সম্যক্ পরিচয় প্রয়োজন। ইহা আঁকিয়া দেখাইতে পারিলে আরো ভাল হয় কিন্তু ইহাতে ছাপার খরচ বাড়ে এবং ভুলের সম্ভাবনাও থাকে। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকে উপরের কেসের হরফ বা টাইপ্ যদি নীচের কেসের টাইপের সাহায্যে মিলিত হয় (transliterate) সেক্ষেত্রে মুদ্রাকরের স্বকীয় রীতি বা প্রথানুযায়ী প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক = i = ও = j = u ও v র ব্যবস্থা বা নির্দেশ প্রতিপালন করা উচিত। মূল আখ্যায় যদি কোনো ভুল ছাপা বা মুদ্রণ প্রমাদ থাকে তাহা যেমন আছে তেমন দেখাইয়া বন্ধনীর ভিতর [sic] লিখিতে হইবে অথবা পাদটীকায় তাহার বিবরণ লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুস্তকের সাইজ বা আকার (সাধারণতঃ) পুস্তকের পৃষ্ঠার সহিত মূল কাগজের ভাঁজের সম্পর্ক বুঝায়। ফোলিও পুস্তক হইলে মূল কাগজ একবার মাত্র ভাঁজ করা হইয়াছে বুঝায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বড় কাগজে ভাঁজের পর দুইটি করিয়া পাতা পাওয়া যায়। কোয়ার্টো (Quarto) পুস্তকে প্রতিটি কাগজকে দুইবার ভাঁজ করা হয় যাহাতে ৪টি পাতা বা ৮ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়।

(Octavo) অক্টেভো পুস্তকে ইহা আরো একবার ভাঁজ করিলে প্রতি খণ্ড কাগজে ৮টি পাতা ১৬ পৃষ্ঠা হয়। এই ভাবে 16 mo—32 mo—64 mo ইত্যাদি হইয়া থাকে। ১২ বা ২৪ পৃষ্ঠার ক্ষেত্রে ইহাই বুঝাইত যে মূল কাগজের ভাঁজ কোনো এক সময়ে দুইয়ের বদলে তিনবার করা হইয়াছিল এবং সেইজন্যই ঐ সব বইএর সাইজ ভিন্ন রকম হইত। বইয়ের পাতায় কাগজের যে দাগ বা লাইন লম্বা বা খাড়া ভাবের অথবা সমতল ভাবের দেখা যাইত—তাহার দ্বারাই বইয়ের আকার বা সাইজ নির্ধারণ করা যায়। আলোর দিকে বইএর যে কোনো পাতা তুলিয়া ধরিলেই ঐ দাগ বেশ প্রতীয়মান হয়। কাগজ তৈয়ারী করিবার সময় তারের ঐ দাগ folio ও octavo সাইজের ক্ষেত্রে খাড়াভাবে এবং quarto ও sextodecimos সমতলভাবে ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে যথাস্থানে আরো বিশদ আলোচনা করা হইবে।

যখন কোনো পুঁথি অথবা প্রথম যুগের ছাপা কোনো বই বাঁধাইবার ব্যবস্থা হইত তখন এক একটি পাতার সমষ্টি বা খণ্ড বা section or gathering যথাযথভাবে পর পর রাখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইত একটি সাধারণ রীতি বা রেওয়াজ অনুযায়ী—যথা, প্রত্যেকটি খণ্ড, বর্ণমালার অক্ষর বা বর্ণ দিয়া পর্য্যায়-ক্রমে চিহ্নিত করা হইত। পুরাতন ইংরাজী পুস্তকের বেলায় ঐ বর্ণমালার অক্ষর Latin ভাষা হইতে লওয়া হইত এবং উহাতে I অক্ষর I এবং J ও V অক্ষর U এবং V হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ঐ বর্ণমালায় W অক্ষর থাকিত না। বাংলায় এই খণ্ডগুলি পর পর সাজানোর যে আক্ষরিক চিহ্ন বা সংকেত, বর্ণমালার বদলে অনেক স্থলে ১, ২, ৩, এইরূপ সংখ্যার দ্বারাও দেখানো হয়। প্রতিটি খণ্ডের বা ফর্ম্মার প্রথম পাতার পাদদেশে ঐ চিহ্ন বা নির্দ্দেশন থাকে। প্রথম যুগের ছাপা ইংরাজী পুস্তকে লক্ষ্য করা যায় যে মিছিলে যদি বর্ণমালার ২৩টি অক্ষরের বেশী প্রয়োজন হইত তাহা হইলে সংক্ষিপ্তভাবে et, con, run এবং কখনও কখনও us অতিরিক্ত চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হইত। পুস্তকের আকার স্থূল হইলে (miniscules ও majescules)—বড় হাতের ও ছোট হাতের দুই প্রকার হরফই ব্যবহৃত হইত। এইভাবে অক্ষরের সংখ্যা ডবল করা হইত। ১৪৭২ সালেই প্রথম ঐ মিছিল চিহ্ন হাতে না লিখিয়া ছাপিয়া দেওয়া সুরু করা হয় এবং অদ্যাবধিই উহাই প্রচলিত আছে।

যদি কোনো পুরাতন পুস্তকের ঐ মিছিল চিহ্ন ছাপা পাওয়া যায় তাহা হইলে বর্ণনা কালে ঐ চিহ্ন সকল কোনো বন্ধনী না দিয়াই দেখাইতে হইবে। আর

যদি কোনো মিছিল চিহ্ন না থাকে তাহা হইলে চতুষ্কোণ বন্ধনীর ভিতর (square brackets) বর্ণমালার সাহায্যে ঐ পুস্তকের প্রতিটি gathering বা খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুক্রমণ সংখ্যা দ্বারা দেখাইতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি পুস্তকের প্রথম ছয়টি gathering বা প্রতি খণ্ডের পাতা সংখ্যা ৮ হয় এবং পরের খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ হয়—তাহার সম্যক বর্ণনা ইংরাজীতে এইভাবে লিখিতে হইবে A—F^{8}G^{4}. পুরাতন যে কোনো পুস্তকের মৌলিক বাঁধাই সচরাচর প্রমাণিত হয় কাগজের প্রতি দিস্তার মধ্যবর্তী সুতার দ্বারা (strings in the middle of each quire)। পুরাতন folio ও quarto সাইজের নূতন করিয়া বাঁধানো (rebound) বইএর ক্ষেত্রে কাগজের জলের চিহ্নের (water mark) পর্যায়ক্রম লক্ষ্য করিলে ইহা জানা যাইবে। কাগজ তৈয়ারীর সময় প্রস্তুতকারক যে চিহ্ন দ্বারা প্রতিটি খণ্ড কাগজ চিহ্নিত করিত তাহার কথাই বলা হইতেছে। ফোলিও পুস্তকে কোনো পাতায় কোনো চিহ্ন থাকে না আবার কোনো পাতার ভাঁজের মাঝখানে ঐ চিহ্ন দেখা যায়।

পুস্তকের বিভিন্ন gathering বা মিছিলের আকার ও তাহাদের ক্রমোন্যাস বা বিন্যাসের পরিচয় দিবার পর পুস্তকে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ করিতে হয় এবং পুস্তকে যদি বিভিন্ন সংখ্যার ব্যবহার হয় তাহাও নোট করিতে হয়। প্রথম যুগের ছাপা বইয়ে অনেক সময়েই পৃষ্ঠা সংখ্যার ভুল দেখা যায়। প্রায় ১৪৭০ খৃষ্টাব্দেই প্রথম পৃষ্ঠা সংখ্যা মুদ্রিত করা হয় এবং দশ বৎসর পর হইতেই ইহার প্রচলন হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যার চলন বেশী হয়।

এ যাবৎ আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে পুস্তকের আকার বা অবয়ব সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। বইয়ের পাতার মাপ uncut copyর পাতা হইতে লওয়া হয় কিন্তু পুরাতন পুস্তকের uncut পাতা সব সময় পাওয়া যায় না, কাজেই টাইপ্ পৃষ্ঠা হইতেই তাহা লওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে আখ্যা পত্র হইতেই মুদ্রাকরের অভ্যাস বা স্বভাবের পরিচয় মেলে এবং তাহা হইতেই uncut copyর মাপ বা সাইজ আন্দাজ করা যায়। ইহার পর যে পাতাটির মাপ লওয়া হইল তাহাতে কত লাইন লেখা ছাপা হইয়াছে তাহার সংখ্যার উল্লেখ করিতে হয়। ইহার পর ছাপার অক্ষরের বিশেষত্ব যথা—gothic, রোম্যান অথবা italic বা বাঁকা ধরণের তাহার পরিচয় সন্নিবেশ করিতে হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পুস্তকের ক্ষেত্রে অনেক সময় মুদ্রিত ২০ লাইনের মাপ দিতে

হয়। পরিশেষে পূর্বে মুদ্রিত এই বিষয়ের কোনো প্রামাণিক কিছু থাকিলে তাহার উল্লেখ করিয়া এই পুস্তক বিবরণ শেষ করিতে হয়।

সমাজ শিক্ষায় চীনের একটি গ্রাম

চ্যাঙ য়ুনলী

দিনের শেষে গোধূলি লগ্নে আমরা গাঁয়েতে পৌঁছলাম। গাঁয়ের চাষীরা সব তখন একে একে চলেছে সেখানকার বয়ঃশিক্ষা কেন্দ্রে। তাদের ত্বরিত পদক্ষেপে তুষারাচ্ছন্ন পথ মুখরিত হয়ে উঠেছে।

গাঁটি চীনের কিরিণ প্রদেশে—নাম চেঙ্গি।

বয়ঃশিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখি যে একটি ঘর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ শিক্ষার্থীতেই ভরে গেছে। সেটি শুনলাম বর্ণ-পরিচয় বিভাগ। পড়ুয়ারা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। পড়াচ্ছে একটি তরুণী, বয়স তার বছর ষোল হবে। নাম য়ুশিয়েন চী। অল্প কিছুক্ষণ বোঝানর পর শিক্ষিকাটি খড়ি দিয়ে বোর্ডে বড় গোটা গোটা অক্ষরে লিখল, 'গম কাট, জমি চষ'। লিখে জনৈকা রমনীকে সে লেখাটা পড়ে শোনাতে বলল।

রমনীটি দাঁড়িয়ে উঠে বানান করে লেখাটা চেঁচিয়ে পড়ল, এবং তার মানে বুঝিয়ে দিয়ে বসে পড়ল।

আমরা ধারনাই করিনি যে রমনীটি শিক্ষিকার মা। বাড়িতে সেসময় শিক্ষিকাটির পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ ঠাকুর্দা তাঁর নাতিপুতিদের আগলাচ্ছিলেন। য়ুশিয়েন চী আর তার মার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গেলাম। বৃদ্ধ তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অক্ষর পরিচয় অভ্যাস করছিলেন। কচি বাচ্চাটা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ঘরে ঢুকে দেখি যাবতীয় আসবাবপত্রের গায়ে বৃদ্ধ খড়ি দিয়ে অক্ষর লেখা অভ্যাস করেছেন—'দরজা', 'দেয়াল' ইত্যাদি। এভাবে লিখে রাখলে নাকি ওঁর খুব সুবিধে হয়। বাড়ীর বৌ-ঝিয়েরা সন্ধ্যাবেলায় বয়ঃশিক্ষা কেন্দ্রে চলে গেলে

কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে আগলানোর ভার তাঁর ওপর পড়ে। সেসময় তিনিও লেখাপড়া শেখার লোভ সামলাতে পারেন না। য়ুশিয়েনের দাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে আর তার বৌদি সবে বর্ণ-পরিচয় শেষ করেছে।

'মা আর দাদু ছাড়া এখন বাড়ীর সবাই লিখতে পড়তে পারে বেশ ভালই," য়ুশিয়েন বলতে থাকে, "মা আমার ছাত্রী ভালই, মার্কও ভাল পাচ্ছেন. কিন্তু দাদুর লিখতে বড় দেরী হয়।" মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বৃদ্ধ প্রতিবাদ করতে যান……

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই চেঙ্গী গ্রাম মুক্ত হয়েছিল বলে গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের গুরুত্ব প্রথম থেকেই অনুভূত হয়। গাঁয়ে সবশুদ্ধ ৩৭৬টি পরিবার—সেগুলির অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা আগে আঙুলে গুণে শেষ করা যেত। বর্তমানে প্রতি দশ জনের মধ্যে ৯ জন লিখতে পড়তে শিখে গেছে।

লেখাপড়া শেখার একটা ফল হাতেনাতেই পাওয়া গেছে। গ্রামের যৌথ ক্ষেতখামারে নয়ত সমবায় প্রতিষ্ঠানে অনেকেই নানা পদে বহাল হয়েছে। বাইরে থেকে লোক সংগ্রহের প্রয়োজন হয়নি। গাঁয়ের বহু লোকই স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বা ঐজাতীয় সমাজ শিক্ষার কাজে সাধ্যমত অবসর সময়ে অংশ গ্রহণ করে। যে যেভাবে পারে। কেউ হয়ত দৈনিক খবরের কাগজটা পড়ে শুনিয়ে দেয় যারা পড়তে না পারে তাদের কাছে। য়ুশান নামে একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল। গাঁয়ের সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সেই শুনলাম পাণ্ডা।

"গাঁয়ে সপ্তাহে সাতখানা দেওয়াল পত্রিকা বেরোয়," য়ুশান বলল, "তাতে সকলেই নিজের খুসীমত লেখা দিতে পারে, অবশ্য প্রেম পত্র ছাড়া, গাঁয়ে বক্তৃতা, জলসা, অভিনয়ও হয় প্রায়ই…"

গাঁয়েতে একটা গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে। তাতে বইয়ের সংখ্যা হাজার আড়াইয়ের কাছাকাছি। চাষের ব্যস্ত মরশুমে বেশীর ভাগ সময়ই চাষীদের মাঠেই কাটে। সেজন্যে অনেকে মাঠে যাবার সময় সঙ্গে বইপত্তর নিয়ে যায়। ফুরসৎ পেলে যাতে পড়া যায়। অনেকে আবার মাঠ থেকে বাড়ী ফেরার পথে গ্রন্থাগার হয়ে যায়। গ্রন্থাগারে সাধারণ বইয়ের লেনদেন থাকলেও চাষ আবাদ ও সমবায়ের নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত বইয়ের চাহিদাই বেশী দেখা যায়।

গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার ফলে চেঙ্গী গ্রামের পরিবেশ ও অধিবাসীদের জীবন খুবই আনন্দ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

[China Pictorial থেকে অনূদিত]

পুরুলিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার

অভয় কুমার সরকার

পশ্চিমবঙ্গের নবতম জেলা পুরুলিয়া। সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল গ্রন্থাগারামোদীদের থাকা স্বাভাবিক। সম্প্রতি সেখানে যাবার সুযোগ হ'য়েছিল। তখন সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধে কিছু খবর সংগ্রহ ক'রেছিলাম।

পুরুলিয়া জেলার আয়তন ২,৩১৮'৪ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। পুরুলিয়া সহরেই প্রায় ৫০ হাজার লোকের বাস। সমগ্র জেলার সাক্ষর জনসংখ্যা আনুমানিক ১২% এবং সহরাঞ্চলে প্রায় ২৫%। এই জেলায় ১৬টি থানা এবং তিনটি মিউনিসিপ্যালিটি। পুরুলিয়া থেকে রাঁচী, বাঁকুড়া, ধানবাদ ইত্যাদি স্থানে নিয়মিত বাস চলাচল করে। এই বাসের পথের ধারে ধারে অনেক জনপদ গড়ে উঠেছে। পুরুলিয়ার গ্রামগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আকারে ক্ষুদ্রকায় ও বিচ্ছিন্ন এবং জেলার অন্তর্বর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়।

সমগ্র পুরুলিয়া জেলায় নাম করবার মত সাধারণ গ্রন্থাগার বেশী নেই। সহর পুরুলিয়ায় হরিপদ সাহিত্য মন্দির, কালদা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে কালদা ব্যায়াম সমিতির সাধারণ গ্রন্থাগার এবং রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে রঘুনাথপুর পূর্ণিমা বাণী মন্দির বড় গ্রন্থাগার। পল্লী অঞ্চলে গড়জয়পুর, বড়বাজার, তপোবন তুলিন উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ১০০।২০০খানা বই নিয়ে পুস্তকাগারের সংখ্যা ৫০এরও অধিক। সবশেষে উল্লেখ ক'রতে হয় জেলা গ্রন্থাগারের কথা। বিহার সরকারের আমলে পুরুলিয়া সহরে সরকারী অর্থে ও উদ্যোগে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। সম্প্রতি এই গ্রন্থাগারটি জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে।

সারা পুরুলিয়ায় হরিপদ সাহিত্য মন্দির সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। ১৩২৭ সালে মুন্সেফডাঙার কয়েকজন উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে। অনেক চেষ্টার পর ১৩৩৩ সালে সাহিত্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মিউনিসিপ্যালিটির নিকট

থেকে এক খণ্ড জমি সংগ্রহ করেন। ঐ বৎসরেই স্থানীয় ঠিকাদার ৺হরিপদ দাঁ মহাশয়ের বদান্যতায় উক্ত জমিতে সাহিত্য মন্দিরের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয় এবং তাঁর বদান্যতাকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য গ্রন্থাগারটির নাম হরিপদ সাহিত্য মন্দির রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দাঁ মহাশয় নিজে লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু যে কোন শিক্ষামূলক প্রচেষ্টায় তাঁর সাধ্যাতীত দান ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি, একবার জেলার নিরক্ষরতা দূরীকরণ কল্পে সাহিত্য মন্দিরের পক্ষ থেকে দাঁ মহাশয় ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি গ্রামে দশ বা ততোধিক নিরক্ষরকে এক বৎসরে প্রথম ভাগ লিখন পঠনক্ষম করবেন, তাঁকে একটি স্বর্ণ পদক পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ঘোষণায় বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল এং প্রথম বৎসরেই এই রকম সতেরোটি পুরস্কার দেওয়া হ'য়েছিল। বলা বাহুল্য টাকার অভাবে সকল আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি।

১৯৫০ সালে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট থেকে ১০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য পান এবং নিজেরাও সমপরিমান অর্থসংগ্রহ ক'রে সম্প্রতি গ্রন্থাগার ভবনটির সম্প্রসারণ করেন এবং মঞ্চসমেত একটি সুন্দর বিরাট হলঘর নির্মাণ করেন। এই কাজ অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এঁরা সরকারের কাছ থেকে এ বৎসর ৩০০০ টাকা সাহায্য পেয়েছেন, তাছাড়া পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নিকট থেকে মাসিক ২৫৲ টাকা সাহায্য পেয়ে আসছেন। এই গ্রন্থাগারে ৪,৫০০এরও অধিক গ্রন্থ আছে ও সদস্য সংখ্যা ১৫০, চাঁদার হার মাসিক চার আনা। নিঃশুল্ক পাঠকক্ষে এক সঙ্গে ১৫।২০ জন বসে পড়বার ব্যবস্থা আছে। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের কর্মীদের উৎসাহের অন্ত নেই। উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পেলে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্থানীয় সংগ্রহশালা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, শ্রব্য-দৃশ্য দপ্তরাম সমেত একটি স্বতন্ত্র শিল্পের বিভাগ এবং ছৌ, নাটোয়া, সাঁওতালী ইত্যাদি লোকনৃত্য ও ঝুমুর, বাউল, তুসু, করম ইত্যাদি লোক-সঙ্গীত-চর্চার জন্য একটি সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা এঁদের আছে।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পরই নাম করতে হয় কালদার ব্যায়াম সমিতি ও সাধারণ গ্রন্থাগারের। কালদা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে এইটিই সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। এঁদের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৩০০০। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এঁরা বার্ষিক ৭৫৲ টাকা অর্থ সাহায্য পান। পুস্তকের লেনদেন ছাড়াও এঁরা মধ্যে মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে থাকেন। পুরুলিয়া জেলার তৃতীয়

মিউনিসিপ্যালিটি রঘুনাথপুরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার রঘুনাথপুর পূর্ণিমা বাণী মন্দির। বাণী মন্দিরের নিজস্ব গৃহ আছে এবং পুস্তক সংখ্যা ১৭০০। এঁরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বার্ষিক ৫০৲ অর্থসাহায্য পেয়ে থাকেন।

পল্লী অঞ্চলে গড়জয়পুরের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ১,২০০। বড়বাজারের ভারতী পুস্তকাগারের ১,৫০০ এবং তপোবন তুলিনের ১০০০ বই। শেষোক্ত গ্রন্থাগারটি এই বৎসর ১,০০০৲ টাকা সরকারী সাহায্য পেয়েছেন। পুরুলিয়া জেলায় তিনটি জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং একটি সমাজ-উন্নয়ন-অঞ্চলের কাজ চলছে। উন্নয়ন বিভাগ থেকে এই সব এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিকে অর্থসাহায্য দেবার ব্যবস্থা থাকায় সেখানে ছোট ছোট গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে।

সব শেষে সরকারী অর্থে ও পরিচালনায় যে গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠছে তার কথা বলি। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরটিকে জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করবার একটি পরিকল্পনা বিহার সরকার কয়েক বছর আগে উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত করেন। তখনকার সরকারী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবে তাঁরা সম্মত হতে পারেন নি। তাঁরা স্বভাবতঃই এই আশঙ্কা করেছিলেন যে সরকারী ব্যবস্থাধীনে এলে প্রতিষ্ঠানটির স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ ব্যাহত হবে এবং বাঙলা বইয়ের পাঠকদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। এই আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক ছিল না তা উত্তর কালে প্রমাণিত হয়েছে। এঁদের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সরকার যখন নিজেই স্বতন্ত্র একটি রাজ্য গ্রন্থাগার স্থাপিত করলেন তখন তাতে হিন্দী বইই সংগৃহীত হলো, বাঙলার কোন স্থান হলো না। এই রাজ্য গ্রন্থাগারটির জন্যে বহু অর্থব্যয়ে একটি মনোরম শ্বিতল ভবন নির্মিত হলো, সম্মুখে সুন্দর উদ্যান রচিত হলো। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীর কাছে এই প্রতিষ্ঠানটি আজও তেমন স্বীকৃতি পায় নি। যাঁর সঙ্গে আমরা এই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শনে যাই, তিনি মাত্র ১০ মিনিট দূরে থাকেন। গ্রন্থাগারটি দেখে বেরিয়ে আসার সময় তিনি যখন বললেন, "আজ এই প্রথম আমি এই গ্রন্থাগারটির কথা জানলাম," তখন আমরা যে বিস্ময় বোধ করেছিলাম তা বলাই বাহুল্য। যাক সে কথা, শুনলাম পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির সময় বিহার সরকার এই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বই ও আসবাবপত্র নিয়ে গেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থাগারটিকে

জেলা গ্রন্থাগারে রূপায়িত করতে মনস্থ করেছেন। ইতিমধ্যে জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক ২,৫০০ টাকার বাঙলা বই কিনে এনেছেন, গ্রন্থাগারিক ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সব কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন এবং লেনদেন ও পাঠ বিভাগের কাজ সুরু করে দিয়েছেন। গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেই ভ্রাম্যমান বিভাগের কাজ আরম্ভ হবে। বর্তমানে এঁদের প্রায় ২০০ জন সদস্য। এখানে মাসিক চাঁদা চার আনা ও সদস্য পিছু আমানত পাঁচ টাকা।

অন্যান্য জেলার তুলনায় পুরুলিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কম, প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থাগারই সবে গড়ে উঠছে। সেইজন্য এখানে প্রথম থেকেই একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামবার অবকাশ আছে। সমস্ত জেলা সমীক্ষা করে কোথায় কোথায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন তা নিরূপন করে, এলোমেলো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সুযোগ না দিয়ে সুচিন্তিত কার্যক্রম নিয়ে অগ্রসর হলে অচিরেই সুফল পাওয়া যাবে এবং অন্যত্র জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়েছে তাও পরিহার করা সম্ভব হবে।

ডক্টর সয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন

তিনকড়ি দত্ত

সে আজ আটাশ বছর আগেকার কথা যখন ডাঃ রঙ্গনাথনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেনারসে অখিল এসিয়া শিক্ষা সম্মেলন হবে তারই গ্রন্থাগার বিভাগের কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথন। তিনি পূর্বে ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। পরে গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়ে বিলাতে শিক্ষাগ্রহণ করে ফিরে এসেছেন। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত প্রবন্ধ চেয়ে পাঠিয়েছেন এসিয়ার সব নাম করা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান থেকে। সেইগুলি আগে থেকে মুদ্রিত করা হয়েছে মাদ্রাজের South Indian Teacherএ। তিনি তখন তার সম্পাদক। তিনি জানালেন হাওড়া থেকে ডাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে এক সঙ্গে

যাবার ব্যবস্থা করবার জন্য। আমি তখন টাটানগরে। সেখান থেকে গাড়ী রিজার্ভ করার ব্যবস্থা ঠিক হল। যাত্রার দিন তিনি কলকাতায় এসে মহাবোধি

হলে একটি বক্তৃতা দেন Five Laws of Library Science সম্বন্ধে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁর সুললিত ভঙ্গীতে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনে সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এরূপভাবেও কেহ আগে বলেন নাই। বেনারসের চারদিনব্যাপী কার্য্যধারার মধ্যে সকালে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় কোন সময়েই

কাহারও অবকাশ থাকিত না অন্য কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিবার। শ্রীনিউটন মোহন দত্ত এই বিভাগের সভাপতি ছিলেন। ঐখানেই গ্রন্থাগার আইন কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরে সমস্ত আলোচনার বিবরণ South Indian Teacherএর আর এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ফেরবার পথে তিনি হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

কিছুদিন পরেই মাদ্রাজে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ হয়। তখন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাসের জন্য গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে প্রত্যহ সকালে আলোচনা করিতেন এবং তাহাদের পাঠ্যক্রম নিজেই নিয়ন্ত্রণ করিতেন। মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোশিয়েসনের তিনি সম্পাদক। কিভাবে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য কাজ করিতেছেন তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। প্রত্যহ সকালে তিনি এসোসিয়েসনের জন্য কোন বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিতেছেন। তিনি বলিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার কোন সহকারী উহা লিখিয়া লইতেছেন। যখনই পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী হয় তিনি আবার তাঁহার সংস্কার করিয়া তবে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে যে সমস্ত বই প্রকাশিত হইয়াছে তাহার লভ্যাংশ মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের প্রাপ্য। মাদ্রাজ প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে তিনি এসোসিয়েসনের আজীবন সদস্য করিয়া লইয়াছেন। এরূপ প্রায় এক হাজার সদস্য আছেন। তিনি যেমন নিজস্ব চিন্তার দ্বারা উদ্ভূত Colon Classification-এর প্রবর্তক তেমনই তিনি গ্রন্থাগারে লোহার তাকের পরিবর্তে কাঠের তাকের পক্ষপাতী। সেগুলির ধারে পিতলের tongue and groove fitting থাকে যাহাতে আবশ্যক মত তাক নামান বা উঠান যায়। তখন তিনি সংস্কৃত পুথীর তালিকা প্রনয়নে (catalogus catalogorum) আচার্য্য কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করিতেছিলেন। পরে যখন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় তখন তিনি আলোচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং মিঃ মন্টেগুর সঙ্গে Indian Library Association এর গঠনতন্ত্র প্রনয়ন করেন।

নাগপুরে যে গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় তাহাতেই তিনি Indian Library Association এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছেন এবং ঐখানে

প্রথম Master-degree in Librarianship course আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি দিল্লী হইতে Abgila নামে নিয়মিত ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন Indian Library Associationএর পক্ষ হইতে। তিনি International Federation of Library Associations ও International Federation of Documentationএর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাঁহার চিন্তাধারা বিশেষ প্রশংসিত। অনেকবার তাঁহার আতিথ্য স্বীকারের সুযোগ হইয়াছে এবং প্রতিবারই তাঁহার সহকর্মীদের লইয়া বিবিধ কার্যধারা রূপায়িত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা দেখিয়াছি। সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার তাঁহাকে মধুরতর করিয়াছে। তাঁহার D. Lit এবং পদ্মশ্রী উপাধি লাভ সকল গ্রন্থাগার কর্মীর মনেই যথেষ্ট আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে।

পরিষদ কথা

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন আগামী ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল ঈস্টারের ছুটিতে অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলা থেকে সম্মেলন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি শীঘ্রই অধিবেশনের স্থান-নির্বাচন করবেন। এতদ্ব্যতীত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সমিতি চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পূর্বে সদস্যগণের পরামর্শ ও মতামত আহ্বান করছেন। বিষয়-নির্বাচনে আগ্রহশীল ব্যক্তি ও সদস্যগণ যেন অনতিবিলম্বে পরিষদ সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করেন।

পুরুলিয়ায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া সহরে জেলার ১৬টি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিগণ এক সভায় মিলিত হন। জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপনই ছিল সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ সম্পর্কে বিশদ

আলোচনান্তর সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা হিসাবে একটি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী অভয় কুমার সরকার ও বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় যোগদান করেন।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি এক সভায় মিলিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ১৭ জন প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সমিতি পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরকার গঠিত জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলার সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিকগণের সহিত আলাপ আলোচনার জন্যে অনতিবিলম্বে এক বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত করেন। ঐ দিনের সভায় সমিতি প্রতিষ্ঠান সদস্যগণের সঙ্গে পরিষদের ঘনিষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতার জন্যে একজন পরিদর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্তও করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বাদলা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার ॥ সিজারকোণ ॥ বর্ধমান।

গত ১লা জানুয়ারী পাঠাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী ধ্রুবকুমার দত্ত ও গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিগত বছরের কার্যবিবরণী ও হিসাব উপস্থাপিত করেন সম্পাদক শ্রীলম্ভুনাথ শীল। সভায় পাঠাগারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীরাসবিহারী সেন ২৫৲ শ্রীচণ্ডীচরণ হালদার ১০৲, শ্রীকেশব চন্দ্র অধিকারী ৫৲, শ্রীধুগোল কিশোর দে ৫৲, শ্রীকালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ৫৲ এবং শ্রীধ্রুব কুমার দত্ত কয়েকখানি পুস্তক পাঠাগারে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। সেজন্যে পাঠাগার সম্পাদক শ্রীমোহন চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

ভূবিলী পাঠাগার ॥ সিউড়ি ॥ বীরভূম।

জানা গেল সিউড়ির খ্যাতনামা আইনজীবি শ্রীকৃষ্ণ ভূষণ মুস্তাফী তাঁর লোকান্তরিত পুত্র কল্যাণ ভূষণ মুস্তাফীর স্মৃতি রক্ষার্থ পাঠাগারে একটি পুস্তকাধারসহ ৫০০৲ টাকা দান করেছেন, গত ১ই ডিসেম্বর সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে পুস্তকাধারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী।

গত ২৫শে জানুয়ারী গ্রন্থাগারের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। বার্ষিক কার্যবিবরণী-দান প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া পাঠাগারের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও সাফল্যের উল্লেখ করেন এবং বর্তমান সমস্যাদির জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় আয়োজিত এক সাংগীতিক অনুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়। সর্বশ্রী পাঁচুগোপাল দাস ও এফ, এ, বেনউইক যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হয়।

পূর্বাশা গ্রন্থাগার ॥ বালী ॥ হাওড়া।

বালী পূর্বাশা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে "ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি"—বক্তৃতা-মালার চতুর্থ অনুষ্ঠান গত ১ই ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল "মীরাবাঈর জীবনী ও ভজন"। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ সঙ্গীত সহযোগে ও কথকতার মাধ্যমে মীরার ধর্মজীবন অতি সুললিত ভাষায় ও পরম আকর্ষণীয় ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে মীরার চরম ও পরম পতি গিরিধারীলালের প্রতি অপূর্ব তিতিক্ষা, ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ এবং ৫০০ ভজন মধ্যযুগের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই অনুষ্ঠানে সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের সুললিত কণ্ঠের বাণী সকলকে পরম তৃপ্তি দান করে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগমে এবং সুন্দর, শান্ত ও রুচিপূর্ণ পরিবেশের জন্য অনুষ্ঠানটি অতি মনোরম হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান।

গত ২৭শে জানুয়ারী লাইব্রেরীর একাদশ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী ভূধর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহীতোষ সাহা যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বার্ষিক বিবরণীতে গ্রন্থাগারিক শ্রীরাধারমন দত্ত

নৈশ বিদ্যালয় পরিচালন ও অন্যান্য কার্যাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে গৃহ সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

তরুণ লাইব্রেরী ॥ কোতুয়ালী ॥ মালদহ।

গত সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরীতে এক প্রমোদানুষ্ঠান ও শিশু উৎসবের আয়োজন হয়। পৌরোহিত্য করেন মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধ কুমার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে জেলার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

বাণী ভবন লাইব্রেরী ॥ পুরাতন মালদহ।

গত ২রা জানুয়ারী গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। প্রধান অতিথি শ্রীঅতুলচন্দ্র মীরবহর সমাজ-জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং কুশলী কর্মীগণের দায়িত্ব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। শ্রীরঘুনাথ আগরওয়ালা বার্ষিক কার্যবিবরণীতে সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। সভার শেষে একটি সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মিলন সঙ্ঘ ॥ শ্রীরামপুর ॥ হুগলী।

নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে সংঘের বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও সংঘের হস্তলিখিত "মুকুল" পত্রিকার ত্রয়োদশ সংখ্যার আবরণ উন্মোচন করা হয়। কলম আবৃত্তিতে সর্বশ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, অভয় কুমার দাশ; অভিসার আবৃত্তিতে সর্বশ্রী মমতা ঘোষ, লতিকা বসু, মায়ারাণী শীল ও পাকাপাকি আবৃত্তিতে সর্বশ্রী মমতা ঘোষ, চন্দ্রমা মুখোপাধ্যায় ও অশোক বিশ্বাস যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন, উৎসবের সাংগীতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু কুশলী শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

ছাত্র সংহতি ॥ ৫, জহরলাল দাস লেন ॥ কলিকাতা-৬।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী "ছাত্র সংহতি" নবম বছরে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং শ্রীগোপাল দাস মুন্দ্রা মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 'ছাত্র সংহতি' পরিচালিত অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক উপহার দিয়া উৎসাহিত করেন। সভায় 'ছাত্র সংহতি' সম্পাদক শ্রীঅমর দে মহাশয় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন ক্রয় করিবার আশা ব্যক্ত করিলে শ্রীগোপাল দাস মুন্দ্রা মহাশয় এই উদ্দেশ্যে ৫০১৲ টাকা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। এবং শ্রীভূপেন দে, শ্রীশৈলেন দে, শ্রীমতী ডলি দে ও শ্রীমতী ছবি দে এবং শ্রীকুমুদবন্ধু চৌধুরী মহাশয় প্রত্যেকে ১০১৲ টাকা সাহায্য দেন।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিহার

বিহার রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলনের গত অধিবেশনে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং অধিক সংখ্যক কুশলী কর্মী সৃষ্টির জন্যে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আঞ্চলিক সংযোগ ও সংগঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই হাজারিবাগ, রাঁচি, ভাগলপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে একটি করে গ্রন্থাগার শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনের ব্যবস্থা হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে পাটনাতেও একটি ত্রৈমাসিক শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হবে। বিহার রাজ্য পুস্তকালয় সংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা তিন সহস্রের উপর। উন্নত প্রনালীতে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংগঠিত করে তোলা ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্যে বিহার সরকার সঙ্ঘকে বার্ষিক ২৫০০০৲ টাকা অর্থসাহায্য করে থাকেন। অধ্যাপক জগন্নাথ প্রসাদ মিশ্রের সুযোগ্য সম্পাদনায় "পুস্তকালয়" নামে হিন্দীতে সঙ্ঘের একটি মাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়।

মহীশূরের গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সদ্যসাক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রথম প্রয়োজন তাঁদের উপযোগী বইপত্তরের যোগান দেওয়া। তাই মহীশূর বয়ঃ শিক্ষা পরিষদ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। একটি গ্রন্থাগার গড়তে শতখানেক টাকা লাগে। তার সত্তর ভাগ পরিষদ দেন যদি কোনও গ্রাম্য পঞ্চায়েত বাকি অর্থবহনে রাজি থাকেন। সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও সরবরাহ পরিষদ করেন। গ্রন্থাগার পরিচালনের অন্যান্য খরচ যথা গ্রন্থাগারিকের বেতন ও আসবাবপত্র বাবতও পরিষদ পৌনঃপুনিক অর্থসাহায্য করেন যদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য-পঞ্চায়েত নিজ অংশের অর্থবহনে সম্মত হন।

পাঞ্জাব ও পেপসু গ্রন্থাগার পরিষদের সংযুক্তিকরণ

জানা গেল যে সম্প্রতি রাজ্য পুনর্গঠনের পর জলন্ধরে পাঞ্জাব ও পেপসুর গ্রন্থাগারিকগণ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে উভয় রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদকে সংযুক্ত করেন। চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সর্দার বলবন্ত সিং ও পাঞ্জাব বিধান সভা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী জি, এল, ত্রেহান যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। সম্মেলনে শীঘ্রই এক রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলন ও গ্রন্থ-উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা

Manual of Reference Work, by Ajit Kumar Mukherjee Calcutta. The World Press, 1957. XII 109p. Rs. 7/-

গ্রন্থাগার বিষয়ক জ্ঞানচর্চা খুব বেশি দিনের না হলেও পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে বিশেষ করে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে, সেভাবে এর অনুশীলন হয়েছে তাতে এ জ্ঞানচর্চার একটা রীতিমতো উচ্চ মান দাঁড়িয়ে গেছে।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি এ জ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছে; অবশ্য এখনো এর প্রাথমিক অবস্থা কাটেনি বলতে পারি। এ সম্পর্কে পঠনপাঠনের জন্যে স্বভাবতই আমরা বিলিতী বইয়ের মুখাপেক্ষী। আমাদের দেশে এ বিষয়ের ওপর প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা বিলিতী বইয়েরই চর্বিতচর্বণ মাত্র। একমাত্র ডক্টর রঙ্গনাথন্ এ বিষয়ে বিস্তৃত সাফল্য লাভ করেছেন—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সব রকম দিক নিয়েই তাঁর চিন্তা ও লেখনী বিস্ময়করভাবে উর্বর ও মৌলিক। তাঁর অধিকাংশ বই বিদেশেও পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছে।

আলোচ্য পুস্তকের লেখক একজন সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক এবং অধিকন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের সুপরিচিত অভিজ্ঞ শিক্ষক। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের যে অভাব আমাদের দেশে আছে সে অভাব মেটাবার দাবী আমরা তাঁর মতো যোগ্য লোকের কাছ থেকেই করতে পারি।

এ পুস্তকের বিষয়বস্তু গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ অবলম্বন করেছে। এ যুগে গ্রন্থাগার কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় পুস্তকসংগ্রহশালা নয়, সক্রিয়রূপে তথ্য ও জ্ঞান নির্দেশকও বটে। দেশের মাথার কাজে গ্রন্থাগারিক আজ অপরিহার্য অংশীদার। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নানাবিধ কোষগ্রন্থ ও প্রামাণ্যগ্রন্থের খবরাখবর রাখেন, তাদের নিপুণ বাছাই ও সংগ্রহ বিষয়ে তৎপর হন, এবং গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের কাজে বিনা কালক্ষেপে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ যোগান দেবার দক্ষতা অর্জন করেন।

এই দক্ষতা অর্জনের জন্যে গ্রন্থাগারিককে যে বিষয় নিয়ে অনুশীলন করতে হয় তাকেই বলা হয় Reference Work বিষয়টিকে ঘিরে অনেক

তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ হয়েছে, যার ফলে Reference Work আজ একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যারূপে পরিগণিত।

বলাবাহুল্য এ বিদ্যা নিয়ে বিলিতী অনেক বই রচিত হয়েছে, এবং সে সব বই যথেষ্ট উপযোগী ও সমৃদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কোন ভারতীয় যদি এ বিষয়ে বই লেখেন তাহলে তাঁর লেখা বিলিতী বইয়ের সম-পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে বিলিতী বইয়ের বিকল্পে তাঁর বই পাঠযোগ্য হতে পারে। কিংবা বিলিতি বইয়ে যা নেই তা তাঁর বইতে থাকবে। ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত সমাহরণ গ্রন্থের সন্ধান ও পরিচয় বিলিতী বইয়ে অবহেলিত। ভারতীয় গ্রন্থকার সে অভাব মেটাবার প্রয়াস পেতে পারেন, এবং সে কারণে মৌলিকত্ব দাবী করতে পারেন।

আশা করা গিয়েছিল আলোচ্য গ্রন্থ উপরিউক্ত কোন এক দিক দিয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা পূর্ণ হয়নি। গ্রন্থাগার বিদ্যার ছাত্রদের পরীক্ষার আশু প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ ছিল মনে হয়। ফলে গ্রন্থটি নোটবই পর্যায়ের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। একশটি সমাহরণ গ্রন্থের সুলভ বর্ণানুক্রম বিবরণদান নিছক নোটবইয়েরই অনুকৃতি।

গ্রন্থের নামানুযায়ী বিষয়বস্তু গুরুত্ব পায়নি। Reference কাজের পেছনে যে তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে অতি সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা আরো বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গত অবকাশ রাখে। কোষগ্রন্থের যে উল্লেখ ও বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার গণ্ডীও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কোষগ্রন্থের বর্গীকরণ সম্বন্ধেও লেখক সতর্ক হননি। কোষগ্রন্থ মূলতঃ দুই শ্রেণীর—সর্ববিদ্যাগত ও বিশেষ বিদ্যাগত। লেখক যে বর্গীকরণ করেছেন তা গ্রন্থের form অর্থাৎ আধারের দিক থেকে, content অর্থাৎ আধেয়র দিক থেকে নয়। ফলে কোষগ্রন্থের বিষয়ানুগ কোন পরিচয় এ পুস্তকে নেই। এটি অনুপেক্ষনীয় ত্রুটি।

সমাহরণ বিদ্যার কাজে ভারতীয় উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে লেখক উপেক্ষাভরে দুচার কথা বলেছেন। কিন্তু যতোটুকু উদ্যোগ-আয়োজন হয়েছে তার একটা ইতিবৃত্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। এ বিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতো। ভারতে প্রকাশিত কোষগ্রন্থের একটা

তালিকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা নিছক তালিকাই। গ্রন্থগুলির কোন পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয় নি। অথচ এইটাই একান্ত উচিৎ ছিল। গ্রন্থাগার-বিদ্যায় ভারতীয় ছাত্রেরা নিজেদের দেশের কোষগ্রন্থের কোন পরিচয় এ পুস্তক মারফৎ পাবে না—এটা নিশ্চয়ই দুঃখের কথা।

তথ্যঘটিত ত্রুটিবিচ্যুতির কিছু উল্লেখ করা গেল ঃ

Index Translationumএর পরিচয় যা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় ও-কাজ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ Unesco প্রতিবছর নিয়মিতভাবে এ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত করে চলেছে।

Indian Annual Register মৃত, অথচ দেখানো হয়েছে জীবিতরূপে।

Statistical Abstract for India কি শুধু 1911–12 সাল থেকে? তার পূর্বে আরো যে ৫৫টি সংখ্যা বেরিয়েছে সে খবর না দেবার কারণ কি? 1939–40 সালের পরেও এ কোষগ্রন্থের ঐ নামই বজায় আছে। Guide to Current Official Statistics আলাদা বস্তু।

ভারতীয় তথ্য সংক্রান্ত কতকগুলি অতি মূল্যবান কোষগ্রন্থ বাদ পড়েছে, যথা—

Buckland Dictionary of Indian Biography.
Malalasekera Dictionary of Pali Proper Names.
Nundo Lal Dey Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India.
Visva-Kosha (Hindi)
Watt Dictionary of the Economic Products of India.

বইটির মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক ধার্য করা হয়েছে। (আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার)

——

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিক নির্বাচন

কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অভিযোগ করছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে। সামান্য লেখা-পড়া জানা পিওন-শ্রেণীর একটি কর্মচারী আগে গ্রন্থাগারের বই লেন-দেন করত। পরে তার বদলে একজন 'পাশকরা' গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হল। নতুন গ্রন্থাগারিকটি এসেই বললেন কি-না—পুরোনো এাক্‌সেশন-রেজিস্টার বাতিল কর; খাতায় রাখা, ক্যাটালগে চলবে না, কার্ড চাই, ক্যাবিনেট চাই; চার্জিঙের জন্যে চাই বুক-কার্ড, বুক-পকেট; বর্গীকরণের জন্যে চাই ক্লাসিফিকেশন সিডিউল—ইত্যাদি ইত্যাদি। যা-হোক করে জোগাড় করে দেওয়া হল সবই। সর্বসাকুল্যে হাজার খানেক বই। জিজ্ঞেস করা হল—কতদিন লাগবে? উত্তরে বললেন—তা-কি বলা যায়? কাজটা তো আর তেমন কিছু সহজ নয়। তা-ভাল। মাস ছয়েক পরেও দেখি সব ওলট-পালট। আগে তবু যা হোক বই চাইলে চট করে পাওয়া যেত—এখন দেখছি তা-ও সম্ভব হচ্ছে না।

এ-তো গেল এক ধরণের অভিযোগ। অপর ধরণের অভিযোগ আসে কোনও কোনও নব-নিযুক্ত গ্রন্থাগারিক বন্ধুর কাছ থেকে। তাঁরা বলেন: মশাই, একদম কো-অপারেশন নেই। গ্রন্থাগারটি ভালভাবে চলুক মনে-প্রাণে কেউ তা' চান না। একান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি চাইলেও পাওয়া যায় না; বলে—যা-আছে ঐ-দিয়েই যা-হোক করে চালিয়ে নিন মশাই, ওখানে আর পোষাবে না। ভাল চাকুরীর সন্ধান থাকে তো জানাবেন দয়া করে।.....

বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা আজ ধীরে ধীরে স্বীকৃতি পেতে চলেছে। এই অবস্থায় দু'তরফের অভিযোগগুলোরই সুসমাধানের কথা ভাবা প্রয়োজন।

কর্তৃপক্ষের অভিযোগগুলো ধৈর্যহীনতা প্রসূত কি অন্য কোনও কারণপ্রসূত তা' নিয়ে তাঁদের সমালোচনা করে লাভ নেই; বরঞ্চ তাঁদের অভিযোগগুলোকে সামনে রেখে আমরা যারা বৃত্তিহিসেবে গ্রন্থাগারিকতাকে বেছে নিয়েছি তাদের আত্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এই আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্ম প্রস্তুতি শুধু আমাদের নিজেদের স্বার্থেই নয়—যাঁরা ভবিষ্যতে এই বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁদেরও স্বার্থে একান্ত দরকার।

ডাক্তারী পাশ করলেই ভাল ডাক্তার হওয়া যায় না ; স্বাভাবিক প্রবণতা থাকা চাই। রোগীর সবদিক বিচার করে তার উপযোগী ঔষধ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসার সাফল্য। ঔষধটি যখন ভাল রোগী তা' জোগাড় করতে না পারলে বা তাতে তার রোগ না সারলে রোগীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তার বদলে হোমিয়োপ্যাথিক মেডিকার নির্দ্দেশ-মেনেচলা' শান্ত-শিষ্ট রোগী খুঁজে বেড়ানো কোনও কাজের কথা নয়।

দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগারগুলো হয় সদ্যোজাত নয় জীর্ণরোগীর অবস্থাপ্রাপ্ত। এদের সুস্থভাবে পরিচালন করতে হলে স্বাভাবিক প্রবণতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে ক'জনার তা' আছে বিচার করে দেখতে হবে।

প্রতি বছর গ্রন্থাগারিকতা-শিক্ষণ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্যে প্রচুর আবেদনপত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারিক বৃত্তির প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণই যে এর একমাত্র কারণ নয়—একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। দেশের বেকারসমস্যা এর একটা মস্ত বড় কারণ।

পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগারিক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত। ছাত্র-গ্রহণ ব্যাপারে এমন কোনও পদ্ধতি-প্রয়োগ কি সম্ভব নয়—যাতে ক'রে বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে শুধুমাত্র তাঁদেরই বাছাই করে নেওয়া চলে যাঁদের সফল গ্রন্থাগারিক হবার মতো মানসিক গঠন রয়েছে ? শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে এমন কোনও পরিবর্তন-সাধন কি সম্ভব নয় যাতে করে ছাত্ররা দেশের বর্তমান অবস্থার উপযোগী হয়ে উঠবার শিক্ষা পায় ?

সুনির্মল বসু

সুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু গত তেরই ফাল্গুন লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যু সকল সাহিত্যানুরাগীরই মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছে। বাংলার শিশু-সাহিত্যে সুনির্মল বাবুর অবদান অপরিমেয়। শিশুমানসে প্রভাব-বিস্তারী রচনা-নৈপুণ্য বাংলার শিশু সাহিত্যে যে অল্প ক'জনের মধ্যে পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে সুনির্মলবাবু অন্যতম। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা শুধুমাত্র শিশু সাহিত্যেই সীমিত থাকেনি—তাঁর আর একটি বড় পরিচয় যে তিনি ছিলেন একজন কবি। তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করল। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

॥ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥

চলমান জীবন

১ম খণ্ড

তিনটি যুগের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিচয়

দাম : **পাঁচ টাকা**

●

নীলপাখি

৩য় সংস্করণ

মেতারলিঙ্কের Blue-bird অবলম্বনে অপূর্ব রূপকথা

দাম : **এক টাকা**

●

॥ প্রফুল্ল রায়চৌধুরী ॥

তাপসী

ঘৃণা পরিবেশ থেকে মুক্ত এক বিদ্রোহী নারীর কাহিনী

দাম : **সাড়ে তিন টাকা**

●

॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥

সুন্দরবনের চিঠি

বাঘ, কুমীর আর সাপের দেশ সুন্দরবনের বাস্তব চিত্র

দাম : **পাঁচসিকে**

॥ সুশীল জানা ॥

গল্পময় ভারত

ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে প্রাক্ স্বাধীনকাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন যুগের কাহিনী

দাম : **চার টাকা**

●

সূর্যগ্রাস

সমস্যা-সঙ্কুল বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র

দাম : **সাড়ে তিন টাকা**

●

॥ বেদুইন ॥

পথে-প্রান্তরে

২য় সংস্করণ

রাজনীতিক কর্মীর দৃষ্টিতে দেখা পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রত্যক্ষ বিবরণী

দাম : **সাড়ে তিন টাকা**

●

॥ শৈল চক্রবর্তী ॥

ছোটদের ছোট বই

ছোটদের প্রিয় চারটি জন্তুকে নিয়ে লেখা মজাদার চারটি গল্পের বই—একটি প্যাকেটে মোড়া

দাম : **একটাকা**

॥ নিজে পড়ুন ॥

দুরন্ত নদী—আনা লুই স্ট্রং—৪৷৷০ ; **রাত্রিশেষ**—চেন তোং-কে ২৷৷০ ;
বাংলা দেশের নদ নদী ও পরিকল্পনা—কপিল ভট্টাচার্য—৩৲

॥ ছোটদের উপহার দিন ॥

চীনের উপকথা — শ্রীঅদ্ভুতকুমার — ২৷৷০ ; **উজানী**— বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—২৲

॥ ধর্মপ্রাণ বাঙালীর প্রধান গ্রন্থ ॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়—৩৲ ও ৩৷৷০

॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ॥

বুদ্ধের সচিত্র জীবন-কথা—শৈল চক্রবর্তী রচিত ও অঙ্কিত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাইভেট) লিমিটেড

৭২ হ্যারিসন রোড :: কলিকাতা ৯

প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

জেনারেলের

বহু-জন-সমাদৃত গ্রন্থাবলীর কয়েকখানি

উপন্যাস ও গল্প

॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ॥	॥ প্রমথনাথ বিশী ॥
শালবন—২৲	কোপবতী—৩৲
॥ দেবেশ দাশ ॥	॥ তারাপদ রাহা ॥
অর্ধেক মানবী তুমি—৩৲	যোগিনীর মাঠ—১৷০
॥ নবগোপাল দাস ॥	॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥
অনবগুণ্ঠিতা—৩৲	শতাব্দীর অভিশাপ—২৷০
সাগর দোলায় ঢেউ—৩৲	মনের গহনে—২৲

—বর্তমান যুগের অনবদ্য কথাশিল্পীদের রচনা—

॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥

স্বর্গাদপি গরীয়সী	বরযাত্রী—২৷০
৩ খণ্ড : প্রতি খণ্ড—৪৲	আগামী প্রভাত—৩৲
বাস্তব ও অবাস্তব—৩৲	বর্ষায়—৩৲
ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা—২৲	বসন্তে—৩৲

—ইতিহাস : পুরাতত্ত্ব—	—সাহিত্যালোচনা : ধর্ম—
॥ অজিতকুমার ঘোষ ॥	॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥
বাংলা নাটকের ইতিহাস—১০৲	আধুনিক বাংলা সাহিত্য—৫৲
॥ ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ॥	॥ শংকরীপ্রসাদ বসু ॥
রামচরিত—৫৲	মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—৬৲
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র	॥ অনিল বিশ্বাস ॥
২ খণ্ড : প্রতি খণ্ড—৬৲	বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—৫৲
॥ প্রবোধচন্দ্র সেন ॥	॥ হিমাংশু চৌধুরী ॥
বাংলার ইতিহাস সাধনা—৩৲	বৈষ্ণব সাহিত্য-প্রবেশিকা—৫৲
॥ বীরেন্দ্রকুমার বসু ॥	॥ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ॥
প্রাচীন ইতিহাস পরিচয়—৩৲	গীতা ও হিন্দুধর্ম—৪৲

জেনারেল

প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ

১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

আরও বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ ও রম্য রচনা

বিস্তারিত তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই সানন্দে পাঠানো হইবে।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষৎ প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ ॥ চৈত্র : ১৩৬৩ ॥ ১২শ সংখ্যা
সম্পাদক : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

: সূচী :

গ্রন্থাগারে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা—চৈতালী সেন
সংস্কৃতের গবেষণা ও গ্রন্থাগার—
গোপিকামোহন ভট্টাচার্য ... ২৮৭
পশ্চিমবঙ্গ জেলা গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে—
মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৯
গ্রন্থাগার ও স্থানীয় ইতিহাস—আদিত্য ওহদেদার ২৯৩
বিবিধ বার্তা ২৯৭
একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৯৮
গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা—
সম্মেলনের মূল-আলোচ্য প্রবন্ধ ২৯৯
সম্পাদকীয় ৩০৮

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

হরপ্রসাদ-রচনাবলী

॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সমগ্র বাঙ্গালা রচনার সংগ্রহ ॥

সম্পাদক : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ সংগ্রহের প্রথম সম্ভার প্রকাশিত ॥

"বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত সমাজে যাঁরা ভারততত্ত্ববিদ্‌রূপে পরিচিত, যাঁদের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা নূতন গবেষণা ও মননশীলতার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে এবং পরবর্ত্তীকালের গবেষক ও চিন্তানায়কদের পথ প্রশস্ত করিয়াছে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিঃসন্দেহে সেই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। বাঙ্গলার, এমন কি ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। .....'কারয়িত্রী প্রতিভা' এবং 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'—এই দুইয়ের একত্র সমন্বয় জগতে সুলভ নহে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিভায় এই দুইয়েরই একত্র যোগ দেখা যায়। এজন্য তাঁর সাহিত্যে একদিকে রসসৃষ্টি ও সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে তথ্যনির্ণায়ক ঐতিহাসিক ও সমালোচকের শক্তির নিবিড় যোগাযোগ দেখা যায়।.....

"প্রায় ৬ শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবৃহৎ আয়তনের বিপুল গ্রন্থ হরপ্রসাদ-রচনাবলীর প্রথম সম্ভার মাত্র। কিন্তু এই প্রথম সম্ভারেই এত বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, ভাবিলে অবাক লাগে। প্রভূত অর্থব্যয়ে এবং সম্পাদনার যত্নে, পরিশ্রমে ও কৃতিত্বে এই গ্রন্থ বাঙ্গলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষে নূতন সম্পদ। মুদ্রণে ও উৎকৃষ্ট বাঁধাইতে গ্রন্থটি নিখুঁত। বাঙ্গলা দেশের একালের যুবকেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে এক বিস্ময়কর প্রতিভার সম্মুখীন হইবেন, যে প্রতিভা বাঙ্গালীর আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবার জন্য জ্ঞানের তপস্যায় রত হইয়াছিল। ....." ॥ যুগান্তর, ২৮।১২।৬৩ ॥

॥ রেক্সিন বাঁধাই প্রতিখণ্ড ১৫৲ টাকা : সাধারণ বোর্ড বাঁধাই প্রতিখণ্ড ১১৲ টাকা ॥

ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী

বুক্‌স্ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্‌স্

৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ন্যাশনালের বই

অমিত সেনের

ইতিহাসের ধারা

[সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ]

বারোটি পরস্পর অনুপূরক প্রবন্ধে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণে ইতিহাসের বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

প্রগতি প্রকাশন ও সুলভ বীথিকা

সাধারণ সংস্করণ : ১৫·০০ বা ১·৭৫ নঃ পঃ শোভন সংস্করণ : ২৲

NOTES ON THE BENGAL RENAISSANCE

১৮১৪—১৯১৯ সালের ভারতের নবজাগরণে বাংলাদেশের ভূমিকার বিশ্লেষণ।

দাম : ১৷০ বা ১·২৫ নঃ পঃ

এ ছাড়াও পড়ুন

মার্কসবাদের প্রাথমিক বই

চিন্মোহন সেহানবীশ

কমিউনিজম কি ?

দাম : ৮০ বা ·৫০ নঃ পঃ

অসিত মিত্র

কমিউনিজমের উৎপত্তি

দাম : ৮০ বা ·৭৫ নঃ পঃ

আবদুল্লা রসুল

কমিউনিজম কাহাকে বলে

দাম : ১৪০ বা ১·৫০ নঃ পঃ

হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ

সাধারণ : ১৷০ বা ১·২৫ নঃ পঃ

শোভন : ১৪০ বা ১·৫০ নঃ পঃ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড্

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শাখা : ৩/২ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা
দাম আড়াই টাকা।

দীনেন্দ্রনাথ বসুর
লাইব্রেরী সংরক্ষণ
দাম এক টাকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৩৩, হুজুরিমল লেন, কলিঃ ১৪
(সান্ধ্য কার্যালয়)

প্রত্যেক লাইব্রেরীর জন্য

মূল্যা কৃষ্ণ ৭॥০
অনুবাদক : মনোজ ভট্টাচার্য

পণ্যা ৩৲
কুমারেশ ঘোষ

আমি ৩৲
শান্তি রায়

মনের মানুষ ২৲
শক্তিপদ রাজগুরু

টলষ্টয়ের
দি ডেথ অব আইভান ইলিচ ২৲
অনুবাদ : মনোজ ভট্টাচার্য

গ্রন্থজগৎ ॥ কলিকাতা-১২
৬, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- "গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র ; প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।
- সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬।০ হইতে ৮।০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে।
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় চিঠাপত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২ (Central Library, The University, Calcutta 12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গ্রন্থাগার

৬ষ্ঠ বর্ষ] চৈত্র : ১৩৬০ [১২শ সংখ্যা

গ্রন্থাগারে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা

চৈতালী সেন

আমেদাবাদ সহরের কাছেই সম্প্রতি কোনও এক গ্রামের এক অরক্ষিত স্থানে ডাক-টিকিট রেখে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ নিয়ম করে দেন যে নির্দিষ্ট জায়গায় দাম রেখে যে কেউ প্রয়োজনমত টিকিট নিয়ে যেতে পারবে। এতে ঝুঁকি ছিল দুটি। প্রথমতঃ কেউ হয়ত টিকিট নিয়ে দাম রেখে যাবে না, দ্বিতীয়তঃ কেউ হয়ত পয়সা ও টিকিট দুইই নিয়ে চম্পট দেবে। সৌভাগ্যের কথা যে পরীক্ষাটি পুরোপুরিই সাফল্যমণ্ডিত হয়। টিকিট বা পয়সা কিছুই খোয়া যায়নি।

ঘটনাটি এই কথাই প্রমাণ করে যে সহজাত বিবেকবুদ্ধি থাকার ফলে মানুষ মূলতঃ নীতিনিষ্ঠ। ছাই-চাপা আগুনের মত মানুষের মনে শুভবুদ্ধি ও সৎ-প্রবৃত্তি বিরাজ করে। মানব মনের এই সৎ-বৃত্তিগুলির উন্মেষেই দেশ ও দশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব। শুধু নিয়মকানুনের বজ্র-বাঁধুনি আর কড়া পুলিসী-পাহারায় সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না।

মানুষের সহজাত সৎ-প্রবৃত্তির ওপর আস্থা রেখেই প্রতীচ্যের গ্রন্থাগার-গুলিতে যখন অবাধ-অধিগম্য (open access) ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তখন প্রবল আপত্তি ওঠে। কেউ বললেন এ ব্যবস্থা চালু করলে লাইব্রেরীতে বই আর থাকবে না—আস্তে আস্তে সরতে সুরু করবে। আবার কেউ বললেন—সর্বনাশ হয়ে যাবে—আলমারির তাকে বইগুলো যাওবা সাজানো থাকে, পাঁচ হাতে পড়ে তা' সব ঘেঁটেঘুঁটে একশা হয়ে যাবে—ছিঁড়েমুড়ে বইগুলোরও আর কিছু থাকবে না। তবুও ক্রমে এ ব্যবস্থার চলন হল। ব্যাপক বিস্তার ও জনপ্রিয়তাই অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সাফল্য ও উপযোগিতার পরিচয় দেয়।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের রঙ্গনাথন মহাশয় এক বক্তৃতায় অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে গ্রন্থ ব্যবহারে সকল বাধা অপসারিত করে ইচ্ছা ও অভিরুচি মত বই বেছে নেবার সুযোগ ও স্বাধীনতা সকলকে দিতে হবে। পশ্চিমী দেশগুলির বার আনা লাইব্রেরীতেই অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা অর্থাৎ তাক থেকে সরাসরি বই দেখে ও বেছে নেবার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি এ ব্যাপারে একেবারেই পেছিয়ে রয়েছে। পুস্তক ও পাঠকের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ নেই। ক্যাটালগ কিংবা কর্মীদের সাহায্যেই যেটুকু সংযোগ ঘটে—অনেকটা রেডিয়োয় খেলার রীলে শোনার মত! সেজন্যে দুর্ভোগও কম পোয়াতে হয় না আমাদের পাঠক ও কর্মীদের! একসঙ্গে অনেকে লাইব্রেরীতে বই নিতে এলে কর্মীদের বই যোগান দিতে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। কেউ তাড়া দেন তাঁকে চটপট ছেড়ে দেবার জন্যে; কেউ হয়ত যে বইটি চাইছেন সেটাই বেরিয়ে গেছে; ক্যাটালগ দেখেই চাওয়া বই পেয়ে পছন্দ হয়না এতো প্রায়ই ঘটে! এতে সদস্যদের অসন্তোষ, কর্মীদের দুর্ভোগ ও লাইব্রেরীতে হট্টগোল ও অশান্তি উপস্থিত হয়।

কিছুদিন আগে আমাদের পাড়ার লাইব্রেরীতে জনৈক সদস্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটা বই খুঁজছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী লাইব্রেরীর কর্মীরা তাঁকে ক্যাটালগ দেখে নাম ও নম্বর বলতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বোধ হল যে বিশেষ কোনও দরকারেই লাইব্রেরীতে সে'বিষয়ে যে ক'খানা বই আছে সেগুলো সবই দেখে নেড়েচেড়ে তার থেকে একখানা বেছে নেওয়াই তাঁর ইচ্ছে। তাতে কর্মীরা নারাজ, সব বই এনে উজাড় করে দেখানো অসুবিধাজনক আবার ভেতরেও সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। শেষ পর্যন্ত কর্মীরা তাঁকে ভেতরে গিয়েই তাক থেকে বই বেছে নেবার অনুমতি দেওয়ায় সদস্যটি খুবই উপকৃত হলেন। কিন্তু সকলেই যদি ক্রমে এ সুযোগ চান তাহলে লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ কোনমতেই তা দেবেন না একথা স্বতঃসিদ্ধ।

কাজেই লোকের পাঠস্পৃহা স্বাধীনভাবে চরিতার্থ হতে পায় না। গ্রন্থের পূর্ণ ও অবারিত ব্যবহারের আদর্শ জনসভার বক্তৃতায় আর পত্রপত্রিকার প্রবন্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে। আদর্শের দিক ছাড়াও সুবিধার দিক থেকে বিচার করলে মুক্ত গ্রন্থাগার পরিচালনে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা খুবই উপযোগী ও ফলপ্রসূ।

গ্রন্থাগার বিস্তার (Library Economy) মূল কথাই হল পাঠক ও কর্মীদের সময়ের অপচয় নিবারণ। গ্রন্থাগারে গিয়ে পাঠকদের যদি অধিকক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয় তাহলে গ্রন্থাগারের প্রতি পাঠকদের বিরক্তি জন্মায় ও আকর্ষণ কমে যায়। পক্ষান্তরে কর্মীরাও সকলের প্রতি সমানভাবে মনোযোগ দিতে না পারায় অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ভেতরে পাঠকদের ঢুকতে দিয়ে বই বেছে নেবার সুযোগ-সুবিধা দিলে পাঠকগণ আরও বেশী গ্রন্থাগারমুখী হবেন একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায় এবং কর্মীরাও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে অপেক্ষাকৃত অধিক মন দিতে পারেন। সরাসরি বই নিতে দেওয়ায় পাঠক ও পুস্তকের মধ্যে প্রত্যক্ষ মিলন ঘটে।

অনেক সময় দেখা যায় যে পাঠকরা গ্রন্থাগারে গিয়ে ঠিক কি চান তা প্রকাশ করতে পারেন না। ক্যাটালগ উল্টেও মনের মত বই বা লেখক সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয় না। একসঙ্গে অনেকগুলো বই দেখতে পেলে পাঠকদের উদ্ভাসিতভাবে বলতে শোনা যায়—আরে এই বইত খুঁজছিলুম। আবার দৃষ্টির গোচরে না থাকলে বই কিছুই মানুষ যেমন ভুলে যায় তেমনি প্রিয় লেখক ও বইও স্বাভাবিক কারণেই পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। তাই মনে হয় সকল পুস্তকের সঙ্গেই অবারিত যোগাযোগ থাকলে পাঠক মনোমত গ্রন্থ চয়ন করবার সুযোগ পাবে।

একথা সকলেই জানেন যে গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। পুস্তক, পাঠক, গৃহ সব কিছুই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেজন্যে কর্মীর সংখ্যাও বাড়াতে হবে তার কোন মানে নেই। অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার প্রচলনে এর সুরাহা সহজেই সম্ভব।

পরীক্ষামূলক ভাবেই আমাদের দেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি নিজ প্রতিষ্ঠানে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন নিশ্চয় তাঁরা সাফল্যলাভ করবেন। ইদানিং উন্নতিমূলক অনেক কিছুই এদেশে প্রবর্তনের সময় লোকের মনে সংশয় দেখা গেছল—কিন্তু পরে সেগুলির সাফল্য সকলের মনে যথেষ্ট আস্থার সৃষ্টি করেছে। অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থাও ঠিক তেমনি পরীক্ষা করে দেখতে বলি।

অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা চালু করবার সময় কয়েকটা বিধি-বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ভেতরে যাওয়া ও আসার পথ একটাই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ ভেতরে ঢোকবার সময় কাগজ কলম বা খাতা ছাড়া সঙ্গে অন্য কিছু থাকলে

পাঠকদের তা জমা রাখতে হবে। তৃতীয়তঃ কোনও বই নিয়ে থাকলে বেরুবার মুখে যে কর্মী বসে থাকবেন তাঁর কাছে পাঠককে সেটা 'ইস্যু' করিয়ে নিতে হবে। চতুর্থতঃ পাঠকদের জানিয়ে দিতে হবে যে কোনও বই বের করে টেবিলে নামিয়ে পড়ার পর বই যেন তাঁরা তাকে না তুলে টেবিলেই রেখে দেন। কারণ পাঠকরা তুলে রাখতে গেলে যথাস্থানে ভুলক্রমে তাঁরা রাখতে পারবেন না—বই এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। পরে কর্মীরা সেগুলি তুলে রাখবেন।

এ ছাড়াও পাঠকদের কাছে গ্রন্থাগারে প্রবর্তিত বর্গীকরণ পদ্ধতির মোটা-মুটি পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া দরকার। যাতে কোন্ বইটা কোন্ জায়গায় গেলে পাওয়া যাবে তাঁদের জানা থাকে।

একটা বিষয় সদস্যদের কাছে সবচেয়ে বেশী তুলে ধরা দরকার যে গ্রন্থাগারটি তাঁদেরই, গ্রন্থাগারের সকল সম্পত্তিই সদস্যদের। তার যে কোনও ক্ষয়ক্ষতিই সদস্যদের একান্তই নিজস্ব, একথা হৃদয়ঙ্গম করলে সকল সদস্যই গ্রন্থাগারের শুভাশুভ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন এবং ক্ষতি নিবারণে পরোক্ষে সহায়তা করবেন। গ্রন্থাগার সংরক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সকল সদস্যের রয়েছে সে সম্বন্ধে সদস্যগণকে সজাগ করে তোলা চাই।

মাঝেসাঝে দু'চারখানা বই খোয়া যাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয় এবং সেজন্যে আস্থা হারাবার কোন কারণ নেই। রাতারাতিই মনোমত ফলের প্রত্যাশা সঙ্গত নয়। দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা (যারা সংখ্যায় কম) যাতে গ্রন্থাগারের কোনও ক্ষতি না করতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

কলকাতায় বৈদেশিক দপ্তর গ্রন্থাগারগুলিতে কিংবা জাতীয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগে গেলে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধের বেড়াজালে মানুষকে আটকে ও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার দরুনই সমাজে আজ অনেক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই কারণেই পাঠকদের পাঠস্পৃহা উন্মুক্ত ও অবারিতভাবে চরিতার্থতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত—গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠকদের তাই তেমন প্রাণের যোগ নেই।

অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থায় মানুষের নিজ রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী পাঠস্পৃহা চরিতার্থ ও গ্রন্থাগারের পরিচালন সহজ ও সহজ হবে এ আমার একান্ত বিশ্বাস।

সংস্কৃতের গবেষণা ও গ্রন্থাগার

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয়তাবোধের নবমন্ত্র চারিদিকে উদ্‌ঘোষিত হচ্ছে। কত যুগ পরে আবার যেন স্বাধীনতার উজ্জ্বল দীপ্তি আমাদের নতুন করে নিজেকে চিনতে শেখাচ্ছে। আমরা জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আবার যেন শ্রদ্ধাশীল হতে সুরু করেছি। যে ভাষার মাঝে আমাদের যুগচেতনার উৎস নিহিত রয়েছে সেই সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি সর্বত্র একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে চলেছে। এমনি দিনে পুরাণ রত্নরাজী উদ্ধার করাই হবে আমাদের প্রধান্ কর্তব্য। আর সেই ব্রত উদ্‌যাপনের একমাত্র সোপান গ্রন্থাগার।

বহুদিনের পরাধীনতার নাগপাশ, সংস্কৃত ভাষার দুরূহতা ও সংস্কৃত সেবীদের আত্মমুখীনতার ফলে সাধারণের জীবন থেকে এ ভাষার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খেয়ে-পরে সুন্দর জীবন যাপনের সমস্যা যে দেশে এমন প্রবল সেখানে আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় মানুষ প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছে। তাতে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হবে। অলস মুহূর্তে আর আমরা কালিদাসের মেঘদূত, শকুন্তলা পাঠে মনোনিবেশ করি না—বঙ্কিমচন্দ্রও অপাংক্তেয় হতে চলেছেন—একেবারে আধুনিক বাংলা উপন্যাস, প্রধানতঃ সাময়িক সমস্যাই যার উপজীব্য—তাই পড়েই আমরা সাহিত্য আলোচনায় নিজেদের কৃতার্থ মনে করি। নিতান্ত কালিদাস কি ছাই পাঁশ লিখে গেছেন যদি জানতে ইচ্ছা হয়—বাঙলা অনুবাদের মাধ্যমেই সে কাজটা সেরে ফেলি। ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার বা Public Libraryতে সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা একেবারে নগণ্য বললেই হয়, অথচ এমন একদিন ছিল যখন বাঙলাদেশে প্রতিটি গ্রন্থাগারেই বাচস্পত্যের অভিধান বা শব্দকল্পদ্রুম ত ছিলই—তাছাড়া সংস্কৃত ভাষায় সংকলনই ছিল অধিক। বাঙলা আজ সে স্থান অধিকার করেছে। ফলে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-দর্শন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান আবশ্যক আলোচ্য গ্রন্থের সন্ধান লাভ তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই Specialisation এর যুগে Special Libraryর প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করছেন। কিন্তু Special Library বলতে আজকাল সাধারণতঃ মূলত বিজ্ঞান বা কারিগরী বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থাগারকেই বোঝা হয়। আধুনিক যন্ত্রের যুগে তার প্রয়োজনীয়তা আছে নিশ্চয়ই কিন্তু সংস্কৃতভাষায় যা রত্ন সঞ্চিত আছে তার সংগ্রহের জন্য কি Special Library করা যায় না। মনে হয় সংস্কৃত বিদ্যার্থীদের মাঝে জ্ঞান চর্চার এই সুযোগ একমাত্র সংস্কৃত বিষয়ক Special Libraryর মাধ্যমেই সম্ভব।

সংস্কৃতের গবেষণার প্রধানতম অন্তরায় উপযুক্ত গ্রন্থপঞ্জীর (Bibliography) অভাব। আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিটি বিষয় নিয়ে কোথায় কোন্ পুস্তক, কোন প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার বিষয়ানুক্রমিক সূচী প্রণয়ন আশু কর্তব্য। আচার্য সুনীতিকুমারের কাছে শুনেছি তিনি প্যারিসের একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারে গিয়ে 'সুফী' ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে চান। তখনই তাঁরা একটি Bibliography তাঁকে দিলেন যার মধ্যে বাঙলা ভাষায় প্রবাসীতে 'সুফী ধর্ম' সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাও সংকলিত রয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু কাজ হয়েছিল। এই Bibliographyর অভাবে কতদিনের পরিশ্রম যে বৃথা যায়—তার ভূরি ভূরি নিদর্শন এই বাঙলা দেশেই আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য 'সংস্কৃত কমিশন' নিয়োগ করেছেন—তাঁরা এই Special Library স্থাপনের অনুমোদন করতে পারেন যার প্রথম কাজ হবে সসম্পূর্ণ বিষয়সূচী প্রণয়ন। দ্বিতীয় কাজ গ্রন্থের জাতিবিভাগ (classification)। এই বিভাগের উপরে পাঠকের জ্ঞানস্পৃহা নির্ভর করে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন এই বিষয়ে Deweyর Classificationএর সংবর্ধন (extension) প্রয়োজন, কিন্তু এই সংবর্ধনটি সর্বসম্মত হওয়া উচিত। আজকাল বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সকলেই নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তন করছেন। একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড অবলম্বন করে আশু এর নতুন রূপদান করা উচিত।

তৃতীয়তঃ প্রয়োজন Subject Heading for Cataloguing' গ্রন্থসূচীর জন্য বিষয়নাম তালিকা। আমাদের দেশের যে সব গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পুস্তকের মূল্যবান সংগ্রহ আছে তার দুরবস্থা অবর্ণনীয়। চার্বাক দর্শনের বই জৈন দর্শনের মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে—তত্ত্ববার্তিক (যদিও মীমাংসা দর্শনের বই) তন্ত্রের মধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গ্রন্থাগার এক্ষেত্রে অমূল্য। কিন্তু তার কোন সম্পূর্ণ Catalogueই নেই। Catalogueএ বইয়ের উল্লেখ আছে ত আলমারিতে বই নেই। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতের মূল্যমানের অভাব, সাধারণের উপেক্ষার দৃষ্টি, আর সর্বোপরি সংস্কৃত ব্যবসায়ীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব—এই কারণেই সংস্কৃত গবেষণা গ্রন্থাগারের অভাব এদেশে লক্ষনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কৃত কমিশনের মাধ্যমে ভারতের চার প্রান্তে চারিটি সংস্কৃতের Special Library গঠন করে এদিকে মনোনিবেশ করলে এতদিনের একটা অভাব মিটবে সন্দেহ নেই।

পশ্চিম বঙ্গ জেলা-গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের পটভূমিকায় সরকারী নীতি ও পরিকল্পনা আমাদের দেশে আজ অবধি যতগুলি গঠনমূলক কার্যের সূত্রপাত করিয়াছে—এবং অদূর ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত কার্য্যাবলীর সুফল লাভের যে সুদূরপ্রসারী অনির্ব্বাণ দীপশিখার বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিকণা আমাদের অন্তরে আশার নিশানা জাগাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে, গ্রন্থাগার রূপ জ্ঞানাগারের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারকে ব্যাপক সমাজশিক্ষার কেন্দ্র করিয়া সরাসরি সরকারী প্রচেষ্টার এই সুপ্রসারণ সত্যই আজ লক্ষ লক্ষ জনগণের চিত্তে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে সরকার যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন তা' প্রত্যক্ষভাবে নয়—পরোক্ষ ভাবে; আর তাহা উল্লেখযোগ্যও নয়। জাতীয় গ্রন্থাগার ও দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগারের কথা বাদ দিলে সহরতলী ও গ্রামাঞ্চলের শত শত গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা কত যে দীন, বিদেশের তুলনায় কত যে অনুন্নত তাহা আমরা সকলেই জানি। পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের যে নিদর্শন দেখিতে পাই—তাহার মূলে আছে ঐ দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহুবিধ সাহায্য ও সহযোগিতা। বিনা চাঁদায় ও বিবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার পরিবেশনে, দেশবাসীর অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের সুপ্রসার ও ব্যবহারের প্রচুর সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দেশের সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থাগার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামে গ্রামে সুপরিকল্পিত ও সুসংরক্ষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা সেখানে প্রচুর। সুদূর পল্লীতে যেখানে এই গ্রন্থাগার স্থাপনার সুবিধা নাই—সেখানেও ওদেশের সরকার "বুকমোবাইল" বা গ্রন্থযানের সাহায্যে জ্ঞানের আলো বিস্তারের সকলপ্রকার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। ছোট বড় শত শত গ্রন্থযান নিত্য নূতন পুস্তক পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া পল্লীর অঞ্চলে অঞ্চলে—পাঠক-দিগের কুটীরের দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে দেদীপ্যমান জ্ঞানালোকবর্ত্তিকা।

বিদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের এই ব্যাপক প্রস্তুতি ও সফল প্রসার আমাদের দেশের সরকারকেও আজ অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত সরকার সকল রাজ্যে একটি করিয়া State Library বা "রাজ্য গ্রন্থাগার"-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার প্রত্যেক রাজ্যে যতগুলি করিয়া জেলা আছে—তাহার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া District Library বা "জেলা গ্রন্থাগার", এবং যে সমস্ত জেলার সীমানা বৃহৎ, সেইখানে অনুরূপ দুইটি করিয়া "জেলা গ্রন্থাগারের" ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জেলার অন্তর্গত সমস্ত ছোট বড় গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হইবে। উপরন্তু দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার যে জনশিক্ষার (Adult Education প্রভৃতি) পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেইগুলির কার্য্যও ঐ সমস্ত জেলা গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে পরিচালনার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সুদূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে গ্রন্থাগার গঠন সম্ভব নয়—সেখানেও যাহাতে লোকে গ্রন্থাগারের সুযোগ লাভ করিতে পারে—তাহার জন্য কতকগুলি "গ্রন্থযানের" ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত সরকারী প্রাথমিক পরিকল্পনার কিছু কিছু কার্য্য ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে হাওড়া, ২৪ পরগণা জেলার কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈগাছির অন্তর্গত বাগীপুরে গ্রন্থ আদানপ্রদান এবং গ্রন্থাগার মাধ্যমে জনশিক্ষার কার্য্য সত্যই প্রশংসনীয়। হাওড়ায় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবনের অভাবে গ্রন্থ আদানপ্রদান বর্ত্তমানে 'গ্রন্থযানের' সাহায্যেই চলিতেছে। সরকারী ব্যয়ে এইখানেই প্রথম "গ্রন্থযান" গড়িয়া ওঠে। হাওড়ার এই গ্রন্থযানের চলন বর্ত্তমানে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বিদ্যানগরেও এমনি একটি জেলা গ্রন্থাগারের সূচনা হইয়াছে। তবে এখানে আজও গ্রন্থাগার ভবন গড়িয়া উঠে নাই। কেবলমাত্র গ্রন্থযানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাছাড়া এই জেলার অন্তর্গত বহড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের নিকটে ও তত্ত্বাবধানে এমনি আর একটি "জেলা-গ্রন্থাগারের" প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারেরও অন্তর্গত একটি সুন্দর গ্রন্থযানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিছুদিন হইতে এতদঞ্চলেও ঐ গ্রন্থযান মারফৎ পুস্তক সরবরাহ কার্য্য সুরু হইয়াছে। মাত্র কিছুদিন হইল এই গ্রন্থাগারের একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার ভবন সরকারী পরিকল্পনায় ও ব্যয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ সরকার মহাশয় ইহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আসিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর এইরূপ একটি

সুবৃহৎ আদর্শ গ্রন্থাগার ভবন প্রতিষ্ঠা, মনে হয় এইই প্রথম হইল। এত শীঘ্র গ্রামাঞ্চলে এমনতর একটি জাতীয় জেলা গ্রন্থাগার যে গড়িয়া উঠিবে—তাহা সত্যই কল্পনাও করা যায় নাই। সত্যকার Public Library বা সাধারণ গ্রন্থাগারের চাহিদা ও প্রয়োজন এতদিনে আমাদের সফল হইতে চলিয়াছে।

সরকারী প্রচেষ্টার এই সুযোগে জেলা গ্রন্থাগারগুলির অন্তর্গত ছোট বড় গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির আজ মনে হয়, একটা বড় সমস্যা মিটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। নিজেদের খরচায় পুস্তক ক্রয় না করিয়াও, জেলা গ্রন্থাগার হইতে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি বর্তমানে তাহারা তাহাদের পাঠকদিগকে অনায়াসে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহেই জেলা গ্রন্থাগার হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক বহন করিয়া গ্রন্থযান আজ প্রতি গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহ করিতেছে। আর ঐ সকল গ্রন্থাগারের কর্মীরা সেই সমস্ত পুস্তক চাহিদানুযায়ী তাহার পাঠকদিগকে বিতরণ করিতেছে। এই সুযোগে দরিদ্র গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি আপাততঃ নূতন কোন পুস্তক ক্রয় না করায় এবং পুস্তক বাঁধাইএর তাহাদের প্রয়োজন না হওয়ায় আশা করা যায় বেশ কিছু অর্থ তাহারা বাঁচাইতে পারিতেছে। ফলে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ তাহারা তাহাদের নিজেদের গ্রন্থাগার গৃহ সংরক্ষণ, প্রসারণ ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

জেলা-গ্রন্থাগারের পুস্তক সাহায্যে উহার অন্তর্গত ঐ সমস্ত গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি আজ যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা লাভে পুষ্ট হইয়া উঠিলেও – উক্ত উভয় গ্রন্থাগারের সংযোগ রক্ষার দিকটি কিন্তু মোটেই তুষ্ট ও সন্তোষজনক নয়। ইহার কারণ, উক্ত গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটির নিয়মকানুন, পরিচালনার নীতি, পুস্তক আদানপ্রদানের রীতি ও কার্য্যধারা একে অন্যের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। এক গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী ও পুস্তক শ্রেণী বিন্যাসের ধারা, অন্য আর এক গ্রন্থাগার হইতে ভিন্ন। এমন কি জেলা গ্রন্থাগারগুলিরও একটির সহিত অন্যটির কোনরূপ সমতা ও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। হাওড়ার জেলা গ্রন্থাগারের কার্য্যধারা নিয়মাবলীর সহিত বহড়া জেলা গ্রন্থাগারের কোন মিল নাই বলিলেই চলে। হাওড়ার জেলা গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি ডিউই পদ্ধতির অনুরূপে বিন্যাসিত; বহড়া জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তকের শ্রেণীবিন্যাস প্রভাতবাবুর বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সজ্জিত। এমনকি উভয় জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থযানও একে অন্যের হইতে পৃথক।

একই সরকারের অধীনে পরিচালিত একটি জেলা গ্রন্থাগারের সহিত অন্য আর একটি জেলা গ্রন্থাগারের নিয়ম ও কার্য্যধারার এই গভীর বৈষম্য সত্যই

আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। জেলা গ্রন্থাগারগুলির এই বৈষম্য উহাদের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যেও এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তকের সূচী ও শ্রেণীবিন্যাস আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিকল্পিত। কিন্তু তাহাদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনগ্রসর ও অনুন্নত। দ্বিতীয়তঃ জেলা গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হইতেছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশল ও অতিরিক্ত বেতনভোগী কর্ম্মীদের সাহায্যে। কিন্তু গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হয় অধিকাংশই অনভিজ্ঞ, অকুশল কর্ম্মীদের বিশৃঙ্খল ও ত্রুটিপূর্ণ রীতিনীতিতে।

একই নির্দ্দিষ্ট এলাকার গ্রন্থাগারগুলির উপরোক্ত বিবিধ ভিত্তিগত বৈষম্য অধুনা গ্রন্থাগার উন্নয়নের পথে যে কিরূপ বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক করিবে—অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা, আশা করি তাহা অবশ্যই উপলব্ধি করিতেছেন। বর্ত্তমানে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সবেমাত্র সূত্রপাত হইয়াছে। এখন হইতেই এই সূত্রতে উপরোক্ত মূলীভূত সমস্যাগুলি বিবেচনাপূর্ব্বক সুষ্ঠুভাবে সতর্কতার সহিত সমাধান করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে যে এক বিষম ত্রুটীবহুল সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হইবে ইহা সুনিশ্চিত।

এ বিষয়ের সমাধান করিতে হইলে সরকার পক্ষ হইতেই তাহা করিতে হইবে। সরকারের অন্তর্গত সমস্ত জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে এক নিয়মে ও রীতিতে পরিচালনা ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল জেলা গ্রন্থাগারে যাহাতে একই ধরণে ও একই পদ্ধতিতে গ্রন্থসূচী, গ্রন্থ শ্রেণীবিন্যাস, পুস্তক আদানপ্রদান ব্যবস্থা প্রভৃতি মৌলিক কার্য্যগুলি পরিচালিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক জেলার গ্রন্থাবানগুলির কার্য্যধারাতেও একটি সমতা থাকা আবশ্যক। উপরন্তু, জেলা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নূতন ক্রীত বা সংগৃহীত পুস্তক পত্রিকাদির পরস্পর তালিকা বিনিময় রীতিরও একটি ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এইরূপভাবে একই রাজ্যের অন্তর্গত জেলা গ্রন্থাগারগুলির কার্য্য ও পদ্ধতির সমতা রক্ষা করা যেমন একান্ত আবশ্যক; সেইরূপ প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারটিকেও তাহার অন্তর্গত নিজ নিজ গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির সহিত সমতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ, একটি জেলা গ্রন্থাগারের অন্তর্গত যতগুলি গ্রাম্য গ্রন্থাগার থাকিবে তাহাদের প্রত্যেকটির কার্য্যধারা ও পুস্তক শ্রেণীবিন্যাস, গ্রন্থসূচী প্রণয়ন প্রভৃতিও যেন ঐ জেলা গ্রন্থাগারের প্রবর্ত্তিত

সমরীতি ও আদর্শে পরিচালিত হয়। এই ভাবে কার্যধারার প্রবর্তন ও বহনের দায়িত্ব জেলা গ্রন্থাগারের কর্মীদেরই উপর ন্যস্ত থাকা উচিত।

এইরূপে রাজ্যের সকল গ্রন্থাগারগুলি একই আদর্শে ও রীতি-নীতিতে সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত হইলে—তবেই দেশের বৃহত্তম গ্রন্থাগারের সহিত অতি ক্ষুদ্র বহুদূর বিস্তৃত গ্রাম্য-গ্রন্থাগারের সংযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে। জ্ঞানপিপাসু পাঠক সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরে বসিয়াই অনায়াসে দেশের সকল গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। "গ্রন্থাগার উন্নয়ন" ব্যবস্থার সরকারী পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাও অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুফল প্রদানে সার্থক হইয়া উঠিবে।

গ্রন্থাগার ও স্থানীয় ইতিহাস

আদিত্য ওহদেদার

গ্রন্থাগারে যে গ্রন্থ-সংগ্রহ গড়ে ওঠে তার দু'টো রূপ আছে। একটি হল বিশ্বজনীন, আর একটি হল আত্মজনীন। বিশ্বজনীন রূপটা আশ্রয় করে আছে গ্রন্থ-সংগ্রহের পরিধির ব্যাপকতাকে নিয়ে, যে ব্যাপকতার ফলে দেশকালপাত্র নির্বিশেষে উপযোগী পুস্তকমাত্রই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়ে থাকে। অন্যপক্ষে, গ্রন্থ-সংগ্রহের আত্মজনীন রূপটা বিধৃত থাকে এই সংগ্রহের একটা বিশেষ সীমার মধ্যে। এই রূপ-ভেদের নামকরণ অন্যভাবেও করতে পারি। বলতে পারি, নির্বিশেষ ও বিশেষ, কিম্বা অসীম ও সসীম।

যে ভাবেই বলা যাক না কেন, এই আত্মজনীন, বিশেষ কিম্বা সসীম রূপটি গ্রন্থ-সংগ্রহের যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা পড়ে, সেই সীমাটি কি? সে সীমা হল গ্রন্থ-সংগ্রহের সেই অংশ যার আন্তিক সংযোগ থাকে স্থানীয় অঞ্চলের সঙ্গে। অর্থাৎ, কোনো গ্রন্থাগার যে অঞ্চলে অবস্থিত থাকে সেই অঞ্চল সংক্রান্ত যাবতীয় পুঁথিপত্র, লিপিলিখন সে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সংগ্রহের বিশেষ সার্থকতা আছে। ঐতিহাসিকের কাছে এই সংগ্রহ অন্তর্গত বস্তুগুলি অতি প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ ও মালমশলার কাজ করতে পারে। আজকাল লোকের মধ্যে আঞ্চলিক অনুসন্ধিৎসা বেড়ে গেছে, ফলে স্থানীয় ইতিহাস রচনা করার রেওয়াজ দেখা দিয়েছে। কথাসাহিত্যেও অঞ্চল-প্রধান কাহিনী খুব প্রবল। এই পরিস্থিতির দরুণ আধুনিক গ্রন্থাগার-সংগঠনের একটা

বিশেষ লক্ষ্য হল কীভাবে গ্রন্থাগারকে আঞ্চলিক তথ্য সরবরাহের অপরিহার্য কেন্দ্ররূপে দাঁড় করানো যায়।

এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের কাজ হল—আগেই যা বলা হয়েছে—অঞ্চল সংক্রান্ত যাবতীয় পুঁথিপত্র, লিপিলিখন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করা। অবশ্য এই যাবতীয় পুঁথিপত্র, লিপিলিখন বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। নইলে কিছু ঘাঁধাঁয় পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, আঞ্চলিক তথ্য যে সব বস্তু মারফৎ পাওয়া যেতে পারে তারা নিম্নলিখিত পর্যায়ের অন্তর্গত :—

(ক) মুদ্রিত বস্তু, অর্থাৎ ছাপা বই, কাগজপত্র ইত্যাদি।

(খ) পাণ্ডুলিপি ও হস্তলিখিত বস্তু, যেমন প্রাচীন পুঁথি, হাতে লেখা পত্রিকা, অথবা ছাপা হয়নি এমন পাণ্ডুলিপি, ছাপানো বইয়ের পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি।

(গ) চিত্রিত বস্তু, অর্থাৎ ছবি—হাতে আঁকা, ছাপানো কিম্বা ফটোগ্রাফ্।

(ঘ) খোদাইকৃত বস্তু, অর্থাৎ কাঠ, পাথর ও ধাতব পদার্থের ওপর খোদাইয়ের কারুকার্য।

উপরিউক্ত পর্যায়-ভেদগুলি form অর্থাৎ রূপগত। একই বিষয় এই সব রূপে প্রকাশিত হতে পারে। যেমন, হাওড়া অঞ্চলের ওপর লেখা ছাপানো বই থাকতে পারে, না-ছাপানো পাণ্ডুলিপি থাকতে পারে, ও-অঞ্চলের দৃশ্যাবলী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছাপা, হাতে-আঁকা অথবা ফটোগ্রাফ্ চিত্র থাকতে পারে, কিম্বা তৎসংক্রান্ত খোদাইকৃত নক্সাও থাকতে পারে।

আঞ্চলিক তথ্য-উপাদান সংগ্রহকে Local Collection বা স্থানীয় সংগ্রহ বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল, কি কি উপাদান এই সংগ্রহকে পুষ্ট করে।

উপাদানগুলি মূলতঃ দুই শ্রেণীর। এক, স্থানীয় অঞ্চলভুক্ত উপাদান; দুই, স্থানীয় অঞ্চল সম্বন্ধীয় উপাদান। দুই শ্রেণীরই উপাদানগুলি নানাপ্রকারের হয়ে থাকে।

স্থানীয় অঞ্চলভুক্ত উপাদানগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে স্থানীয় অঞ্চল থেকেই এদের প্রকাশ ও পুষ্টিলাভ ঘটে। এদের প্রকার-ভেদ নিচে দেওয়া গেল :—

(১) স্থানীয় গ্রন্থকার লিখিত পুস্তক। যে অঞ্চলে লেখকের দেশ, অথবা যেখানে তাঁর জন্ম ও কর্ম, অথবা যেখানে অনেক দিন তিনি বাস করেন, সে অঞ্চলের তিনি স্থানীয় গ্রন্থকার।

(২) স্থানীয় অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পুস্তক। জাতীয় গ্রন্থাগারে দেশের সর্বত্র প্রকাশিত পুস্তকের স্থান পাওয়া আইনত বিধেয়। কিন্তু কার্যত তা হয় না। কোন অঞ্চলে কতো বই ছাপা হচ্ছে তার হদিস রাখা সম্ভব নয়, তাছাড়া ছাপানো সব পদার্থই জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের দাবী করতে পারে না। কিন্তু

আঞ্চলিক গ্রন্থাগার নিজের অঞ্চলের প্রকাশিত পুস্তকের সন্ধান অনায়াসে পেতে পারে এবং আঞ্চলিক উপাদান হিসেবে তাদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারে।

(৩) সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা। এমন কি হাতে-লেখা পত্রিকাও সংগৃহীত হওয়া উচিৎ।

(৪) জনস্বার্থ সংক্রান্ত উপাদান, যথা আইন-আদালত, পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং শাসন ও বিধান সম্পর্কিত বিষয়।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত উপাদান, অর্থাৎ স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিবরণী, বাৎসরিক রিপোর্ট, পরিসংখ্যান তথ্য ইত্যাদি।

(৬) আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত উপাদান, যথা—থিয়েটার, সিনেমা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের কার্ড-বিবরণী, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

(৭) প্রাচীর-পত্র ও প্রচার পত্র। প্রাচীর পত্র (posters) ও প্রচারপত্র (hand bills) মারফৎ অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, লোকমন সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে গবেষণার কাজে এগুলি প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গণ্য হতে পারে।

স্থানীয় অঞ্চল সম্বন্ধীয় উপাদানগুলি প্রকাশিত ও পুষ্ট হবার কোন নির্দিষ্ট এলাকা নেই। স্থানীয় অঞ্চলেও হতে পারে, আবার অন্যত্রও হতে পারে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সমাহরণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে এইসব বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিকে একত্র সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। এই উপাদানগুলি নিম্নলিখিত বিষয়ভুক্ত হতে পারে।

(১) স্থানবিবরণ। গোটা অঞ্চল অথবা অঞ্চলভুক্ত বিভিন্ন স্থান ও বস্তুর বিবরণ।

(২) ইতিহাস। (৩) জীবনী। (৪) জনস্বার্থ সংক্রান্ত উপাদান, যথা—আইন-আদালত, পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং শাসন ও বিধান সম্পর্কিত বিষয়।

(৫) গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কবিতা। মনে রাখতে হবে, সব গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কবিতা নয়, শুধু সেই সব বইয়ের মধ্যে স্থানীয় অঞ্চলের কথা আছে।

(৬) দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রপত্রিকাভুক্ত উপাদান। গোটা অঞ্চল অথবা অঞ্চলভুক্ত স্থান ও বস্তু সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদিতে যে সব লেখা ও খবরাখবর প্রকাশিত হয় সেগুলি বিছিন্ন করে একত্র সংগ্রহ করা। এই সংগ্রহ বিশেষ মূল্যবান, কারণ এগুলি এভাবে সংগ্রহ না করলে পরে তাদের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। স্থানীয় অঞ্চল সংক্রান্ত বহু তথ্য এই সংগ্রহ থেকে সহজলভ্য হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ কোনো অঞ্চল সম্বন্ধে গোটা বই বড় একটা প্রকাশিত হয় না, আর হলেও তার থেকে অনেক তথ্য বাদ পড়তে বাধ্য। এই সব তথ্য সংবাদপত্রাদি থেকে কেটে রাখা

টুকরো লেখার সংগ্রহের মধ্যে থাকতে পারে এবং ভবিষ্যৎজনের কাছে অতি প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

স্থানীয় সংগ্রহ গড়ে তোলবার মানসে উপাদান খুঁজতে গিয়ে গ্রন্থাগারিকের মনে এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে এ বিষয়ে কোন বাছাই করা হবে কি না। বিশেষ করে প্রাচীর-পত্র, প্রচার-পত্র ও সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত টুকরো লেখা সম্পর্কে বাছাইয়ের প্রশ্নটা স্বতঃই মনে আসে। এ বিষয়ে আজকালকার সর্বাধিক প্রচলিত নীতি হল—"collect everything and leave its evaluation to posterity", অর্থাৎ সবকিছু সংগ্রহ করে যাও ও তাদের মূল্যনিরূপণের কাজ ভবিষ্যৎজনের হাতে ছেড়ে দাও। এই নীতি পালন করাই শ্রেয়। কারণ বাছাই করতে গেলে কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে; তা হল এই যে অনেক সময় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বাছাই করতে গিয়ে খোয়া যেতে পারে। বহু বড় গ্রন্থাগারে নির্দেশের কাজ (reference work) করবার সময় দেখা গেছে যে ছোটখাট বস্তু বহু ক্ষেত্রে রীতিমতো মূল্যবান হয়ে ওঠে। সুতরাং অকল সম্বন্ধীয় কোন বস্তুকেই তুচ্ছ ভেবে বাদ না দেওয়াই ভালো। কে বলতে পারে, আজ যা তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে কাল ইতিহাসের চোখে তা মূল্যবান ঠেকবে না।

কিন্তু সংগ্রহ করা এক কথা এবং সংরক্ষণ করা আর এক কথা। সংগ্রহের সঙ্গে যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সংগ্রহ করার কাজটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যাগুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সমাধান করা বিধেয়। নইলে সংগৃহীত উপাদান বিশৃঙ্খল ও ক্ষণভঙ্গুর স্তূপে পরিণত হবে। এই সংগ্রহের সঙ্গে স্থান সঙ্কুলানের যে প্রশ্ন জড়িত আছে তার সমাধান আধুনিক বিজ্ঞান করে দিয়েছে। অণুচিত্র (microfilm) সাহায্যে অতি অল্প জায়গায় অনেক উপাদান সুরক্ষিত করা যায়। এছাড়া অন্যান্য উপায়ও আছে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার স্থানীয় সংগ্রহ গড়ার কাজে এখনো দৃষ্টিপাত করে নি। অবশ্য গ্রন্থাগারের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা এখনো তেমন অবহিত নই, এ বিষয়ে যে পরিমাণ চিন্তা ও সংগঠন দরকার তার অভাব একান্তভাবেই রয়েছে। তবে আশার কথা এই যে গ্রন্থাগারের মূল্য সম্বন্ধে দেশবাসী ও জাতীয় সরকারের মধ্যে সচেতনতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে যার ফলে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থা এখনো কাটে নি; কিন্তু তা না কাটলেও এই অবস্থাতেই আমাদের গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় সংগ্রহ গড়ে তোলার কাজে মন দিতে পারে। বিশেষ করে জেলা গ্রন্থাগারগুলির কর্তৃপক্ষ এখন থেকেই এ বিষয়ে তৎপর ও অগ্রসর হতে পারেন।

বিবিধ বার্তা

রবীন্দ্র পুরস্কার

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও সর্বজন গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর "রবীন্দ্র জীবনী" (চার খণ্ড) গ্রন্থের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবার তাঁকে রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। এ-বাবদে পশ্চিমবঙ্গের সকল গ্রন্থাগার কর্মীই অত্যন্ত

আনন্দিত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতি গত ৮ই এপ্রিল এক সভায় শীঘ্রই তাঁকে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষার্থীদের প্রীতি সম্মেলন

গত ৬ই এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, বি, এস, কেশবন, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দভূষণ ঘোষ প্রভৃতি ভাষণ দান করেন। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের Re-union ও Alumni Association গঠনের কথা বলা হয়। এতদুপলক্ষে একটি 'স্মরণী' প্রকাশ করা হয়েছে।

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের আমন্ত্রণক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন পুরুলিয়ায় আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল হরিপদ সাহিত্য মন্দির প্রাঙ্গণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন সম্মেলনের মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবেন।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার জন্য পুরুলিয়া জেলার বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সেবিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক চৌধুরী যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত "গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা পরিকল্পনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এই সম্মেলনে আলোচনার জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক মূল-প্রবন্ধরূপে গৃহীত হইয়াছে। এ সংখ্যায় অন্যত্র সেটি মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল-আলোচ্য প্রবন্ধরূপে গৃহীত হইয়াছে।—গ্র. স.]

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :—

(ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন

(খ) রাজ্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা

(গ) কেন্দ্র, আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারের পরস্পর সম্পর্ক

(ঘ) গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব

(ঙ) গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণা

(চ) গ্রন্থাগার আইন

(ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন :

পশ্চিমবঙ্গের বহুত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করিয়া দেশে গ্রন্থাগার-সেবার ব্যবস্থা করা চলে না। কেননা, (১) ঐ সমস্ত গ্রন্থাগার দেশের বিভিন্ন অংশে পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকটবর্তী অঞ্চলে একাধিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে—অথচ অনেক স্থলে বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যেও গ্রন্থাগার নাই। (২) গ্রন্থ-সংগ্রহের উপরেই এই সমস্ত গ্রন্থাগারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু উপযুক্তরূপ গ্রন্থের ব্যবহার যাহাতে হয় সে বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যত্ন নেওয়া হয় না। বস্তুতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠকদের চাহিদানুযায়ী বই সরবরাহের ব্যবস্থাও আশানুরূপ নয়। প্রতিষ্ঠাতারা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই স্বেচ্ছাসেবক কর্মীর অভাব হইয়া পড়ে। ফলে নিয়মিতরূপে গ্রন্থাগার খোলাই অনেক গ্রন্থাগারের পক্ষে দুরূহ ভার বলিয়া বিবেচিত হয়। (৩) এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের অবসর বিনোদনের জন্য কিছু সংখ্যক পুস্তক লইয়া গঠিত হয়। জনসাধারণের বৃত্তিবিষয়ক কৌশল অর্জনের সহায়ক কিংবা মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধায়ক যে সমস্ত গ্রন্থের প্রয়োজন, কিংবা

মানুষের খেয়াল খুসীর অনুশীলনের জন্য যে জাতীয় পুস্তকের প্রয়োজন তাহার কিছুই এই সমস্ত গ্রন্থাগারের অধিকাংশতেই পাওয়া যায় না। ফলে জনশিক্ষা বা সমাজ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে এই সমস্ত গ্রন্থাগারের ব্যবহার হওয়া সুকঠিন।

বস্তুতঃ উপযুক্ত কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত, গল্প-আলোচনা প্রভৃতির যথোচিত বন্দোবস্তের দ্বারা সমৃদ্ধ, নানাবিষয়ক গ্রন্থের সমাবেশে সংগঠিত, প্রত্যেক অঞ্চলে সুবিস্তৃত গ্রন্থাগার-মালা স্থাপন ব্যতীত এই দেশে গ্রন্থাগার-সেবার ব্যবস্থা করা যাইবে না। এই গ্রন্থাগারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক করিতে হইবে। দেশের স্বল্প সংখ্যক পাঠেচ্ছু উন্নতিকামী ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে নানাভাবে আজিকার দিনে উৎসাহিত করাই প্রয়োজন। তাহাদের উপর অর্থের ভার চাপাইয়া, অনেককে কার্যতঃ গ্রন্থাগার ব্যবহার হইতে বিমুখ করা জাতীয় স্বার্থের নিতান্ত পরিপন্থী হইবে। সুতরাং নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যতীত, চাঁদার উপর নির্ভরশীল গ্রন্থাগারে আমাদের কাজ চলিবে না। বলা বাহুল্য নিঃশুল্ক অথচ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত সেবাপরায়ণ গ্রন্থাগার দেশের সব অঞ্চলের জন্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বেসরকারী চেষ্টা বা নিয়ন্ত্রণে এই কাজ বরাবর সুষ্ঠুভাবে চলার উপর আস্থা রাখা যায় না। সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে।

আমাদের শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের নীতির উপর বিরচিত। সুতরাং সরকারী হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার বিশেষ স্থান আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থায় রহিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রায় দুইশত বৎসরের বিদেশী শাসন-কালে আমাদের দেশের বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশের নানাস্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাদের অনেক গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহ নানাদিক দিয়াই মূল্যবান্। আমাদের দেশে আদর্শবাদী সঙ্গতিসম্পন্ন, জনসাধারণের জন্য শিক্ষার বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য অর্থপ্রদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও কিছু কিছু আছেন। সুতরাং বর্তমানে বেসরকারী যে গ্রন্থাগার সম্পদ আমাদের আছে বা যে-সরকারী সাহায্য পাইবার যে সম্ভাবনা অনুভূত হইতেছে তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া গ্রন্থাগার সেবার বন্দোবস্ত করিতে গেলেও অনেকখানি সম্পদ অপচয়ের সম্ভাবনা আছে। ইংলণ্ড-আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়ও কার্নেগী ট্রাষ্ট ফাণ্ড প্রভৃতির অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং সরকারী প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়ের সমস্যাও আমাদের দেশে চিন্তনীয়।

আমাদের মনে হয় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগার সেবার বন্দোবস্ত প্রধানতঃ সরকারী প্রচেষ্টায় হওয়া প্রয়োজন। সরকারই ঐ সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনা ও সংগঠনের জন্য যতদূর সম্ভব বেশী বেসরকারী সহযোগিতা সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন।

আমাদের দেশের আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রধানতঃ তিন রকমের হওয়া উচিত। সমৃদ্ধ সহর অঞ্চলের জন্য একরূপ, মফঃস্বল সহরের জন্য অন্যরূপ এবং গ্রামের জন্য তৃতীয় প্রকারের। যে সমস্ত স্থানে মুনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং সেই মুনিসিপ্যালিটির আর্থিক স্বাচ্ছল্য আছে সেই সমস্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা একরূপ রাখা প্রয়োজন। বস্তুতঃ এই সব অঞ্চলেই শিক্ষিত ও শিক্ষাকামী ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যক বাস করেন বলিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এইস্থানে পাঠকের প্রয়োজনানুযায়ী গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে না পারিলে গ্রন্থাগার-সেবার প্রাথমিক বন্দোবস্তও সফল হইয়াছে বলিয়া কোন ক্রমেই মনে করা যায় না।

যেখানে মুনিসিপ্যালিটি আছে, কিন্তু তাহার আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ স্বচ্ছল নহে, সেইখানে—কিংবা যথা সাবডিভিশনাল অফিস, মহকুমা প্রভৃতি যেখানে অবস্থিত সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুল প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোকের বসবাস থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত অঞ্চলেও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই সব স্থান হইতে সাধারণতঃ কয়েকটি ইউনিয়নের যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকে এবং কয়েকটি ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে এইসব স্থান প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ঐ সমস্ত ইউনিয়নকে লইয়া একটি অঞ্চল কল্পনা করিয়া এই স্থানে অনায়াসে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একদিকে যেমন একটি সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের কাজ করিবে, তেমনই অন্যদিকে আপনার সীমাভুক্ত অঞ্চলে গ্রন্থ-সরবরাহ করা, গ্রন্থাগার সহযোগিতা সংগঠন করা এবং উপদেশ ও অন্যবিধ সাহায্য দিবার দায়িত্ব লইতে পারিবে। সমৃদ্ধ মুনিসিপ্যাল অঞ্চলে একটি কেন্দ্রীয় এবং তদধীন কয়েকটি শাখা গ্রন্থাগার রাখিতেই হইবে, এমন বাধ্যবাধকতা নাই। মুনিসিপ্যালিটীর পরিধি যদি খুব বেশী বৃহৎ না হয়, উহার অধিবাসীদের মুনিসিপ্যালিটীর কেন্দ্রস্থলে যাতায়াতে যদি বিশেষ অসুবিধার কারণ না থাকে তবে একটিমাত্র সুপরিচালিত গ্রন্থাগারেই মুনিসিপ্যালিটীর কাজ চলিতে পারে। অবশ্যই প্রয়োজনমত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিয়া দূরবর্তী

পাঠকদের উপযুক্ত সুবিধা দিবার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতা বা তৎপার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথায়ও ম্যুনিসিপ্যালিটীর মধ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তাহার শাখা স্থাপনের অনিবার্য আবশ্যকতা এখনই আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে একটি একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি শাখা গ্রন্থাগারের নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা আছে। এমনকি যে সমস্ত স্থানে শাখা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে হইবে সেইসব স্থানের জন্যও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা উচিত হইবে।

আমরা জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কথা বলি নাই। ছোট ছোট জেলা যেখানে সারা জেলায় যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা আছে সেখানে হয়ত জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। কিন্তু অনেক জেলায়ই এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ সরকারী পরিকল্পনানুযায়ীও মেদিনীপুর, বর্ধমান ও ২৪-পরগণায় একাধিক জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপযুক্তভাবে কাজ করিলে প্রতি জেলার কার্যের সমন্বয় সাধনের জন্য জেলা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হইবেনা। আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থ লেন-দেনের বন্দোবস্ত করিবে; প্রয়োজনমত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিশেষক্ষেত্রে সাহায্য দিবে। এই ব্যবস্থা থাকিলে শাখা গ্রন্থাগারগুলির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সহজ হইবে এবং শাখা গ্রন্থাগারে অপ্রয়োজনীয়, অনীপ্সিত কতকগুলি বই পৌঁছাইবার বিড়ম্বনা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে ভোগ করিতে হইবে না।

(খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা :

সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার সংগঠনের কেন্দ্র হইবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ইহার অন্ততঃ সাতটি কর্তব্য থাকিবে :—

(১) আপন এলাকার গ্রন্থাগার হিসাবে লেন-দেনের কাজ ও গ্রন্থাগার সেবার কাজ।

(২) রাজ্যের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ দুই খণ্ড করিয়া সংগ্রহ করা, তাহাদের সূচী নির্মাণ করা এবং তাহাদের প্রকাশ বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

(৩) রাজ্যের অভ্যন্তরে গ্রন্থ-ঋণের ব্যবস্থা করা; রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থের একটি সম্মিলিত সূচী সংগ্রহ করা রাজ্য গ্রন্থাগারের কর্তব্য

হইবে। ফলে কেহ কোন গ্রন্থ ঋণ চাহিলে ঐ গ্রন্থ কোথায় আছে নির্ণয় করিয়া প্রার্থীকে ঐ ঋণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ইহার পক্ষে সুসাধ্য হইবে।

(৪) পণ্ডিত ব্যক্তিদের ও যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া নানা বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণ করা এবং নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ইহার একটি প্রধান কর্তব্য হইবে।

(৫) যেহেতু রাজ্যে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের সূচী ইহাকে নির্মাণ করিতেই হইবে, সেই হেতু যদি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলি ইহার মাধ্যমে তাহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় করে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে জাতি বিভাগ, সূচীনির্মাণ প্রভৃতি করিতে হইবে না। বস্তুতঃ সমস্ত রাজ্যের অধিকাংশ গ্রন্থ ইহার মাধ্যমে কেনা হইলে কেনার ব্যয় কম পড়ার সম্ভাবনা, নির্ব্বাচিত পুস্তকটি সংগৃহীত হইবার বেশী সম্ভাবনা থাকে। তাহা ছাড়া সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থসূচী একরূপ গড়িয়া ওঠে—রাজ্যের সম্মিলিত গ্রন্থসূচীকেও অনেক বেশী কার্যকরী করিয়া তোলা যায়। বস্তুতঃ সমস্ত রাজ্যের জন্য গ্রন্থ কেনা, সমস্ত গ্রন্থের জাতি বিভাগ ও সূচীনির্মাণ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের এক প্রয়োজনীয় দায়িত্ব হওয়া উচিত।

(৬) রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিকল্পনা নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কার্য পরিদর্শন করিয়া বিবরণ দাখিল করা।

(৭) উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হইলে সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত করাও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য।

(গ) কেন্দ্র, আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারের পরস্পর সম্পর্ক :

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমস্ত গ্রন্থাগার সংগঠনের শীর্ষদেশে অবস্থিত থাকিবে। শাখা বা আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রয়োজনমত সবরকম সাহায্যই ইহার নিকট হইতে পাইতে পারিবে। কিন্তু আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি শাখার সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিবে, শাখা গ্রন্থাগার না চাহিলেও আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যেমন তাহাকে নিয়মিত পুস্তক সরবরাহ করিয়া যাইবে, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সেরূপ করিবে না। ইহার নিকট সাহায্য চাওয়া হইলে তবেই ইহা সাহায্য দিবে। শাখা গ্রন্থাগারগুলি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেরই বিভাগ মাত্র ধরিয়া লইতে হইবে। সুতরাং ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত ইহাদের সম্পর্ক পৃথক হইতে বাধ্য। অবশ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধিকার থাকা উচিত।

(ঘ) গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব :

আমরা এখন পর্যন্ত চার শ্রেণীর গ্রন্থাগারের আলোচনা করিয়াছি। (১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (২ আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (৩) শাখা গ্রন্থাগার ও (৪) মুনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার। এই গুলির পরিচালনার এমন বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন যাহাতে সর্বাধিক উপযুক্ত বে-সরকারী সহযোগিতা লাভ করা যাইতে পারে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু এই গ্রন্থাগার সব জাতীয় গ্রন্থাগারের উপর নজর রাখিবে, এবং যেহেতু আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই দিতে হইবে সেই হেতু রাজ্য গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতিতে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের প্রতিনিধিও থাকা বাঞ্ছনীয়। বলাবাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন গবেষক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগিগণকেও এই পরিচালক সমিতিতে রাখিতে হইবে। এই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যয় শিক্ষা বিভাগকে বহন করিতে হইবে।

যে সমস্ত মুনিসিপ্যালিটী একক বা পার্শ্ববর্তী এলাকার সহিত সহযোগে বাৎসরিক অন্যূন ১৫,০০০৲ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করিতে পারিবে তাহারা একক বা যুক্তভাবে আপনাপন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্তৃত্বভার পাইতে পারিবে। বলাবাহুল্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ঠিক ঠিক যাহাতে চলে সেই জন্য সরকারকে প্রথমতঃ অন্ততঃ প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। মুনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতিতে মুনিসিপ্যালিটির জনপ্রতিনিধির সংখ্যা অন্ততঃ পরিবর্তনযোগ্য সভ্যের ½ হওয়া উচিত এবং বাকী ½ স্থানীয় উৎসাহী গ্রন্থাগার কর্মী এবং শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন জেলা শাসক রাজ্য-গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষা বিভাগের আর একজন প্রতিনিধি প্রত্যেক পরিচালক সমিতির স্থায়ী সভ্য হইবেন।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উপরেই পল্লীর আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভার থাকা উচিত। যে সমস্ত স্থানে মুনিসিপ্যালিটি আছে—অথচ মুনিসিপ্যালিটীর আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নহে, সেই সমস্ত স্থানও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়া

উচিত। সমস্ত জেলার গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক সমিতি থাকিলেও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য এবং শাখা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য স্থানীয় পরিচালক সমিতি রাখাই সুবিধা। ইহাতে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা অধিকতর পাওয়ার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া আশা করা যায় অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলিও হয়ত আঞ্চলিক বা শাখা গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হইতে সম্মত হইতে পারে। বলা বাহুল্য প্রথম প্রথম পরিচালক সমিতি গঠনের নিয়মকে এমন ব্যাপক ও উদার রাখিতে হইবে যাহাতে সব রকম স্থানীয় অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যায় এবং সুবিধামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আইনগত অসুবিধা না ঘটে।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের গ্রন্থাগার সমিতিও ম্যুনিসিপ্যাল সমিতির মত করিয়া গঠন করিতে হইবে ; অর্থাৎ ইহারও পরিবর্তনযোগ্য সভ্যের ⅔ অংশ বোর্ডের সভ্যের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং ⅓ অংশ অন্যান্য উপযুক্ত লোকের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। জেলা শাসক, রাজ্য-গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষা-বিভাগের একজন প্রতিনিধি এই সমিতিরও স্থায়ী সভ্য হইবেন। এই সমিতি শাখা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের কার্যের মূল নীতি নির্ধারণ করিবেন, ঐগুলির জন্য অর্থব্যবস্থা করিবেন, আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের স্থান নিরূপণ করিবেন, প্রত্যেক গ্রন্থাগারের জন্য লোক নিয়োগ ও পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করিবেন।

কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রদত্ত আর্থিক ও বৈধানিক কাঠামোগুলির মধ্যে আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলি বা শাখা গ্রন্থাগারগুলি কাজ করিয়া যাইলে তাহাদের দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমাদের বর্তমান প্রস্তাব কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষকে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব দিবার বিরুদ্ধে নয়। বস্তুতঃ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা বর্তমান সময়ে না করিয়া কেবল নীতির উপর জোর দিতে গেলে বিশেষ ভুল হইবে। বলা বাহুল্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এই কার্যকে সফল করিতে হইলে বর্তমান অবস্থায় প্রচুর সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে।

(৪) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গবেষণা :

উল্লিখিতভাবে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হইবে। গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যবহারিক শিক্ষা পাওয়া গেলেও গ্রন্থাগার কর্মীদের আপনাপন কাজ করিয়া প্রায়ই শিক্ষা দিবার সময় থাকিবে না। তাহা ছাড়া গ্রন্থাগারগুলিতে একটি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কাজ

করিয়া যাওয়ার প্রয়োজন আছে। কেমন ভাবে কাজ করিলে কাজের উন্নতি হইতে পারে ইহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান কখনই সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে পারে না। সুতরাং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার দায়িত্ব এই গ্রন্থাগারগুলির উপর না রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। আঞ্চলিক প্রয়োজনের জন্যই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাথমিক, শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কিন্তু মাধ্যমিক ও উন্নত ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের হওয়া উচিত। আমাদের বিবেচনায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে শিক্ষা দানের ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি হওয়া সম্ভব। বর্তমানে অনেক আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের পক্ষেই উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা কঠিন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাহাতে একরূপভাবে গড়িয়া উঠে, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের প্রথম কর্তব্য। একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ছাত্ররা যদি গ্রন্থাগার কর্মে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে কার্যগত একরূপতার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে।

শিক্ষা বা বিজ্ঞান একটি স্থির পদার্থ নহে। নিরন্তর গবেষণার সাহায্যে বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহার জন্য একটি পৃথক সংস্থা থাকা প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া এই গবেষণার দায়িত্ব দিতে হইবে। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাবে অনেকখানি পশ্চাৎপদ আছে। রাজ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে বৃত্তিকুশল গ্রন্থাগারিক আমাদের বৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান প্রয়োগে প্রচেষ্টার অভাব নিয়তই অনুভব করিবেন। বস্তুতঃ রাজ্য গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মিলিত সহযোগ ও প্রচেষ্টা ব্যতীত আমাদের এই দৈন্য ঘুচিবার নহে।

(৮) গ্রন্থাগার আইন :

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার জন্য সরকারী শুভ প্রচেষ্টাই অনেকাংশে ধন্যবাদার্হ। বস্তুতঃকোন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত উদ্যোগী হইয়া আপন এলাকায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হন নাই। সরকারই বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপন করিয়া প্রতি জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। বস্তুতঃ দেশের শিক্ষার আরও খানিকটা অগ্রগতি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সরকারের ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির শুভ বুদ্ধির উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এখনও দেশের

সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। সুতরাং গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা বা গ্রন্থাগারের জন্য নূতন কর বসাইবার প্রস্তাব করিতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হইবেন। অনেকেই মনে করেন সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিয়া গ্রন্থাগারকে আমাদের জাতীয় জীবনে সক্রিয় মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে তখন আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময় আসিবে। অপর পক্ষে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক আমরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে কখনই আশানুরূপ গ্রন্থাগার পাইতে পারি না। সরকারী বদান্যতায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভালই কিন্তু আবশ্যিক নিঃশুল্ক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত যেখানে করা যায় নাই সেখানে সরকারী অর্থে রাজ্যের সর্বত্র উপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা হইবে এ আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং যথোচিত গ্রন্থাগার-বন্দোবস্ত করিতে হইলে শেষ পর্যন্ত আমাদের জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। হয়ত দেশের সর্বত্র জনসাধারণ এ বিষয়ে একই সময় সমান উৎসাহ দেখাইতে পারিবেন না—হয়ত কোন কোন অঞ্চলে কর-প্রদানের নামেই গ্রন্থাগার সেবার আয়োজনকে পর্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইবে। কিন্তু তবুও কোন কোন অঞ্চলে হয়ত শীঘ্রই সাড়া পাওয়া যাইতে পারে। অন্যত্র কর বসানোর ধারাটুকুকে এখনই কার্যকরী না করিয়াও সরকারী বদান্যতার সুযোগে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সুতরাং এমন একটি গ্রন্থাগার আইন আমাদের রাজ্যে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত যাহাতে পূর্বোক্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জনমত সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে গ্রন্থাগার সেবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এই বিষয়ে খানিকটা সময় দেওয়া যাইতে পারে—ঐ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার সেবার বন্দোবস্ত করিবেন। ঐ সময় অতিক্রান্ত হইলে জেলার সমাহর্তাই ভূমি রাজস্বের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার কর আদায় করিয়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে জেলার সমাহর্তার বিবেচনার উপরই অঞ্চলের গ্রন্থাগার সেবার কর্তৃত্ব নির্ভর করিবে। মোটের উপর গ্রন্থাগার আইনকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য খানিকটা সময় ও স্বাধীনতা দিলে কাহারও ইহার বিরুদ্ধে বলিবার সঙ্গত কারণ থাকে না। অথচ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই রাজ্যে গ্রন্থাগারের আয়োজন প্রয়োজনীয় পরিকল্পনানুযায়ী হওয়া সুকঠিন।

সম্পাদকীয়

সালতামামী

বর্তমান সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ এবং নব-পর্যায়ের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হলো। আজ থেকে এক বৎসর আগে যখন এই পত্রিকাটিকে ত্রৈমাসিক প্রকাশের পরিবর্তে মাসিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তখন পরিষদের কর্মী এবং শুভানুধ্যায়িগণের মনে একদিকে যেমন এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার আন্তরিক উপলব্ধি ছিল—অপর দিকে তেমনি ছিল একটা গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব-মুহূর্তের অনিশ্চয়তার ভাব। স্বল্প-সংখ্যক কর্মীর অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যে-পত্রিকার ত্রৈমাসিক প্রকাশ পদে পদে বিলম্বিত হতো তাকে মাসিক-পত্রিকায় রূপান্তরিত করার মধ্যে একটা সংশয়ের ভাব থাকবে—এ তো খুবই স্বাভাবিক। তা'ছাড়া ছিল উপযুক্ত লেখা সংগ্রহের সমস্যা। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার-এবং গ্রন্থাগার-আন্দোলন বিষয়ক লেখা পড়বার আগ্রহ সম্প্রতি যে-হারে বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল রেখে চলবার মতো বলিষ্ঠ লেখক-গোষ্ঠি "গ্রন্থাগার" আজও গড়ে তুলতে পারেনি—এ-সত্য দুঃখের সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই। তাই ত্রৈমাসিক পর্যায়ে যে-পত্রিকায় বৎসরে গড়ে ১৫০ পৃষ্ঠার বেশী পাঠ্যবস্তু প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠতোনা—মাসিক-পর্যায়ে রূপান্তরিত করে তাতে বৎসরে অন্ততঃ ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপযুক্ত পাঠ্যবস্তু পরিবেশনের ভার গ্রহণ করাকে দুঃসাহসিকতা বলে কারুর কারুর মনে হয়েছে।

পত্রিকা-প্রকাশনের অভিজ্ঞতা যাঁদের রয়েছে তাঁরা জানেন পত্রিকার প্রথম বৎসরের প্রকাশনা কতই সমস্যা-সঙ্কুল। "গ্রন্থাগার" পত্রিকার ক্ষেত্রে যদিও এটা প্রথম বৎসর নয় তবুও এই নব-রূপায়নের মধ্যে নব-প্রকাশনের বহু সমস্যা জড়িত ছিল। পরিষদের সীমিত অর্থবলের উপর যথাসম্ভব কম চাপের সৃষ্টি করে, সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আজ এই পত্রিকার দ্বাদশতম সংখ্যা প্রকাশিত হতে দেখে তাই পরিষদের, তথা গ্রন্থাগার-আন্দোলনের মঙ্গলকামী প্রত্যেকেই আনন্দবোধ করবেন, এবং তাঁদের

এই সন্তোষ-প্রকাশের মধ্যে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার কর্মীবৃন্দ নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা খুঁজে পাবেন।

"গ্রন্থাগারের" নিয়মিত পাঠকগোষ্ঠির মধ্যে একদিকে যেমন কুশলী গ্রন্থাগারিকগণ রয়েছেন অপরদিকে তেমনি রয়েছেন—পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পরিচালকবৃন্দ, রয়েছেন দেশের সামগ্রিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যকামী শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তিবৃন্দ। গত এক বৎসরে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর (পরিষদ সংবাদ ব্যতীত, যে পরিসংখ্যান নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো তার মধ্য থেকে এই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের চাহিদাকে সমভাবে মেটাবার আন্তরিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত রয়েছে :

গ্রন্থাগার-বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ	১৫ টি
গ্রন্থাগার-আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ	১৮ "
শিক্ষা-সংস্কৃতি মূলক জনপ্রিয় প্রবন্ধ	২৬ "
গ্রন্থাগার সংবাদ :	
পশ্চিমবঙ্গ	৮০ "
ভারতের অন্যান্য রাজ্য	১৮ "
পৃথিবীর অন্যান্য দেশ	১১ "
বিবিধ সংবাদ	১১ "
গ্রন্থ-সমালোচনা	২১ টি

সালতামামী করলে তাই দেখবো যে নব-রূপায়নের প্রারম্ভে যে অঙ্গীকার করা গিয়েছিলো তা সাধ্যমত প্রতিপালন করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করা হয়েছে। হয়তো লব্ধ ফল আমাদের আশানুরূপ হয়নি। কিন্তু সুদূর লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে আপাতঃ দৃষ্টির এই ব্যর্থতাবিদ্ধ আমাদের প্রচেষ্টার দুর্বল অংশকে নির্দেশ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারার নিরঙ্কুশ সাফল্যের সহায়ক হবে। "গ্রন্থাগার" প্রকাশের সেই সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব পত্রিকার সকল শুভার্থীই গ্রহণ করুন—এই আমাদের বর্ষশেষের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

রূপকথার রাজা দক্ষিণা রঞ্জন

বাংলার শিশু-সাহিত্যের দুটি দিকপালের পরপর জীবনাবসান শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করল। সুনির্মল বসুর মৃত্যু-বেদনা মন থেকে মুছে যাবার আগেই শিশু-সাহিত্য সম্রাট দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদারের বিয়োগ-ব্যথা বাংলার সাহিত্য-দরদীদের মর্মাহত করে তুলেছে। বাংলার শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রকে প্রাণরসে সিঞ্চিত করে রূপকথার প্রথম বীজ তিনি শুধু বপনই করেন নি ; সে বীজ হতে উৎপন্ন তরুকে তাঁর ইন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্যে পত্রপল্লবে শোভিত বিটপীতে পরিণত করেন। 'স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে' হয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বাংলা দেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্যে অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণা বাবুর বই অবলম্বন করিয়া শিশু-রাজ্যে পুনর্বার তাঁহারা নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন'। দক্ষিণাবাবু আজ আর আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর সৃষ্ট রাজপুত্র, কোটালপুত্র, সোনাএকাঠি-রূপোরকাঠি, ব্যাঙমা-ব্যাঙমী ও রাক্ষস-খোক্ষসগণ শিশু মানসে যুগযুগান্তর ধরে আনন্দ-কৌতুক-বিস্ময়ের রস সঞ্চার করবে ; শিশু সমাজে আদর ও ভালবাসার বস্তু হয়ে থাকবে তাঁর চিরায়ত সাহিত্য-সম্পদ।

★ ★ ★ **বিদ্যোদয়ের**

সর্বাধুনিক

গল্পময় ভারত

॥ গল্প ॥

॥ সুশীল জানা ॥

মূল্য—চার টাকা

বৈদিক কাল থেকে প্রাক্ ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ভারতের সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে চয়ন করা এমন সব উপাখ্যান যা চিরায়ত সাহিত্য হিসাবে সর্বকাল গ্রাহ্য বিবেচিত হবে। সচিত্র।

যশাইতলার ঘাট

॥ উপন্যাস ॥

॥ বেদুইন ॥

মূল্য—দুই টাকা আট আনা

বাংলার নাগরীক ও গ্রামীন সমাজ জীবনের সার্থক বাস্তব চিত্র। **'পথে প্রান্তরে'র** রচয়িতার সর্বাধুনিক উপন্যাস। এমন বই যা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায় আর শেষ হয়ে গেলে আক্ষেপ হয়, হায় ফুরিয়ে গেল বলে।

★ ★ *প্রকাশমান* ★ ★

রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন — অধ্যাপক ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য্য
পরিভাষা কোষ — সুপ্রকাশ রায়
বুদ্ধ জীবন কথা (সচিত্র) — শৈল চক্রবর্তী
পথে প্রান্তরে (২য় পর্ব) — বেদুইন

★ ★ *আনন্দ সম্বাদ* ★ ★

বিদ্যোদয়ে বিভিন্ন দেশীয় সাহিত্য গ্রন্থ ও অসাহিত্যিক সাহিত্য গ্রন্থের সুনির্বাচিত সংগ্রহ আকৃষ্ট করবে কৃষ্টিবান পাঠকদের অনেক দৃষ্টিপাতেই।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক ও বিভিন্ন দেশীয় পুস্তক পরিবেশক

৭২ হারিসন রোড :: কলিকাতা-৯।

Regd. No. C-3910

গ্রন্থাগার ॥ ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ সংখ্যা চৈত্র—১৩৬৩

প্রতি সংখ্যা—।৴০ আনা (৩১ নয়া পয়সা)

জেনারেলের অমূল্য অবদান

—বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও মনীষিগণের গ্রন্থ—

—উপন্যাস—

॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥

শৃঙ্খল—২।০ **ঘরের ঠিকানা**—২।০

॥ মনীন্দ্রমাধব চৌধুরী ॥

রাজনগর—৪৲

॥ দেবেশ দাশ ॥

অর্ধেক মানবী তুমি—৩৲

॥ রামপদ মুখোপাধ্যায় ॥

মহানগরী—৪৲

॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥

স্বর্গাদপি গরীয়সী

৩ খণ্ড : প্রতি খণ্ড—৪৲

—কাব্য—

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥

বিস্মরণী—৪৲

ছন্দ-চতুর্দশী—২৲

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

মুক্তবেণী—২৲

॥ ডাঃ সুশীল দে ॥

কণ্ঠদীপিকা—১৲

—শিক্ষা—

॥ ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ ॥

শিক্ষার কথা—২৲

॥ যূথিকা চট্টোপাধ্যায় ॥

নার্সারী স্কুলের শিক্ষা প্রণালী—২৲

—গল্প—

॥ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ॥

বুভুক্ষু মানব—২৲

॥ পরিমল গোস্বামী ॥

ট্রামের সেই লোকটি—২৲

মহামন্বন্তর—৩৲

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

গালি ও গল্প—১।০

॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥

বাস্তব ও অবাস্তব—৩৲

বরযাত্রী—২।০

॥ জগদীশ গুপ্ত ॥

মেঘাবৃত অশনি—২।০

—নাটক—

॥ পরিমল গোস্বামী ॥

ঘুঘু—২৲

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

মৌচাকে ঢিল—২।০

॥ উমাপদ খাঁ ॥

নেতাজীর পদক্ষেপ—১৲

—ইতিহাস—

॥ অজিতকুমার ঘোষ ॥

বাংলা নাটকের ইতিহাস—১০৲

॥ বীরেন্দ্রকুমার বসু ॥

প্রাচীন ইতিহাস পরিচয়—৩৲

সদ্য-প্রকাশিত—**রাজা-উজিরের কথা**—।০

বিবাহ বাসরে শ্রেষ্ঠ উপহার—**বিবাহ-মঙ্গল**—২৲

জেনারেল

ব্রিটার্স ষ্ট্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ

১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নানা বিষয়ে আরো অনেক গ্রন্থ

গ্রন্থ তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই সাদরে প্রেরিত হইবে।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষেক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।